

সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি (কঠশ্রুতিঃ)

বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো । (শ্রীগীতা)

ওঁ নমো বেদান্তবেদ্যায়
শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ

ঈশোপনিষৎ

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ
স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈ-
র্গায়ন্তি যং সামগাঃ ।



ধ্যানাবস্থিততদ্‌-গতেন মনসা
পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা
দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

ত্রিদণ্ডিস্বামিনা শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ-সিদ্ধান্তিনা সম্পাদিতা

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শুক্লযজুর্ব্বেদীয়া

বাজসনেয়-সংহিতোপনিষৎ

বা

ঈশোপনিষৎ

শ্রীমদানন্দতীর্থ-ভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিত-ভাষ্য-সমেতা

গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য-

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-কৃত-

ভাষ্যোপেতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যপ্রবর-

শ্রীমদ্ভক্তি বিনোদঠক্কুর-বিরচিত-সানুবাদ-

বেদার্কদীধিতি-ভাবার্থ-সহিতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশতশ্রী-

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামি-প্রভুপাদানাং

শ্রীপাদপদ্মানুকম্পিতেন শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠানস্য

অন্যতম-প্রতিষ্ঠাতৃ-সভাপতি-আচার্য্যেণ-

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ-

শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ-সিদ্ধান্তি-গোস্বামি-

মহারাজেন কৃতয়া-তত্ত্বকণা-নাম্ন্যা চানুব্যাখ্যয়া

সহ তেনৈব সম্পাদিতা

অস্য প্রতিষ্ঠানস্য পণ্ডিতপ্রবর মহোপাধ্যায় স্বধামপ্রাপ্ত

নৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ, বেদান্তরত্ন-ভক্তিভূষণ-কৃতেন

শ্রীবলদেবভাষ্যস্য বঙ্গানুবাদেন সমন্বিতা

শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠানতঃ প্রকাশিতা ।

উপনিষদ্-গ্রন্থমালার অন্তর্গত ঈশোপনিষদ্ গ্রন্থখানি শ্রুতিমন্ত্র
অন্বয়ানুবাদ, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত-বেদার্কদীধিতি,
অনুবাদ ও ভাবার্থ, শ্রীমদ্ বলদেবভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ,
শ্রীমাধ্বভাষ্য এবং সম্পাদক কর্তৃক রচিত
তত্ত্বকণা-নাম্নী অনুব্যাখ্যার সহিত
প্রকাশিত।

— প্রথম সংস্করণ—

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদাবির্ভাব-তিথি

গৌরাব্দ ৪৮৪, বাংলা ১৩৭৭, ইংরাজী ১৯৭০ সাল

—প্রকাশক—

স্বধামপ্রাপ্ত সতীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, 'বিদ্যার্ণব', 'ভক্তিপ্রমোদ'



—দ্বিতীয় সংস্করণ—

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-তিথি

গৌরাব্দ ৫০৪, বাংলা ১৩৯৭, ইংরাজী ১৯৯০ সাল

—প্রকাশক—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রপন্ন গিরি
বর্তমান সভাপতি ও আচার্য্য
শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন

—মুদ্রাকর—

শ্রীনির্মল মিত্র
দি ইণ্ডিয়ান প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
১৩এ, লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩

—প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন

(১) ২৯বি, হাজরা রোড, কলিকাতা-২৯
(২) সাতাসন রোড, স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা
(৩) রাধাবাজার, নবদ্বীপ, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

উৎসর্গপত্রম্

পরমারাধ্যতম-মদভীষ্ট-শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম-ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষকপ্রবর-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায় - নবমাধস্তনাশ্রয়বর - শ্রীস্বরূপ - শ্রীরূপ - শ্রীসনাতনাভিন্ন - শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভা-পাত্ররাজ-শ্রীনবদ্বীপধামান্তর্গত-শ্রীগৌরাবির্ভাবস্থলী - শ্রীধামমায়াপুরস্থ বিশ্ব-বিশ্রুতাকরমঠরাজ - শ্রীচৈতন্যমঠস্য তৎশাখা-শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহানাং চ প্রতিষ্ঠাতৃ-নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশতশ্রী-**শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী - গোস্বামি-প্রভুপাদানাং** মনোঽভীষ্টানুসারেণ তৎপ্রীত্যর্থং তদীয় শ্রীপাদ-পদ্মরেণু-সেবাকাঙ্ক্ষিণা দাসাধমেন সম্পাদিতা তদভীপ্সিতোপনিষদ্-গ্রন্থমালান্তর্গতা শ্রীবলদেবভাষ্যো-পেতা ঈশোপনিষদিয়ং তেষাং শ্রীশ্রীকরকমলে সমর্পিতাস্তু ইতি প্রার্থ্যতে।—

শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-তিথৌ,
গৌরাব্দচতুরশীত্যুত্তরচতুঃশতকে
শ্রীসারস্বতগৌড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠানাৎ কলি-২৯ সংখ্যান্তর্গতে
২৯বি, সংখ্যকে হাজরা বর্ম্মনি।

শ্রীচৈতন্যসরস্বতী-কিঙ্করাভাস-
শ্রীভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তিনা।

[পরমারাধ্যতম মদীয় শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশতশ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী** প্রভুপাদ-সম্পাদিত '**ঈশোপনিষৎ**' গ্রন্থের তল্লিখিত ভূমিকা উদ্ধৃত হইল।]

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভূমিকা

বেদশাস্ত্রে পুরুষোত্তমতত্ত্ব-বিচারে কয়েকপ্রকার বিভাগ দৃষ্ট হয়; তন্মধ্যে শিরোভাগকেই 'উপনিষৎ' বলা যায়। "সংহিতা"-অংশ বেদের কার্য্যভাগ। "ব্রাহ্মণ" ও "তাপনী" প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং তাহাদের উপনিষদংশ 'শিরোভাগ' নামে কথিত হয়।

"সংহিতা" সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত ;—ঋক্, সাম ও যজুঃ, ইহাকেই "ত্রয়ী" বলা হয়। তন্মধ্যে যজুর্ব্বেদ-সংহিতা 'শুক্ল' ও 'কৃষ্ণ'-ভেদে দ্বিবিধ। শুক্লযজুর্ব্বেদীয় 'বাজসনেয়'-সংহিতার শিরোভাগ-রূপে ঈশাবাস্যোপনিষদের পরিচয়। এই উপনিষদে আঠারটি মাত্র মন্ত্র আছে। দশোপনিষৎএর অন্যতম ঈশোপনিষৎ। সেই 'দশোপনিষৎ'এর নাম—

ঈশাকেনকঠপ্রশ্নমুণ্ডমাণ্ডূক্যতিত্তিরিঃ।
ঐতরেয়ঞ্চ ছান্দোগ্যং বৃহদারণ্যকং তথা॥

উপনিষৎকে '**শ্রুতি**' বলা হয়। 'গৃহ্য' ও 'শ্রৌত' প্রয়োগবিধি 'কল্প' ও 'স্মৃতি'-নামে কথিত হয়। শ্রুতির অন্তরালে তর্কের

প্রবেশাধিকার নাই। কিন্তু লৌকিক বিচারের সহিত সামঞ্জস্য-স্থাপনে কল্প ও স্মৃতির যোগ্যতা আছে। শ্রুতির ব্যাখ্যা দুই প্রকারে গৃহীত হয়। তর্কপন্থিগণ শ্রৌতপথকেও বিপন্ন করিবার প্রয়াস করেন বলিয়া শ্রুতিমন্ত্রগণের প্রচ্ছন্ন তর্কপর ব্যাখ্যা নির্ব্বিশেষবাদী রচনা করিবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। শ্রৌতপথাবলম্বী ভগবৎপরায়ণ জনগণ সেই সংশয়, নাস্তিক্য ও নিগুর্ণক্লীব-ব্রহ্মবাদিগণের তর্ক সমূহের অকর্ম্মণ্যতা-প্রদর্শনকল্পে শ্রুতিপথের অনুকূলে পুরুষমিথুন-স্বকীয়-পরকীয়-পরা স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দিয়াছেন। উহাই আম্নায়-পরম্পরাক্রমে অর্থ। প্রচ্ছন্ন তার্কিকগণ শব্দের অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি আশ্রয় করিয়া আধ্যক্ষিক বিচারের অবতারণা পূর্ব্বক যে শব্দার্থ প্রচার করেন, উহা ঈশবিমুখস্বভাববিশিষ্ট জনগণের অনুকূলমাত্র। বিষ্ণুভক্ত মহামন্ত্রোপদেশকগণ ঐরূপ শব্দের অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তিমাত্র আশ্রয় করেন না।

এই পুস্তিকার অভ্যন্তরে শ্রীমদানন্দতীর্থপাদের মহাজন-পুষ্ট বিচারোদ্দেশ ভাষ্যরূপে এবং শ্রীমদ্ গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য **বলদেব-বিদ্যাভূষণের-ভাষ্য** নিবদ্ধ হইয়াছে। সরলভাবে বোধের জন্য মন্ত্রার্থগুলি **শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুরের বেদার্ক-দীধিতি** নাম্নী ব্যাখ্যার সহিত অন্বয়মুখে সন্নিবিষ্ট এবং শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের ভক্তিপর অনুবাদ ও তাৎপর্য্য ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছে।

যাঁহাদের হৃদয় ভগবৎসেবায় উদ্‌গ্রীব তাঁহারা যত্নপূর্ব্বক, এই ঈশোপনিষৎটি ব্যাখ্যা সহ পাঠ করিবেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ
শ্রীরামানন্দ অপ্রকট-বাসর
৪৪৪ গৌরাব্দ

অকিঞ্চন—
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রারম্ভণী

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্ ।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্ ॥

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ ।
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥

নিখিল-শ্রুতিমৌলি-রত্নমালা-
দ্যুতিনীরাজিত-পাদ-পঙ্কজান্ত ।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি ॥

গ্রন্থের আরম্ভে করি ‘মঙ্গলাচরণ’ ।
গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ তিনের স্মরণ ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন-বিনাশন ।
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত-পূরণ ॥

শ্রীগুরু, শ্রীবৈষ্ণব ও **শ্রীভগবানের** বন্দনামুখে তাঁহাদের অহৈতুক কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনাপূর্ব্বক **উপনিষদ্-গ্রন্থমালার** সম্পাদনায় এক্ষণে প্রবৃত্ত হইতেছি। আমি নিতান্ত অযোগ্য হইলেও শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা পরম বলবতী ও মহীয়সী, মূককেও বাচাল করিতে পারেন, পঙ্গুকে দিয়া গিরি উল্লঙ্ঘন করাইতে পারেন,—ইহাই তাঁহাদের কৃপার অসীম মহিমা। সেই আশাবন্ধ হৃদয়ে পোষণপূর্ব্বক কার্য্যারম্ভ করিতেছি; আমাতে শক্তি সঞ্চারিত হউক, সঙ্কল্প সিদ্ধ হউক,—ইহাই অধমের কাতর প্রার্থনা।

উপনিষৎসমূহ বেদের শিরোভাগ। উহা বেদের অন্তভাগ বা চরমবিভাগ বলিয়া উহাকে **বেদান্তও** বলা হয়। বৈদান্তিকের পরিভাষায় উপনিষৎ **'শ্রুতি-প্রস্থান'** নামেই পরিচিত। **শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস উপনিষদের সমন্বয় সাধন করিবার নিমিত্তই 'বেদান্তসূত্র' বা 'ব্রহ্মসূত্র' রচনা করিয়াছিলেন; উহাকে 'ন্যায়-প্রস্থান'** বলা হয়। মহাভারত, পুরাণাদি গ্রন্থকে **'স্মৃতি-প্রস্থান'** সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হয়। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়-প্রস্থানত্রয়ের প্রকৃত সারসিদ্ধান্ত কি? তাহা আমাদিগকে জানাইয়াছেন এবং স্বীয় পার্ষদ গোস্বামিবৃন্দের দ্বারা অসংখ্য গোস্বামি-শাস্ত্র রচনা করাইয়াছিলেন। একদিন যেমন শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস জীবের কল্যাণের জন্য সকল শাস্ত্র প্রণয়নান্তে শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন-পূর্ব্বক আমাদিগকে জানাইয়াছিলেন—"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥" সেইরূপ স্বয়ং ভগবান্ **শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও** আচার্য্যলীলাভিনয়কালে গোস্বামিবর্গকে দিয়া শাস্ত্র রচনা করাইয়া শ্রীভাগবতার্থ প্রচার করিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, মহাভারতের

তাৎপর্য্য, গায়ত্রীর ভাষ্য এবং বেদার্থ-পরিবৃংহিত থাকায় উহা সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণিরূপে পূজিত হইয়াছেন। **অর্থাৎ শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায়-প্রস্থানের সারসিদ্ধান্ত শ্রীমদ্ভাগবতানুশীলনেই পাওয়া যায়।** সেইরূপ শ্রীমদ্ভাগবতার্থ সুপ্রকাশের নিমিত্তই গোস্বামিশাস্ত্র প্রকটিত; সুতরাং উহাকে প্রস্থানত্রয়শিরোমণিরূপে বিবেচিত হইলে কোন অত্যুক্তি হয় না। যাহা হউক, আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের আনুগত্যেই সমগ্র শ্রুতির প্রকৃত তত্ত্ব বা সিদ্ধান্ত জানিবার প্রয়াস করিব। পূর্ব্বে 'বেদান্তসূত্রম্' গ্রন্থ মধ্যে যেরূপ ন্যায়-প্রস্থান—ব্রহ্মসূত্রের অর্থ সিদ্ধান্তকণার মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রদর্শিত হইয়াছে, এক্ষণে সেইরূপ শ্রুতি-প্রস্থান—উপনিষদ্-গ্রন্থমালার সারসিদ্ধান্তও শ্রীমদ্ভাগবত হইতে তত্ত্বকণার মধ্যে প্রদর্শন করিবার প্রয়াস পাইব। ভক্তভাগবত ও গ্রন্থভাগবতদ্বয় অধমকে কৃপা করুন, যেন সেই প্রয়াস সফল হয়।

উপনিষৎ যখন বেদের শিরোভাগ, তখন 'বেদ' বলিতে কি বুঝায়, তাহা একটু আলোচনা করা আবশ্যক। বিদ্ ধাতু কর্ম্মবাচ্যে—অল্ হইতে 'বেদ' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। বিদ্ ধাতুর অর্থ-সম্বন্ধেও পাওয়া যায়,—

"বেত্তি বেদ বিদি জ্ঞানে বিন্তে বিদি বিচারণে।
বিদ্যতে বিদি সত্তায়াং লাভে বিন্দতি বিন্দতে ॥"

সাধারণতঃ বিদ্ ধাতুর অর্থ জানা বা অনুভব করা। যেমন পাই,—'বেদয়তি ধর্ম্মং ব্রহ্ম চ বেদঃ' অর্থাৎ যে শাস্ত্র ধর্ম্ম ও ব্রহ্মতত্ত্বকে জানাইয়া দেন, তাঁহাকেই 'বেদ' বলে।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ-রচিত 'সর্ব্বসংবাদিনীতে' তত্ত্ব-সন্দর্ভীয় বিচারে পাই,—

"যশ্চানাদিত্বাৎ স্বয়মেব সিদ্ধঃ, স এব নিখিলৈতিহ্যমূলরূপো মহাবাক্য-সমুদায়ঃ শব্দোঽত্র গৃহ্যতে,—স চ শাস্ত্রমেব, তচ্চ বেদ এব—স বেদসিদ্ধঃ, য এব সর্ব্বকারণস্য ভগবতোঽনাদিসিদ্ধং পুনঃ সৃষ্ট্যাদৌ তস্মাদেবাবিভূ্র্তমপৌরুষেয়ং বাক্যম্,—তদেব ভ্রমাদিরহিতং সম্ভাবিতং; তচ্চ সর্ব্বজনকস্য তস্য চ সদোপদেশায়াবশ্যকং মন্তব্যং, তদেব চাব্যভিচারিপ্রমাণম্।" অর্থাৎ অনাদিত্ব-নিবন্ধন যাহা স্বয়ংসিদ্ধ, নিখিল-ঐতিহ্য-প্রমাণ-মূলরূপ সেই মহাবাক্য-সমুদায়ই এ-স্থলে শব্দরূপে গৃহীত হইয়াছে। এই শব্দই শাস্ত্র নামে অভিহিত এবং তাঁহাকেই 'বেদ' বলে। সেই বেদ অনাদিসিদ্ধ, যাহা পুনঃ পুনঃ জগৎ সৃষ্ট্যাদি-ব্যাপারে শ্রীভগবান্ হইতে আবিভূ্র্ত; অনাদিসিদ্ধ সেই অপৌরুষেয় বাক্য, অবশ্যই ভ্রমাদিরহিত, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ইহা সদুপদেশ-প্রচারের জন্য সেই সর্ব্বজনক পরমেশ্বরের বাক্য বলিয়া অবশ্য মন্তব্য। অতএব এই বাক্যই অব্যভিচারিপ্রমাণ।

সুতরাং শব্দময় শাস্ত্রাবতারই বেদ। বেদ দুই ভাগে বিভক্ত, একটি অংশ সংহিতা, অপরাংশের নাম ব্রাহ্মণ। বেদ সাধারণতঃ ছন্দোময়। ছন্দোময় শ্লোককে 'মন্ত্র' এবং মন্ত্রসমষ্টিকে সূক্ত বলে। সূক্তসমষ্টি সংহিতা নামে কথিত হয়। বেদের ব্রাহ্মণাংশে যজ্ঞাদির মন্ত্র ও নিয়মাদি উল্লিখিত হইয়াছে। উহা প্রধানতঃ গদ্যে লিখিত। এতদ্ব্যতীত বেদের আর একটি ভাগকে আরণ্যকও বলে। বেদের চতুর্থ বা শেষ অংশকে 'উপনিষৎ', 'শ্রুতি' বা 'বেদান্ত' বলা হয়। উপনিষদ্‌কে 'বেদান্ত' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ইহা বেদের শেষ অংশ এবং বেদের চরম ও পরম সিদ্ধান্ত ইহাতেই নিবদ্ধ।

উপনিষৎ শব্দের অর্থেও পাই,—

"ব্রহ্মণ উপ সমীপে নিষীদতি অনয়া ইত্যুপনিষদ্।" অর্থাৎ

যে শাস্ত্রের সাহায্যে সাধক মুক্ত হইয়া ভগবৎসমীপে উপস্থিত হইতে সমর্থ হন, তাহাই 'উপনিষদ্'।

আবার উপ+নি+সদ্+ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া 'উপনিষৎ' শব্দ নিষ্পন্ন। 'উপ' অর্থে সমীপে, 'নি' অর্থে নিশ্চয়, এবং 'সদ্' ধাতুর অর্থ শিথিলী-করণ, নাশ ও প্রাপ্তি। সুতরাং উপনিষৎ—সেই বিদ্যা, যাহা মানুষের সংসার-বন্ধন নিশ্চিতরূপে শিথিল করিয়া স্বীয় স্বরূপ-সম্বন্ধীয় অজ্ঞান নিঃসংশয়রূপে বিনাশকরতঃ পরব্রহ্মের সমীপে লইয়া যায় অর্থাৎ শ্রীভগবানের সহিত জীবের নিত্য সম্বন্ধ প্রাপ্ত করাইয়া দেয়। এইজন্যই এই শাস্ত্রকে ব্রহ্মবিদ্যা বলা হয়। আবার একান্তে শ্রীগুরুপাদপদ্ম কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া ইহার রহস্য শিষ্যের হৃদয়ে অনুভূত হয় বলিয়া ইহাকে রহস্য-বিদ্যাও বলা হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং ভগবান্ও ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন—

"জ্ঞানং পরমং গুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥" (ভাঃ ২।৯।৩০)

উপনিষদের সংখ্যা বহু। মুক্তিকোপনিষদে যে তালিকা দৃষ্ট হয়, তাহাতে ১০৮ খানি উপনিষদের নাম পাওয়া যায়। ঐ তালিকার প্রথমে যে ১০ খানি উপনিষদের নাম আছে, তাহা এইরূপ,—

"ঈশাকেনকঠপ্রশ্নমুণ্ডমাণ্ডুক্যতিত্তিরিঃ।
ঐতরেয়ঞ্চ ছান্দোগ্যং বৃহদারণ্যকং তথা॥"

এই দশখানি উপনিষদের সহিত 'শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ' গ্রন্থখানি লইয়া এগারটি উপনিষৎ মায়াবাদি-সম্প্রদায়ে সাধারণতঃ **'একাদশোপনিষৎ'** নামে প্রসিদ্ধ। আচার্য্য শ্রীশঙ্কর এই এগারখানি উপনিষদের ভাষ্য

রচনা করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় সাধারণ সমাজে ইহার প্রসিদ্ধি লাভ হইয়াছে। আরও একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ গ্রন্থখানিতে শ্রীপুরুষোত্তমতত্ত্বের ও ভগবচ্ছক্তিতত্ত্বের বিচিত্রতা-সম্বন্ধীয় অনেক মন্ত্র থাকায় অনেক মায়াবাদী বলেন যে, শ্রীশঙ্কর শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের কোন ভাষ্য করেন নাই কিন্তু তাঁহাদের সেই বিচার খণ্ডিত হয়, আচার্য্য শ্রীশঙ্করের ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য-পাঠকালে। কারণ আচার্য্য শ্রীশঙ্কর স্বীয় ভাষ্যমধ্যে বহুবার শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের মন্ত্র উদ্ধার করিয়াছেন।

আচার্য্য শ্রীরামানুজ, আচার্য্য শ্রীমন্মধ্ব, গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব প্রভৃতি সকলেই স্ব-স্ব ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য-মধ্যে এই সকল উপনিষদের উদ্ধৃতি করিয়াছেন। শ্রীরামানুজ স্বয়ং উপনিষদের ভাষ্য রচনা না করিলেও শ্রীরঙ্গরামানুজাদি তদীয় অধস্তনগণ উপনিষদ্-ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। শ্রীমন্মধ্ব স্বয়ংই ঐ সকল উপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। এমন কি, গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও দশোপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ কেবলমাত্র ঈশোপনিষৎ ব্যতীত অন্য কোন উপনিষদের শ্রীবলদেব-ভাষ্য পাওয়া যায় না। অধমের বড় আশা ছিল যে, যদি সম্ভব হয়, তবে শ্রীবলদেব-ভাষ্যসহ উপনিষদ্-গ্রন্থমালা সম্পাদিত হইবে কিন্তু কোন প্রকারেই সেই ভাষ্য সংগ্রহ করিতে না পারিয়া অপর বৈষ্ণবভাষ্যসহ উপনিষৎ সমূহ প্রকাশের যত্ন লইয়াছি।

যাহা হউক, উপনিষদ্-গ্রন্থমালার মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে আমরা **'ঈশোপনিষৎ'** গ্রন্থখানি সম্পাদনের প্রয়াস পাইয়াছি। এই

'উপনিষৎ-খানি' 'ঈশা' এই পদের দ্বারা আরব্ধ হইয়াছে বলিয়া ইহা 'ঈশোপনিষৎ' নামে বিখ্যাত। এই গ্রন্থখানি শুক্লযজুর্ব্বেদের অন্তিম অধ্যায়। শুক্লযজুর্ব্বেদে চল্লিশটি অধ্যায় আছে। সংহিতা-ভাগের অন্তর্ভূ্ত হওয়ায় ইহাকে বাজসনেয়সংহিতোপনিষৎ বলা হইয়া থাকে।

এই ঈশোপনিষদে অষ্টাদশটি মন্ত্র আছে, উহাতে **পরমাত্মার স্বরূপ ও জীবাত্মার স্বরূপ এবং জীবের গতি** উপদিষ্ট হইয়াছে।

কোন গ্রন্থের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে গেলে **ছয়টি বিষয়** লক্ষ্য করিতে হয়। (১) উপক্রম, (২) উপসংহার, (৩) অভ্যাস, (৪) অপূর্ব্বতা-ফল, (৫) অর্থবাদ, (৬) উপপত্তি। কেহ কেহ উপক্রম ও উপসংহারকে একটি গণনা করিয়া অপূর্ব্বতা ও ফলকে দুইটি বিভাগ করিয়াছেন।

যাহা হউক, যে বিষয় লইয়া গ্রন্থ আরম্ভ হয়, তাহাকে উপক্রম বলে এবং গ্রন্থের শেষে সেই বিষয়েই পর্য্যবসান হয়, তাহাই উপসংহার। সুতরাং উপক্রম ও উপসংহার এক হইয়া থাকে। গ্রন্থের বর্ণিত বিষয়বস্তুটি গ্রন্থমধ্যে পুনঃ পুনঃ উল্লেখের নাম অভ্যাস। গ্রন্থের বর্ণিত-বিষয় গ্রন্থৈকপ্রমাণগম্যতাযুক্ত হইলে উহা অপূর্ব্বতা নাম ধারণ করে। গ্রন্থোপদিষ্ট বিষয়-লাভের নাম ফল। গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়ের যে প্রশংসা কিংবা তদিতর বিষয়ের গর্হণকে অর্থবাদ বলা হয়; আর উপপত্তি বলিতে যুক্তিকে বুঝায়।

বর্ত্তমান গ্রন্থখানির তাৎপর্য্য-নির্ণয়-প্রসঙ্গেও বলা যাইতে পারে যে, 'ঈশাবাস্যম্' মন্ত্রের দ্বারা এই গ্রন্থের **উপক্রম** করা হইয়াছে যে, পরমেশ্বর কর্ত্তৃকই সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত এবং তিনিই একমাত্র

সারবস্তু আর সকলই অসার সুতরাং পরমেশ্বরের আশ্রয়ই জীবের একান্ত কর্ত্তব্য। **উপসংহারেও** সেইরূপ সেই তত্ত্বের নিকট 'অগ্নে নয়' মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে যে, হে ভগবন্! তোমার প্রেমধনের নিমিত্ত আমাদিগকে সুপথে লইয়া চল। তোমার পাদপদ্ম সেবায় আশ্রয় দাও। প্রথমেও পরমেশ্বরের আশ্রয় এবং শেষেও সেই পরমেশ্বরের আশ্রয়-লাভের প্রার্থনা। **অভ্যাসরূপে** দেখা যায় যে, গ্রন্থমধ্যে সেই পরমেশ্বরের স্বরূপই পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তিত হইয়াছে। যেমন—'অনেজদেকং' 'তদন্তরস্য সর্ব্বস্য' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই পরমেশ্বরবস্তু অদ্বিতীয়, নিশ্চল, প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ের অতীত, বিশ্বের অন্তরে ও বাহিরে তিনি বর্ত্তমান, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, অচিন্ত্যশক্তিশালী। **অপূর্ব্বতা-রূপেও** কথিত হইয়াছে—"নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্" মন্ত্রে বর্ণিত আছে যে, সেই পরমেশ্বর বস্তুকে তাঁহার কৃপা ব্যতীত কেহ ইন্দ্রিয়-চেষ্টা দ্বারা লাভ করিতে পারে না। "হিরণ্ময়েন পাত্রেণ" মন্ত্রে শুদ্ধা ভক্তির ফল অবগত হওয়া যায় যে, শুদ্ধা ভক্তি ভিন্ন শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হয় না; শ্রীভগবানের কৃপাব্যতীত শুদ্ধা ভক্তি লভ্য নহে। **অর্থবাদ-বিচারে** "অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি" "অন্যদেবাহুঃ" প্রভৃতি মন্ত্র উল্লিখিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ ভক্তিরহিত কেবল কর্ম্ম এবং ভক্তি-বর্জ্জিত কেবল জ্ঞান দ্বারা কোন কল্যাণ হয় না বরং অকল্যাণই হয়, আর ভক্তি সহিত কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি এবং ভক্তিসহিত জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষরূপ ফল হইয়া থাকে। "যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি" "যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি" প্রভৃতি মন্ত্রে **উপপত্তিও** প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীভগবান্ সর্ব্ব জগতের স্রষ্টা, পালয়িতা ও নিয়ন্তা, জীবগণ তাঁহার দ্বারা পালিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণ-সেবা লাভ করিতে পারিলেই ধন্য। জীবের এই পরমাত্ম-সম্বন্ধীয় জ্ঞান-লাভই ঈশোপনিষদের তাৎপর্য্য।

এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান-লাভের অধিকারী বিচারেও পাওয়া যায় যে, শ্রীভগবানে শ্রদ্ধালু, বিষয়ে অনাসক্ত, সাধুসঙ্গলোভী এবং শাস্ত্যাদি গুণবান্ ব্যক্তিই এই গ্রন্থের উপদেশ লাভের যোগ্য।

এই শাস্ত্রের বিষয়, প্রয়োজন, অধিকারী ও সম্বন্ধ নির্ণয় করাও আবশ্যক। **ঈশোপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয়**—পরমাত্মার স্বরূপ ও জীবাত্মার স্বরূপ বিচার পূর্ব্বক পরস্পর সম্বন্ধ-নির্ণয়; এই শাস্ত্রে **প্রয়োজন-নির্ণয়** হইতেছে, জগতের সর্ব্বত্র পরমাত্মসম্বন্ধ দর্শনপূর্ব্বক যুক্তবৈরাগ্য-আশ্রয়ে শ্রীভগবানের সেবা দ্বারা আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি পূর্ব্বক পরমানন্দময় শ্রীভগবানের পাদপদ্ম-প্রাপ্তি। এই শাস্ত্র-শ্রবণে **অধিকারী** হইতেছেন তিনি, যিনি ভোগে অনাসক্ত হইয়া শ্রীভগবৎ-সেবার অনুকূলে কর্ম্ম ও জ্ঞানকে পরিচালনা করেন। এই গ্রন্থ ও গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত **প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক সম্বন্ধ** দৃষ্ট হয়। বিষয়, প্রয়োজন, অধিকারী এবং সম্বন্ধ—এই চারিটীকে অনুবন্ধ চতুষ্টয় বলে।

শ্রুতির ব্যাখ্যা দুই প্রকারে গৃহীত হইয়া থাকে। নির্ব্বিশেষবাদিগণ আরোহবাদমূলে স্বকল্পিতপথে যে শ্রুতির ব্যাখ্যা প্রদর্শন করেন, তাহাতে শ্রীভগবানের নিত্য শ্রীনাম, শ্রীরূপ, শ্রীগুণ, শ্রীলীলা ও শ্রীপরিকরবৈশিষ্ট্য প্রভৃতি রহিত করিয়া নির্ব্বিশেষ-বিচার-আবাহন করেন এবং জীবের অমঙ্গলের হেতু হইয়া পড়েন আর শ্রৌতপথাবলম্বী ভগবৎপরায়ণ জনগণ যে শ্রুতির মর্ম্মার্থ ব্যাখ্যা করেন, তাহাতে চিল্লীলামিথুন পরতত্ত্বের চিদ্বিলাসবৈচিত্র্য প্রকাশিত হইয়া জীবের পরম মঙ্গলরূপ পঞ্চম পুরুষার্থ বা পুরুষার্থ-শিরোমণি ভগবৎ-প্রেম-লাভের সৌভাগ্য প্রকাশিত হয়।

এ-বিষয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সার্ব্বভৌমের প্রতি উপদেশবাক্য আলোচ্য ;—

"উপনিষদ্-শব্দে যেই মুখ্য অর্থ হয়।
সেই অর্থ মুখ্য,—ব্যাসসূত্রে সব কয়॥
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা।
'অভিধা'-বৃত্তি ছাড়ি' কর শব্দের লক্ষণা॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৩৩-১৩৪)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্যে পাই,—"উপনিষদ্ বাক্যসমূহের যে মুখ্য অর্থ, তাহাই বেদব্যাস নিজকৃত সূত্রে উদ্দেশ করিয়াছেন; অর্থাৎ সেই মুখ্য অর্থই জ্ঞাতব্য। তাহ ছাড়িয়া যে গৌণার্থ কল্পনা করা যায় এবং শব্দের 'অভিধা-বৃত্তি' ছাড়িয়া যে 'লক্ষণা' করা যায়, তাহা অমঙ্গলজনক।"

শ্রীমহাপ্রভু আরও বলিয়াছেন,—

"ব্যাস-সূত্রের অর্থ—যৈছে সূর্য্যের কিরণ।
স্বকল্পিতভাষ্য-মেঘে করে আচ্ছাদন॥
বেদ-পুরাণে কহে ব্রহ্ম নিরূপণ।
সেই ব্রহ্ম—বৃহদ্বস্তু, ঈশ্বর-লক্ষণ॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে নিরাকার করি' করহ ব্যাখ্যান॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৩৮-১৪০)

ইহার ব্যাখ্যায় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বীয় ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"ব্যাসসূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণের ন্যায় দেদীপ্যমান। মায়াবাদিগণ স্বকল্পিত ভাষ্যরূপ মেঘদ্বারা তাহাকে আচ্ছাদন করিয়াছে। বেদ এবং

তদনুগত পুরাণসমূহ একমাত্র ব্রহ্মকেই নিরূপণ করিয়াছেন। সেই ব্রহ্ম স্বীয় বৃহত্ত্বধর্ম্মবশতঃ ঈশ্বরলক্ষণে লক্ষিত হন। আবার সেই ঈশ্বরকে তাঁহার সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণতার সহিত দেখিলে, সেই বৃহদ্ব্রহ্মবস্তুই স্বয়ং ভগবান্ হইয়া পড়েন। অতএব 'ব্রহ্ম' ও 'ঈশ্বর'—ইহারা ভগবত্তত্ত্বের অন্তর্গত ব্যাপারবিশেষ। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ সর্ব্বদা পরিপূর্ণ শ্রীসংযুক্ত, সুতরাং তিনি নিত্য সবিশেষ, তাঁহাকে নিরাকার বলিয়া ব্যাখ্যান করিলে বেদার্থ বিকৃত হইয়া পড়ে।"

অতএব গ্রন্থভাগবত ও ভক্তভাগবতের আনুগত্যে শ্রুতি-শাস্ত্রের অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন। আজকাল অধিকাংশস্থলে শ্রুতির নির্ব্বিশেষপর ব্যাখ্যা প্রচারিত থাকায়, শ্রুতির সবিশেষপর ব্যাখ্যা শ্রবণের অভাব পরিলক্ষিত হয়। আমরা সেজন্য সকলকে সবিনয়ে অনুরোধ করি যে, তাহারা একবার শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসরণে শ্রুতির অর্থ আস্বাদনের প্রয়াস করুন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদনুগ গোস্বামিবৃন্দ আমাদিগকে সেইভাবেই শ্রুতির অর্থ আস্বাদন করিবার অপার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন অর্থাৎ শ্রুতি-প্রস্থান, স্মৃতি-প্রস্থান ও ন্যায়-প্রস্থানত্রয়ের সারমর্ম্ম বা সিদ্ধান্ত অনুভব করাইবার জন্যই জগতে গোস্বামিশাস্ত্ররূপ এক বিশেষ প্রস্থান বা প্রস্থানশিরোমণি আবির্ভূত হইয়াছেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে—শ্রীঈশোপনিষদে আঠারটিমাত্র মন্ত্র আছে। সেই মন্ত্রগুলির সারমর্ম্ম কি? তাহাই এক্ষণে বর্ণিত হইতেছে। আশা করি, সুধী পাঠকবৃন্দ ইহা অনুধাবন করিলে পরমানন্দিত হইবেন।

১ম মন্ত্রে পাই—চরাচর সমগ্র বিশ্ব পরমেশ্বরের দ্বারা ব্যাপ্য বা ভোগ্য। শ্রীভগবান্ স্বীয় শক্তির দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন

এবং ওতপ্রোতভাবে সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট। জীবও তাঁহারই শক্তিনিঃসৃত তত্ত্ববিশেষ। কিন্তু স্ব-স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া জীব ভোক্তার অভিমানে সংসারে আবদ্ধ হইয়া নানাবিধ কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে। ইহাই জীবের বদ্ধাবস্থা। পরম করুণাময়ী শ্রুতি-মাতা জীবগণের উদ্ধারার্থ কল্যাণের উপদেশ দিতেছেন। প্রথমেই বলিলেন, হে জীব! তুমি জগতে সর্ব্বত্র ভগবৎসম্বন্ধ দর্শন কর। জগদীশ্বর শ্রীহরিরই এই জগৎ, ইহা অনুভব করিয়া এবং নিজেকে শ্রীহরির দাস-জ্ঞানে শ্রীভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত কর। আর সমস্ত বস্তু শ্রীভগবানের সেবার উপকরণ জানিয়া সর্ব্বত্র নিজের ভোগবুদ্ধি পরিহারকরতঃ ভগবদ্দত্ত বস্তু দ্বারা শ্রীভগবানের সেবা কর। এবং ভগবৎ-প্রসাদের দ্বারা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাক। অনাসক্তির সহিত ভগবৎ-সেবার নিমিত্ত বিষয়-গ্রহণ ব্যতীত নিজের ভোগবুদ্ধিতে বিষয়ের প্রতি লোভ করা জীবের পক্ষে অনুচিত জানিয়া যুক্তবৈরাগ্যের সহিত বিষয় স্বীকারে কোন অনর্থ উৎপন্ন হইবে না।

২য় মন্ত্রে পাই—জীবের চিত্তশুদ্ধির অভাবে হৃদয়ে শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধ গ্রহণে অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে শ্রুতি-মাতা বলিতেছেন, হে জীব! তুমি চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রে শাস্ত্রবিহিত ভগবদুপাসনাদি কর্ম্মানুষ্ঠান কর, তাহা হইলে আর তোমার কর্ম্মবন্ধন থাকিবে না। তোমার শরীর-যাত্রা অনায়াসে নির্ব্বাহ হইবে এবং শ্রীভগবানের সেবার অনুকূলে যাবতীয় কর্ম্ম ও জ্ঞানচেষ্টা ভক্তিতে পর্য্যবসিত হইবে। এইরূপ শ্রীহরিভজনময় জীবনে শত বৎসর বাঁচিয়া থাকিলেও তোমার কোন ক্ষতি হইবে না।

৩য় মন্ত্রে পাই—শ্রুতি-মাতা ব্যতিরেকমুখে বলিতেছেন যে, যে-সকল জীব পরমাত্ম-সম্বন্ধ রহিত হইয়া কেবলমাত্র বিষয়-ভোগে

ব্যস্ত, তাহারা কিন্তু আত্মঘাতী এবং পরকালে অর্থাৎ দেহান্তে 'অসূর্য্য' নামে প্রসিদ্ধ অসুরের প্রাপ্য অন্ধকারাবৃত লোকে গমন করিয়া থাকে।

৪র্থ মন্ত্রে পাওয়া যায়—ব্রহ্মবস্তু অদ্বিতীয় ও নিশ্চল এবং মন অপেক্ষাও অধিক বেগশালী। ইন্দ্রিয়সমূহ তাঁহাকে ধরিতে পারে না, এই হেতু তিনি অতীন্দ্রিয়। বায়ু প্রভৃতি সকলে তাঁহাতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাঁহারই আদেশে কার্য্যাদি করিতেছেন। আত্মা-শব্দে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়কে বুঝাইয়া থাকে। পরমাত্মা—বিভু বা বৃহচ্চৈতন্য আর জীবাত্মা—অণুচৈতন্য। যেখানে যেরূপ সম্ভব সেখানে সেইরূপে বুঝিতে হইবে। জীবাত্মা নিশ্চল হইলেও তদ্‌গৃহীত মায়া-শক্তির পরিণামস্বরূপ বায়ু প্রাণরূপী হইয়া তাহার কার্য্য বিধান করে আর পরমাত্মা যে নিশ্চল, তাঁহার কিন্তু আত্মগত ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি তাঁহার আশ্রয়ে তাঁহার ইচ্ছামতই ক্রিয়াবতী হইয়া থাকে।

৫ম মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে—পরমাত্মা চল ও অচল, দূরে ও নিকটে, বিশ্বের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত। তাঁহাতে এইরূপ বিরুদ্ধগুণের সামঞ্জস্য রহিয়াছে, ইহাই তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা ও অচিন্ত্যশক্তির পরিচয়।

৬ষ্ঠ মন্ত্রে পাওয়া যায়—যিনি সর্ব্বভূতে অন্তর্য্যামিরূপে পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন এবং সর্ব্বভূতকে পরমাত্মার শক্তিপরিণতরূপ দর্শন করিতে পারেন, তাঁহার কাহারও প্রতি ঘৃণা বা অবজ্ঞাও থাকে না। যাঁহার সর্ব্বত্র পরমাত্মসম্বন্ধ-দৃষ্টি থাকে, তাঁহার ঘৃণার পাত্র থাকিতেই পারে না। ইহার ফলে সহজেই তিনি প্রীতিসম্পত্তি লাভ করিয়া থাকেন।

৭ম মন্ত্রে দেখা যায়—যখন শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ দর্শনহেতু সর্ব্বভূতে এক-আত্মা অন্তর্য্যামিরূপে বিরাজমান এবং সকলই সেই শক্তিমানের শক্ত্যাশ্রিত যিনি দর্শন করেন, তিনি কখনও শোক বা মোহের বশবর্ত্তী হন না। জগতে শোক ও মোহ বিদূরিত করিতে হইলে একমাত্র পরমাত্ম-সম্বন্ধই সর্ব্বত্র স্থাপন করা কর্ত্তব্য।

৮ম মন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে—পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী, শুদ্ধ, অক্ষয়, শিরারহিত, উপাধিশূন্য, মায়াতীত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, স্বয়ম্ভূ ও পরিভূ। তিনি স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিক্রমে অন্য নিত্য পদার্থসমূহকে তত্ত্বদ্বিশেষ দ্বারা পৃথগ্‌রূপে বিধান করিয়াছেন। প্রজাপতিবর্গের কর্ম্মানুরূপ ফল-ভোগার্থ যথোপযুক্ত পদার্থ সকল সৃষ্টি করিয়াছেন।

৯ম মন্ত্রে পাওয়া যায়—যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে অর্থাৎ ঈশ্বরার্পণ-বিরহিত কেবল ভোগমূলক কর্ম্মসমূহ আচরণ করে, তাহারা অন্ধতম অর্থাৎ ঘোর তামস লোকে গমন করিয়া থাকে আর যাহারা ভক্তি-বর্জ্জিত কেবলজ্ঞানে রত অর্থাৎ উ-বিদ্যা অর্থে অতিবিদ্যার (নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের) উপাসনা করিয়া থাকে, তাহারা তদপেক্ষা ঘোরতর তামস লোকে গতি প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা কিন্তু ভাগ্যক্রমে অতিবিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক পরা বিদ্যার আশ্রয়ে শ্রীহরিভজন করেন, তাঁহারা অমৃতের অর্থাৎ শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম-সেবানন্দামৃতের অধিকারী হইয়া থাকেন।

১০ম মন্ত্রে কথিত হইয়াছে—পরমাত্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ পরমাত্মতত্ত্বকে বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে পৃথক্ বলিয়া থাকেন। তাঁহারা ইহাও বলেন যে, ভক্তি-সহকারে লব্ধ-জ্ঞানের ফল মোক্ষ এবং ভক্তি-সহকারে কৃত-কর্ম্মের ফল চিত্তশুদ্ধি।

১১শ মন্ত্রে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে—যিনি ভক্তিযুক্ত-জ্ঞান এবং ভক্তিযুক্ত-কর্ম্ম ক্রমান্বয়ে অনুষ্ঠেয় বলিয়া জানিতে পারেন, তিনি প্রথমে ভগবদর্পিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগের দ্বারা চিত্তমালিন্য দূরীভূত করিয়া শুদ্ধান্তঃকরণে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিলাভের ফলে ব্রহ্মবিদ্যার সাহায্যে মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। নির্ব্বিশেষবাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলে শুদ্ধা ভক্তির সহায়তায় জীব স্বীয় অপ্রাকৃতস্বরূপ, পরমেশ্বরের অপ্রাকৃতস্বরূপ এবং তদুভয়ের অপ্রাকৃত সম্বন্ধ লাভকরতঃ চিদ্গত পরমরসের উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হয়।

১২শ মন্ত্রে পাওয়া যায়—যাহারা অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মবীজভূতা প্রকৃতিকে উপাসনা করে, তাহারা অন্ধতমে প্রবেশ করে অর্থাৎ সংসার প্রাপ্ত হয়, আর যাহারা কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনায় নিযুক্ত, তাহারা তদপেক্ষা অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করে। অর্থাৎ নির্ব্বিশেষভাব অনুসন্ধানকরতঃ যাহারা জীবের সত্তা লোপ করিবার জন্য প্রয়াসী হয়, তাহাদের গতি আরও দুর্ভাগ্যজনক।

১৩শ মন্ত্রেও কথিত হইয়াছে—ভোগমূলক কর্ম্মের ফলে স্বর্গ-নরকাদি-লাভ এবং শুষ্ক জ্ঞান-সাধনের ফলে সাযুজ্যরূপ মোক্ষলাভ—উভয় ফলই জীবের পক্ষে ক্লেশকর। সাধারণতঃ সাযুজ্য, নির্ব্বাণরূপ মোক্ষকে অনেকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া থাকেন কিন্তু উহা অধিকতর ক্লেশকর। কারণ জীব নিত্যবস্তু, জীবের উৎপত্তি ও লয় যাহারা মনে করে, তাহাদের জীবতত্ত্বের নিতান্ত জ্ঞানাভাব। জীবের জড়-সম্বন্ধ-রহিত হওয়াই মুক্তি। ঈশ্বর ভজন ব্যতীত তাহা সম্ভব নয়।

১৪শ মন্ত্রে পাওয়া যায়—যাঁহারা এ-সমুদয় ত্যাগকরতঃ একমাত্র পরব্রহ্মবস্তুর উপাসনা করেন, তাঁহারাই পরমশান্তি লাভ করেন।

অর্থাৎ চিৎ সত্তায় চিন্ময় রসামৃত ভোগ করিয়া থাকেন। সুতরাং জড় হইতে অসম্ভূতি লাভকরতঃ চিত্তত্ত্বে সম্ভূতি লাভ করিতে না পারিলে, তাহার সর্ব্বনাশই ঘটিয়া থাকে।

১৫শ মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে—সেই পরব্রহ্ম বস্তু জ্যোতির্ম্ময় আবরণে নিজ স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি অনুগ্রহ করিলে আমরা তাঁহার স্বরূপ দর্শনে সমর্থ হইতে পারি। শুদ্ধা ভক্তির আশ্রয়েই এই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ হয়। শ্রীভগবানের কৃপা-ভিন্ন তাহা সম্ভব নহে বলিয়া ভক্তের শ্রীভগবানের কৃপা প্রার্থনা।

১৬শ মন্ত্রে কথিত হইয়াছে—শ্রীভগবান্ সূর্য্যস্বরূপ, অসংখ্য রশ্মির আশ্রয়। জীবগণ সেই রশ্মি ভেদ করিয়া তদ্দর্শনে অসমর্থ। শ্রীভগবান্ যদি কৃপাপূর্ব্বক সেই রশ্মিসমূহ নিবৃত্ত করিয়া তাঁহার কল্যাণতমরূপ জীবকে প্রদর্শন করান, তবেই জীব তাহা দর্শন করিতে পারে। জীব যদিও চিত্তত্ত্বে শ্রীভগবানের সহিত অভিন্ন, তাহা হইলেও শ্রীভগবান্ বিভু ও জীব তাঁহার অণু-বিভিন্নাংশ। অনেকে এই শ্রুতিমন্ত্রটিতে 'সোঽহমস্মি' কথাটি দেখিয়াই জীবের সহিত শ্রীভগবানের কেবলাভেদ-বিচার প্রতিপন্ন করিতে চায় কিন্তু এই শ্রুতি-মন্ত্রেই আছে যে, তোমার 'কল্যাণতমং যৎ রূপং তৎ পশ্যামি' সুতরাং কেবলাভেদ হইলে তোমার অনুগ্রহে তোমার কল্যাণতম রূপ দর্শন করিতে পারি, এ-কথা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

১৭শ মন্ত্রে পাওয়া যায়—সাধক মুমূর্ষু অবস্থায় প্রাণবায়ুকে মুখ্য-প্রাণ অর্থাৎ চিদ্বায়ুরূপ অমৃতত্ব প্রাপ্ত করাইতে প্রার্থনা করে, তখন সাধকের মন পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম স্মরণ পূর্ব্বক 'ওঁ'-কারের আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া থাকে। জড়-মুক্তির প্রার্থনা যদিও শুদ্ধ ভক্তের নাই, তথাপি

জ্ঞানমিশ্র ভক্তের এই মন্ত্রে জড়মুক্তি-সহকারে ভক্তির স্তুতি বিধান করিয়াছেন।

১৮শ মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে—শ্রীভগবানের নিকট শুদ্ধ ভক্তের প্রার্থনা—হে দেব! আমাদিগকে প্রেমধনের নিমিত্ত সুপথে লইয়া চল। আমাদিগের হৃদয়ে যে কুটিলতারূপ পাপ বা অবিদ্যা বর্ত্তমান, তাহা বিনাশ করিয়া দাও, যাহাতে আমরা সরল প্রাণে জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তির দ্বারা তোমার আরাধনা করিয়া তোমার শ্রীপাদপদ্ম-সেবা নিত্যকালের জন্য লাভ করিতে পারি। তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম জানাই।

এই গ্রন্থখানিতে শুদ্ধ-দ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীমদানন্দতীর্থপাদের ভাষ্য এবং গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণপাদের ভাষ্য নিবদ্ধ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূলপুরুষ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত বেদার্কদীধিতি নাম্নী ব্যাখ্যা এবং তৎকৃত অনুবাদ ও ভাবার্থ সন্নিবেশিত আছে। আরও রহিয়াছে —প্রতি মন্ত্রের অন্বয়ানুবাদ এবং শ্রীবলদেবকৃত ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ এবং সর্ব্বশেষ মাদৃশ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রেরও একটি তত্ত্বকণা-নাম্নী অনুব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

আশা করি, সহৃদয় সুধী ও ভক্ত-পাঠকবৃন্দ এই গ্রন্থপাঠে কিঞ্চিৎ আনন্দ অনুভব করিবেন। উপনিষৎ যেরূপ দুরূহ গ্রন্থ, তাহাকে সহজ-বোধ্য করা অত্যন্ত কঠিন প্রয়াস। তথাপি শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অহৈতুকী করুণা একমাত্র সম্বলকরতঃ নিজের সর্ব্ববিধ অযোগ্যতা সত্ত্বেও আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া অল্পসময়ের মধ্যে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হওয়ায় নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। তবে পাঠকবৃন্দের নিকট আমার বিনীত নিবেদন

এই যে, অত্যল্পকালের মধ্যে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হওয়ায় অনেক প্রকার দোষ-ক্রটী ও ভুল-ভ্রান্তি ঘটিয়া থাকিবে, সুতরাং তাঁহারা যেন নিজগুণে আমার সকল দোষ ক্ষমাপণপূর্ব্বক গ্রন্থের তাৎপর্য্য অনুধাবন করিয়া আমাকে বাধিত ও কৃতার্থ করেন।

পরিশেষে আমি জ্ঞাপন করিতেছি যে, 'রূপ লেখা প্রেসের' সত্ত্বাধিকারী শ্রীমান্ জ্যোতিরিন্দ্র নাথ নন্দী বি, এস্, সি, ভক্তি-কলানিধি মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় গ্রন্থখানি এত শীঘ্র মুদ্রিত হইয়া আপনাদের নিকট উপস্থাপিত হইল, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ। ইতি—

শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-বাসর,
শ্রীগৌরাব্দ ৪৮৪, বাংলা ১৩৭৭ সাল,
২৭শে ভাদ্র, গৌর-ত্রয়োদশী।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-চরণরেণু-সেবাপ্রার্থী-
শ্রীভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী।
(গ্রন্থ-সম্পাদক)



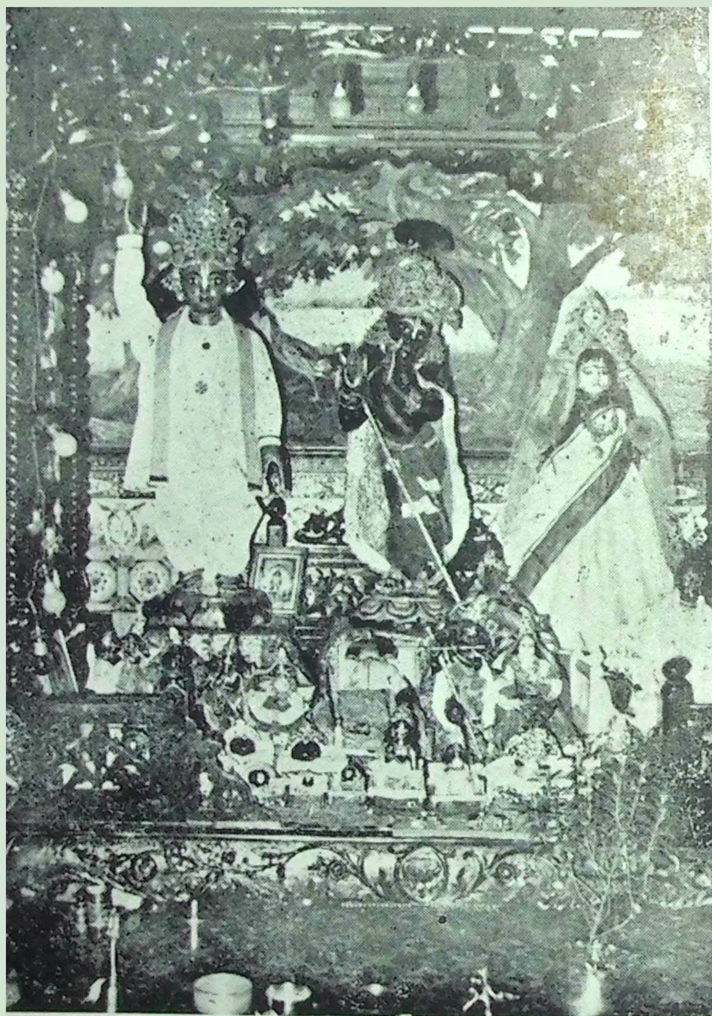
পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-ভাস্কর
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ
সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ।
গ্রন্থ-সম্পাদক ও 'ঈশাদি'-উপনিষদের 'তত্ত্বকণা' নাম্নী
অনুব্যাখ্যা লেখক।



শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশনের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী গোস্বামী মহারাজ।
গ্রন্থ-সম্পাদকের বর্ত্মপ্রদর্শক ও শিক্ষাগুরুদেব।



নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ।



কলিকাতাস্থিত শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশনে নিত্য-সেবিত শ্রীবিগ্রহগণ।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে।
গৌরশক্তি-স্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥

আমাদের পরমারাধ্যতম পরাৎপর শ্রীগুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় **শ্রীঈশোপনিষদের** সংস্কৃতভাষায় একটি **'বেদার্কদীধিতিঃ'** নামক গৌড়ীয়ভাষ্য, বঙ্গভাষায় একটি **'অনুবাদ'** এবং **'ভাবার্থ'** রচনা করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের মহদুপকার সাধন করিয়াছেন। অধিকন্তু বৈদান্তিক জগতেও এক অতুলনীয় শ্রীচৈতন্য-ভাবধারা প্রবাহিত করিয়া উপনিষৎ-পাঠকগণের নিকট চিরপূজ্য হইয়া রহিয়াছেন। ইনি কঠাদি উপনিষদেরও অনুরূপ গৌড়ীয় ভাষ্যাদি রচনা করিয়াছিলেন কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ সেগুলি আজ নয়নগোচর হইতেছে না।

যাহা হউক, এই বৈষ্ণব মহাত্মার সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত ও মহা-অবদানের বিষয় ঈশোপনিষৎ-পাঠকগণের নিকট উপস্থাপিত না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিতেছি না।

আমাদের এই প্রভুবর বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তি-ভাগীরথীর বিমল স্রোতোধারা দিকে দিকে প্রবাহিত করার মূলপুরুষ—ভগীরথরূপে শ্রীচৈতন্য-আজ্ঞায় ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় শ্রীগৌরধাম আবিষ্কৃত হইয়া শ্রীগৌরবাণী বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রচারিত ও

প্রসারিত হইবার নিমিত্তই শ্রীগৌড়ীয় মঠের অভ্যুদয় হয়।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ একজন শ্রীগৌরাঙ্গের পারিষদ। শ্রীগৌরধাম, শ্রীগৌরনাম ও শ্রীগৌরকাম-সেবার সংস্থাপক ও পরিপূরকরূপে গৌড়দেশবাসীর হৃদয়-সিংহাসনে নিত্য গৌরবের বস্তু হইয়া আরাধিত হইতেছেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগত গোস্বামিবৃন্দ ও তৎপরবর্ত্তিকালে শ্রীনিবাস, শ্রীনরোত্তম ও শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুপ্রমুখ আচার্য্যত্রয় এবং তৎপরবর্ত্তী যুগে আম্নায় পারম্পর্য্যে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীচৈতন্যের মনোঽভীষ্টানুসারে শুদ্ধভক্তি-ধারা সংরক্ষণ করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার নিজধামসহ কৃপাপূর্ব্বক বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়া সমগ্র জগৎ ধন্য করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং এবং পার্ষদগণের দ্বারা সমগ্র ভারতবর্ষে বেদ-বেদান্ত-প্রতিপাদ্য শ্রীমদ্ভাগবতধর্ম্ম আচারমুখে প্রচার করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ বঙ্গভাষায় শ্রীচৈতন্যের বাণী-প্রচার ও শ্রীচৈতন্য-পার্ষদগণ বঙ্গসাহিত্যের সৃষ্টি করিলেও বঙ্গদেশবাসী তথা ভারতবাসী শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারের সম্বন্ধে কোথায়ও অজ্ঞতা, কোথায়ও বা সম্পূর্ণ বিকৃত ধারণাই পোষণ করিতেছিলেন। যাহা, শ্রীচৈতন্যদেবের আদৌ আচরিত ও প্রচারিত বিষয় নয়, উহাকেই শতকরা প্রায় শতজন লোক শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মোপদেশ বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই সময়ে আমাদের এই ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত-সমাজে শ্রীচৈতন্যদেবের সম্বন্ধে সেই বিকৃত ধারণার বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রথমে বিপ্লব আনয়ন করেন।

ইনি শ্রীচৈতন্যদেব কর্ত্তৃক আচরিত ও প্রচারিত বিমল বৈষ্ণব ধর্ম্মের কথা বিপুলভাবে সর্ব্বত্র প্রচার ও প্রসার করিবার মানসে বিভিন্ন ভাষায় শতাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের পর বোধ হয় গৌড়ীয় সাহিত্য-জগতে এরূপ অবদান আর কেহ করেন নাই। ঠাকুর একাধারে অপ্রাকৃত সাহিত্যিক, অপ্রাকৃত কবি, অপ্রাকৃত দার্শনিক ও অপ্রাকৃত বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তাঁহার সাহিত্য, কাব্য, সঙ্গীত, দর্শন ও বিজ্ঞান রচনায় এক অভূতপূর্ব্ব, অলৌকিক, স্বতঃসিদ্ধ ভাব পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে কয়েকখানি গ্রন্থও যদি কেহ অনুশীলন করিবার সুযোগ পান, তাহা হইলে তাহার জীবন যে ধন্য হইবে, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তিনি ১২৫৭ বঙ্গাব্দে সর্ব্বপ্রথমে যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাহার নাম—**'হরিকথা'** ইহা বাংলা পয়ারে রচিত। তাহার পর বঙ্গাব্দ ১২৭৬ সালে "Speech on Bhagavatam" নামক একখানি ইংরাজী গদ্য গ্রন্থ রচনা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়-সমূহ অল্প কথায় অতিশয় সহজ, সরল ও সুযুক্তিপূর্ণ ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন। ১২৭৭ বঙ্গাব্দে তিনি "গর্ভস্তোত্র-ব্যাখ্যা" বা "সম্বন্ধতত্ত্ব-চন্দ্রিকা" গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া সম্বন্ধ-তত্ত্বাচার্য্য শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ন্যায় সুবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সহিত সম্বন্ধতত্ত্ব জীবকুলকে শিক্ষা দিয়াছেন। বঙ্গাব্দ ১২৭৯ সালে ঠাকুর "বেদান্তাধিকরণমালা" প্রকাশ করিয়া বেদান্তের যে সুগভীর বিচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি শ্রীচৈতন্যলীলায় নিত্যসিদ্ধ ব্যাসরূপে চিরদিন পূজিত হইবেন। ১২৮১ বঙ্গাব্দে তাঁহার রচিত "দত্তকৌস্তুভ" নামক সংস্কৃত-কারিকা ও টীকাযুক্ত তত্ত্ব-গ্রন্থ পাঠ করিলে তাঁহাকে বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্রের সারগ্রাহী পরমহংসরূপে প্রতীত করা যাইবে। বঙ্গাব্দ ১২৮৭ সালে তাঁহার প্রকাশিত "শ্রীকৃষ্ণসংহিতা" গৌড়ীয়

বিশ্বে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। বঙ্গাব্দ ১২৮৮ সালে তিনি "কল্যাণ-কল্পতরু" নামক গীতি-গ্রন্থে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের বিষয় অতিশয় সরলভাবে বর্ণন করিয়াছেন। সেই সময়ে তাঁহার প্রকাশিত "শ্রীসজ্জন-তোষণী" মাসিক পত্রিকাখানিও সজ্জনগণের পরমাদরের বিষয় হইয়াছিল। বঙ্গাব্দ ১২৯৩ সালে তাঁহার প্রকাশিত—শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার "রসিকরঞ্জন" বঙ্গানুবাদ, "শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত", 'সম্মোদন'-ভাষ্যসহ "শিক্ষাষ্টক", "দশোপনিষৎ-চূর্ণিকা", "ভাবাবলী", "প্রেমপ্রদীপ"-নামক উপন্যাস, শ্রীবলদেব-কৃত ভাষ্যসহ "শ্রীবিষ্ণু-সহস্রনাম" বঙ্গাব্দ ১২৯৪ সালে প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যোপনিষদের 'শ্রীচৈতন্যচরণামৃত' ভাষ্য। বঙ্গাব্দ ১২৯৫ সালে রচিত 'বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-মালা', ১২৯৭ বঙ্গাব্দে রচিত 'আম্নায়সূত্র' নামক অপূর্ব্ব সূত্রগ্রন্থ, 'শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য'; বঙ্গাব্দ ১২৯৮ সালে প্রকাশিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার 'বিদ্বদ্রঞ্জনভাষ্য' প্রভৃতি ঠাকুরের নিষ্কপট আত্মমঙ্গলকামী অনুগত জনগণের নিকট অমূল্য সম্পদ্ হইয়া রহিয়াছে।

বঙ্গাব্দ ১২৯৯ সালে ঠাকুরের রচিত 'শ্রীহরিনাম', 'শ্রীনাম', 'শ্রীনামতত্ত্ব', 'শ্রীনাম-মহিমা' 'শ্রীনাম-প্রচার' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রচারিত হয়। সেই সময়েই ঠাকুর **'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা'** নামক এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা পূর্ব্বক তাহাতে শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত করিয়া তাহার সহিত শ্রুতির যোগসূত্র স্থাপন পূর্ব্বক সুবিশ্লেষণ সহকারে শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। বঙ্গাব্দ ১৩০০ সালে তিনি 'তত্ত্ববিবেক' নামক একখানি গ্রন্থে পৃথিবীর সমুদয় দার্শনিক চিন্তাস্রোতের সহিত তুলনামূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত সমূহের অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই সময়েই তিনি **'শরণাগতি'** নামক আর একখানি গীতিগ্রন্থ প্রকাশ পূর্ব্বক ভক্তগণের

জীবনস্বরূপ শরণাগতি শিক্ষা দিয়াছেন। সেই সালেই তিনি 'জৈবধর্ম্ম' নামক গ্রন্থরাজ প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাতে শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন প্রভৃতি গোস্বামিগণ, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু, শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী প্রভু প্রভৃতি আচার্য্যবর্গের লিখিত গ্রন্থ ও শিক্ষার সার-সিদ্ধান্ত চয়নমূলে জীব জগতের যে কি কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন, তাহা সারগ্রাহী ব্যক্তিমাত্রেরই অনুভবের বিষয়। ১৩০১ বঙ্গাব্দে তিনি 'তত্ত্বসূত্র' নামক আর একখানি অপূর্ব্ব মৌলিক গ্রন্থ রচনা পূর্ব্বক নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ দ্বারা জীবকুলকে শ্রীচৈতন্যচরণে আকর্ষণ করিয়াছেন। ঐ বৎসরেই তিনি উপনিষদের **"বেদার্কদীধিতিঃ"** ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন, যাহা এই ঈশোপনিষদের পাঠকগণ পাঠ করিতে পারিবেন।

বঙ্গাব্দ ১৩০২ সালে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য', ১৩০৩ সালে "শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল-স্তোত্রম্" (স্থললিত সংস্কৃত শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমগ্র চরিত-গ্রন্থ) রচনা করেন। সেই বর্ষেই তিনি **পৃথিবীর সমস্ত লোককে** শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণে আকৃষ্ট করিবার জন্য ইংরাজী ভাষায় "Life and Precepts of Sri Chaitanya Mahaprabhu" রচনা করেন। ১৩০৪ বঙ্গাব্দে 'ব্রহ্মসংহিতা'র 'প্রকাশিনী' নাম্নী বাংলা বৃত্তি ও বঙ্গানুবাদ এবং ১৩০৫ বঙ্গাব্দে 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে'র বাংলা ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর প্রদত্ত সিদ্ধান্ত ও রসগ্রন্থদ্বয়ের প্রকৃত মর্ম্ম উদ্ঘাটন করেন। ঐ সময়ে ঠাকুর শ্রীরূপের 'উপদেশামৃত' গ্রন্থের 'পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি' ও শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর 'শ্রীভগবদ্ধামামৃত" ও "শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তামৃত" গ্রন্থের সংস্কৃত ও বাংলা ভাষ্য রচনা করিয়া সাধক জাবের জন্য সাধন পথের দুইটি আলোকস্তম্ভ রোপণ করিয়াছিলেন।

ঠাকুর বঙ্গাব্দ ১৩০৬ সালে শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর-কৃত "ভজনামৃতম্" গ্রন্থের বাংলা ভাষ্য ও "শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ" গ্রন্থ রচনা করিয়া শ্রীগৌরপাদপদ্মমকরন্দলুব্ধ সাধক ও সিদ্ধগণের নিকট অমৃতের ভাণ্ডার উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। তিনি বঙ্গাব্দ ১৩০৭ সালে "শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি", ১৩০৮ সালে "শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা" এবং বঙ্গাব্দ ১৩০৯ সালে "শ্রীভজনরহস্য" নামক গ্রন্থত্রয় রচনা করিয়াছেন। তাহাতে শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজ তাঁহার শ্রীচরণে চিরবিক্রীত হইয়া রহিয়াছেন। বঙ্গাব্দ ১৩১৩ সালে "শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত" এবং ১৩১৪ সালে "স্বনিয়মদ্বাদশকম্" গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, যাহা গৌড়ীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারে এক মহা অবদানস্বরূপ। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, পৃথিবীর, এমন কি বাংলা দেশের কয়জন লোকই বা ইহার সন্ধান রাখেন? আজ স্বাধীন ভারতের শিক্ষিত সমাজ যদি ভক্তিবিনোদ-গ্রন্থাবলীর সংরক্ষণে উদ্যোগী হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা যে কিরূপ উপকৃত হইতেন, তাহা ভাষায় বর্ণনাতীত।

আমাদের এই ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ শ্রীগৌরসুন্দরের পার্ষদ, শ্রীস্বরূপ-রূপ-রঘুনাথের অভিন্নবিগ্রহ, শ্রীরাধামাধবের অন্তরঙ্গ, শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস। ইনি শ্রীগৌরধামের আবিষ্কারক, শ্রীচৈতন্যোপনিষদের আবিষ্কারক, যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে অপ্রাকৃত মহামন্ত্র-শক্তির অদ্বিতীয় প্রচারক, ইনি গৌড়ীয় প্রতিষ্ঠানের মূল পুরুষ এবং শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারার আদি প্রকাশক।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আর একটি মহাদান '**দশমূলতত্ত্বের শিক্ষা,**' যাহা যাবতীয় শাস্ত্রের সার নির্য্যাস। ঠাকুর তাঁহার সম্পাদিত "সজ্জন-তোষণী" পত্রিকায় লিখিয়াছেন—"শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন প্রভৃতিকে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাই '**দশমূল**'।

যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা গ্রহণ করিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণব হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি প্রথমে এই 'দশমূল-নির্য্যাস' সেবন করিবেন। শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে এই নির্য্যাসের মধ্যে সকল তত্ত্বই সংক্ষেপে দেখাইয়া দিবেন। শ্রদ্ধাক্রমে গুরু-পাদাশ্রয়, গুরুচরণ হইতে ভজন শিক্ষা, ভজন দ্বারা সকল অনর্থ-নিবৃত্তি হইলে তবে নিষ্ঠাদিক্রমে ভাবের উদয় হয়। ভজনের প্রথমাঙ্গই দশমূল-সেবন। দশমূল-নির্য্যাস পান করাইয়া গুরুদেব শিষ্যের পঞ্চ-সংস্কার করিবেন।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু যেখানে যত প্রকার শিক্ষা দিয়াছেন, সর্ব্বত্রই শাস্ত্রের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটি বিভাগক্রমে সমস্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব বিশদরূপে বিচার করিবার জন্য শ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট দশটি সিদ্ধান্ত নিম্নলিখিত শ্লোকাকারে ঠাকুর নিবদ্ধ করিয়াছেন—

"আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ॥"

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমদ্ গৌরচন্দ্র এই দশটি তত্ত্ব জীবগণকে উপদেশ করিতেছেন,—

১। আম্নায়বাক্যই প্রধান প্রমাণ। তাহা দ্বারা নিম্নলিখিত নয়টি সিদ্ধান্ত উপদিষ্ট হইয়াছে। তাহাই প্রমেয়-তত্ত্ব।

২। শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ শ্রীহরি পরমতত্ত্ব।

৩। তিনি—সর্ব্বশক্তিমান্।

৪। তিনি—অখিলরসামৃত-সিন্ধু।

৫। জীবসকল শ্রীহরির বিভিন্নাংশ-তত্ত্ব।

৬। তটস্থ গঠনবশতঃ জীবগণ বদ্ধদশায় প্রকৃতি-কবলিত।

৭। তটস্থ ধর্ম্মবশতঃ জীবগণ আবার মুক্তদশায় প্রকৃতি হইতে মুক্ত

৮। জীব ও জড়াত্মক সমগ্র বিশ্বেরই শ্রীহরি হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ।

৯। শুদ্ধভক্তিই জীবের সাধন।

১০। শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রীতিই জীবের সাধ্য।

ইহার মধ্যে প্রথম সিদ্ধান্তে প্রমাণতত্ত্বের বিচার। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম পর্য্যন্ত বেদশাস্ত্র-শিক্ষিত সম্বন্ধতত্ত্ব-বিচার। নবম সিদ্ধান্তে অভিধেয়তত্ত্বের বিচার। দশম সিদ্ধান্তে প্রয়োজনতত্ত্বের বিচার রহিয়াছে। ইহা আবার 'প্রমাণ' ও 'প্রমেয়' দুই ভাগে বিভাগ করিলে প্রথম সিদ্ধান্তে প্রমাণ-বিচার এবং অবশিষ্ট দ্বিতীয় হইতে দশম পর্য্যন্ত প্রমেয়-বিচার।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'আম্নায়-দশমূল' 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-দশমূল' 'শ্রীমদ্ভাগবত-দশমূল' ও 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-দশমূল' আবিষ্কার করিয়া তদ্দ্বারা বেদ, শ্রীগীতা, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যে অচ্ছেদ্য যোগসূত্রও প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা তাঁহার অসামান্য মহিমার ও দয়ার পরিচয়।

আম্নায়দশমূলং

১। "ও অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদৃগিত্যাদি। ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসং পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদমিত্যাদি।" (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ২।৪।১০)

২। "তস্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি।" (বৃহদারণ্যক) "শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে ইত্যাদি।" (ছাঃ ৮।১৩।১) "একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানমিত্যাদি।" (শ্রুতিঃ)

৩। "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ॥" (শ্বেঃ ৬।৮)

৪। "দিব্যে পুরে হ্যেষ সংব্যোমাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ" ইতি (মুঃ ২।২।৭)। "রসো বৈ সঃ।" (তৈত্তিরীয় ২।৭)

৫। "যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।" (বৃঃ আঃ ২।১।২০) "তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পরলোক-স্থানঞ্চ। সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বং স্থানং। তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতীদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ॥" (বৃঃ আঃ ৪।৩।৯)

৬। "তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ।" (শ্বেঃ ৪।৯)

৭। "সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ॥"
(মুণ্ডক ৩।১।২, শ্বেঃ ৪।৭)

৮। "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগদিতি।" (ঈশঃ ১) "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ সংবিশন্তি চ ইত্যাদি॥" (তৈত্তিঃ ৩।১)

৯। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যাদি॥ (বৃঃ আঃ ৪।৫।৬)

১০। "যেনাহং নামৃতঃ স্যাৎ কিমহং তেন কুর্য্যামিতি।"
(বৃঃ আঃ ২।৪।৩)

"রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতীতি।" (তৈত্তিঃ ২।৭)
"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনেতি॥"
(তৈত্তিঃ ২।৪)

প্রথম মন্ত্রটি প্রমাণ-শ্লোক, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম মন্ত্রগুলিতে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক নববিধ প্রমেয়-তত্ত্বের বিচার। তন্মধ্যে আবার দ্বিতীয় মন্ত্রত্রয়ে কৃষ্ণতত্ত্ব, তৃতীয় মন্ত্রে কৃষ্ণশক্তি, চতুর্থ মন্ত্রদ্বয়ে কৃষ্ণধাম ও কৃষ্ণরস, পঞ্চম মন্ত্রদ্বয়ে জীবতত্ত্ব, ষষ্ঠ মন্ত্রে মায়া ও বদ্ধজীব, সপ্তম মন্ত্রে বদ্ধ ও মুক্তজীব, অষ্টম মন্ত্রদ্বয়ে পরস্পর সম্বন্ধ, নবম মন্ত্রে অভিধেয়-বিচার, দশম মন্ত্রত্রয়ে প্রয়োজনতত্ত্ব প্রেম-বিচার দৃষ্ট হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাদশমূলং

১। "বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥" (গীঃ ৯।১৭)
"তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥" (গীঃ ১৬।২৪)

২। "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥" (গীঃ ৭।৭)

৩। "ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥" (গীঃ ৭।৪)

"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥
এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥" (গীঃ ৭।৫-৬)

৪। "অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥" (গীঃ ৭।২৪)

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥" (গীঃ ৯।১১)

৫। "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" (গীঃ ১৫।৭)

৬। "শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥" (গীঃ ১৫।৮)

"ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥" (গীঃ ৭।১৫)

৭। "মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥" (গীঃ ৮।১৫)

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥" (গীঃ ৭।১৪)

৮। "ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥" (গীঃ ৯।৪-৫)

৯। "মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥
সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥" (গীঃ ৯।১৩-১৪)

১০। "অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥" (গীঃ ৯।২২)
"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥" (গীঃ ৯।২৯)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দশমূলতত্ত্বের বিচারের মধ্যেও শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ প্রদর্শন করিয়াছেন—বেদশাস্ত্র যে প্রমাণ, তাহাই প্রথম শ্লোকদ্বয়ে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম শ্লোকসমূহে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বাত্মক নববিধ প্রমেয় তত্ত্বের বিচার অবস্থিত।

তন্মধ্যে আবার দ্বিতীয় শ্লোকটিতে কৃষ্ণতত্ত্ব, তৃতীয় শ্লোকত্রয়ে কৃষ্ণশক্তি, চতুর্থ শ্লোকদ্বয়ে কৃষ্ণরস, পঞ্চম শ্লোকে জীবতত্ত্ব, ষষ্ঠ শ্লোকদ্বয়ে বদ্ধজীব-বিচার, সপ্তম শ্লোকদ্বয়ে মুক্তিতত্ত্ব, অষ্টম শ্লোকদ্বয়ে মায়া, জীব ও ঈশ্বরের পরস্পর সম্বন্ধ, নবম শ্লোকদ্বয়ে অভিধেয়-বিচার এবং দশম শ্লোকদ্বয়ে প্রয়োজনতত্ত্বের বিচারসমূহ পরিদৃষ্ট হয়।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে যে "দশমূলতত্ত্ব" উদ্ঘাটন করিয়াছেন, তাহা পরপৃষ্ঠাতে প্রদত্ত হইতেছে,—

শ্রীমদ্ভাগবতদশমূলঃ

১। "কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥"
(ভাঃ ১১।১৪।৩)

২। "যদ্দর্শনং নিগম আত্মরহঃপ্রকাশং
মুহ্যন্তি যত্র কবয়োঽজপরা যতন্তঃ।
তং সর্ব্ববাদবিষয়প্রতিরূপশীলং
বন্দে মহাপুরুষমাত্মনিগূঢ়বোধম্॥" (ভাঃ ১২।৮।৪৯)

৩। "যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ
বিবাদসংবাদভুবো ভবন্তি।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং
তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে॥" (ভাঃ ৬।৪।৩১)
"যো বা অনন্তস্য গুণাননন্তা-
নমুক্রমিষ্যন্ স তু বালবুদ্ধিঃ।
রজাংসি ভূমের্গণয়েৎ কথঞ্চিৎ
কালেন নৈবাখিলশক্তিধাম্নঃ॥" (ভাঃ ১১।৪।২)

৪। "মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ
স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং
শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং
তত্ত্বং পরং যোগিনাং

বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো
রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥" (ভাঃ ১০।৪৩।১৭)

৫। "একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে।
বন্ধোঽস্যাবিদ্যয়ানাদির্বিদ্যয়া চ তথেতরঃ ॥" (ভাঃ ১১।১১।৪)

৬। "সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ
যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে।
একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্ন-
মন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্ ॥" (ভাঃ ১১।১১।৬)

৭। "আত্মানমন্যঞ্চ স বেদ বিদ্বা-
নপিপ্পলাদো ন তু পিপ্পলাদঃ।
যোঽবিদ্যয়া যুক্ স তু নিত্যবদ্ধো
বিদ্যাময়ো যঃ সতু নিত্যমুক্তঃ ॥" (ভাঃ ১১।১১।৭)

৮। "অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥
ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥
যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্ ॥
এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥"
(ভাঃ ২।৯।৩২-৩৫)

৯। "তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্‌।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্‌॥" (ভাঃ ১১।৩।২১)
"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্‌।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্‌॥" (ভাঃ ৭।৫।২৩)

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্‌ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥" (ভাঃ ১০।৩৩।৩৯)

১০। "স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্‌।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্‌॥
ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিৎ
হসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং
ভবন্তি তুষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ॥" (ভাঃ ১১।৩।৩১-৩২)

"ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্‌ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥" (ভাঃ ১০।৩২।২২)

শ্রীমদ্ভাগবতের দশমূলের মধ্যেও প্রথম শ্লোকে বেদশাস্ত্র যে প্রমাণ, তাহাই পাওয়া যায়। দ্বিতীয় হইতে অষ্টম পর্য্যন্ত সম্বন্ধতত্ত্বের বিষয় দৃষ্ট হয় এবং নবমে অভিধেয়তত্ত্ব ও দশমে প্রয়োজনতত্ত্বের বিচার অনুভূত হয়। তন্মধ্যে আবার দ্বিতীয় শ্লোকটিতে কৃষ্ণতত্ত্ব, তৃতীয়ের শ্লোকদ্বয়ে কৃষ্ণশক্তিতত্ত্ব, চতুর্থ শ্লোকে কৃষ্ণরসতত্ত্ব, পঞ্চম শ্লোকে জীবতত্ত্ব, ষষ্ঠ শ্লোকে বদ্ধজীবতত্ত্ব-বিচার, সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকসমূহে

জীব, ঈশ্বর ও মায়ার মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধতত্ত্ব, নবমের শ্লোকসমূহে অভিধেয়তত্ত্ব এবং দশমের শ্লোকাবলীতে প্রয়োজনতত্ত্বের নিরূপণ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের দশমূল-সম্বন্ধেও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন—

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতদশমূলঃ

১। "বেদশাস্ত্র কহে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন।"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১২৪)

২। "পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাতে বড়, তাঁর সম কেহ নাহি আন॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২১।৩৪)

৩। "কৃষ্ণের অনন্ত-শক্তি, তাতে তিন—প্রধান।
'চিচ্ছক্তি', 'মায়াশক্তি', 'জীবশক্তি'-নাম॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ৮।১৫০)

৪। "কিংবা, প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ॥" (চৈঃ চঃ আঃ ৪।৮৬)

৫। "বিভিন্নাংশ জীব—তাঁর শক্তিতে গণন॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৯)

৬। "কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২২।২৪)

৭। "ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈদ্য পায়।"
"তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১৪-১৫)

৮। "অবিচিন্ত্য-শক্তি যুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগদ্রূপে পায় পরিণাম॥" (চৈঃ চঃ আদি ৭।১২৪)
"কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি', 'ভেদাভেদ-প্রকাশ' ॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১০৮)

৯। "অন্য-বাঞ্ছা, অন্য-পূজা ছাড়ি' 'জ্ঞান' 'কর্ম্ম'।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ১৯।১৬৮)
"কৃষ্ণভক্তি—অভিধেয়, সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৫)

১০। "এই 'শুদ্ধভক্তি', ইহা হৈতে প্রেমা হয়।" (চৈঃ চঃ মধ্য ১৯।১৬৯)
"সেই প্রেমা—'প্রয়োজন' সর্ব্বানন্দ-ধাম ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২৩।১৩)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'দশমূল' উদ্ঘাটন পূর্ব্বকও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ দেখাইয়াছেন যে, প্রথম পয়ারটিতে বেদশাস্ত্রই যে প্রমাণ, তাহার উল্লেখ; দ্বিতীয় হইতে অষ্টম পর্য্যন্ত পয়ারগুলিতে সম্বন্ধতত্ত্ব বর্ণিত। নবমের পয়ারগুলিতে অভিধেয়-তত্ত্ব আর দশমের পয়ারদ্বয়ে প্রয়োজনতত্ত্বের বর্ণন পাওয়া যায়। তন্মধ্যে আবার দ্বিতীয়ে কৃষ্ণতত্ত্ব, তৃতীয়ে কৃষ্ণশক্তি, চতুর্থে কৃষ্ণরস, পঞ্চমে জীবতত্ত্ব, ষষ্ঠে বদ্ধজীব-বিচার, সপ্তমে মুক্তিতত্ত্ব, অষ্টমে জীব, ঈশ্বর ও মায়ার পরস্পর সম্বন্ধ, নবমে অভিধেয় এবং দশমে প্রয়োজন-তত্ত্বের বর্ণন আছে।

আমাদের এই প্রভুবর শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় কতভাবে, কতরূপে যে শ্রীগৌরহরির কৃপামৃত-ধারা জীবগণের প্রতি বর্ষণ করিয়াছেন, বেদ-বেদান্তের নিগূঢ় রহস্য কত সহজ ও সরল করিয়া জীবগণকে বিতরণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার এই দশমূলতত্ত্বের আবিষ্কারই একটি বিশেষ নিদর্শন। আমরা শত চেষ্টা করিয়াও শাস্ত্র হইতে এই সকল তত্ত্বের সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইব না। কিন্তু ঠাকুরের নিষ্কপট আনুগত্য লাভ করিতে পারিলে ঠাকুরের কৃপায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিব। এই জন্যই শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই 'গুরু' হয়॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ৮।১২৭)
"সেই সে পরম বন্ধু, সেই পিতামাতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥" (চৈতন্যমঙ্গল মধ্যখণ্ড)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ভগবদিচ্ছাক্রমে ভব-ব্যাধির সদ্বৈদ্য-শিরোমণিরূপে জগজ্জীবের পরম বান্ধবসূত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভূরি ভূরি দানের মধ্যে তিনটি অতুলনীয় বিষয় আমাদিগকে দান করিয়াছেন—(১) শুদ্ধ শ্রীনামচিন্তামণি-দান, (২) শ্রীগৌরধামের সেবা-দান, (৩) দশমূল-নির্য্যাস-দান।

আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় আমরা শ্রীল শ্রীভক্তিবিনোদের অহৈতুকী কৃপালাভের অধিকারী হইয়াছি, অতিমর্ত্ত্য বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইবার সুযোগ পাইয়াছি। ঠাকুর কি অমূল্য ভাণ্ডারই না আমাদের জন্য সংরক্ষণ করিয়া গিয়াছেন। তাই, গললগ্নীকৃতবাসে সকলের নিকট আমার কাতরভাবে প্রার্থনা যে, সকলে একবার শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অবদান-বিষয়ে আলোচনা করুন।

শ্রীল ঠাকুরের আবিভাব-তিথি—ভাদ্রীয় গৌর-ত্রয়োদশী। আগামী ২৭শে ভাদ্র (১৩৭৭) তারিখে শ্রীল ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথি-পূজাবাসরেই এই ঈশোপনিষদ্ গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইতেছেন।

শ্রীল ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি আষাঢী অমাবস্যা, যে তিথিতে গৌরশক্তি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-লীলা।

১২৪৫ বঙ্গাব্দের ১৮ই ভাদ্র নদীয়া জেলার অন্তর্গত উলা-গ্রামে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আবির্ভূত হন এবং বঙ্গাব্দ ১৩২১ সালের ৯ই আষাঢ় শ্রীল ঠাকুর কলিকাতায় ভক্তিভবনে অপ্রকট লাভ করেন।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ

জয়তি বিদ্যাভূষণো বলদেবপূর্ব্বো হরিরতিং ধৃতিং।
যেন গোবিন্দভাষ্যং গোবিন্দাদেশাৎ প্রতেনে॥

বর্ত্তমান **'ঈশোপনিষদ্'** গ্রন্থখানিতে শ্রীমদ্বলদেবের **ভাষ্যটি** সংযোজিত হইয়াছে এবং তাহার একটি **বঙ্গানুবাদও** প্রদত্ত হইল। শ্রীমদ্ বলদেব **দশোপনিষদ্ভাষ্য** রচনা করিয়াছিলেন কিন্তু তন্মধ্যে একমাত্র ঈশোপনিষদ্ভাষ্যখানিই বর্ত্তমানে পাওয়া যায়। তিনি আরও অনেক গ্রন্থ, ভাষ্য ও টীকাদি রচনা করিয়াছেন, তাহার অনেকগুলিই এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য।

শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে তদানীন্তন কালে একজন বিশেষ খ্যাতনামা আচার্য্য। তিনি **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব**-প্রচারিত **অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তানুসারে** শ্রীমদ্ভাগবতের আনুগত্যে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়া একদিকে যেমন গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের মহদুপকার সাধন করিয়াছেন, তদ্রূপ বৈদান্তিকগণের নিকটও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের অত্যুজ্জ্বল-আদর্শ প্রকট করিয়া সর্ব্বজনপূজ্য হইয়া রহিয়াছেন। আজ তাঁহার উপনিষদ্ ভাষ্য পাঠের সময় একবার তাঁহার জীবন-চরিতসুধা পানের আশায় লুব্ধ হইয়া যৎকিঞ্চিৎ এই মর্ম্মে উল্লেখ করিতেছি।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—

"শ্রীগৌড়ীয়-জনোপাস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ভক্ত-সম্প্রদায় যদিও আনন্দতীর্থ মধ্বমুনির সাম্প্রদায়িক অধস্তন-পরিচয়ে পরিচিত, তথাপি গৌড়ীয়-জনোপাস্য শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিতকুল গৌরপার্ষদানুমোদিত ভাষ্যে অধিকতর প্রীতি লাভ করেন। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে 'শ্রীগোবিন্দদাস' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি গৌড়ীয়গণের বেদান্তাচার্য্য। তাঁহার বেদান্ত-ন্যায়ানুমোদিত শ্রীমধ্বানুগত্য অতুলনীয়। গৌড়দেশের উপকণ্ঠে উৎকলদেশে বালেশ্বর উপরিভাগের অন্তর্গত রেমুণার নিকট একটি পল্লীতে ভাষ্যকারের জন্ম হয়।"

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্পাদিত 'শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকা'য় পাওয়া যায়—

"অল্প বয়সেই ইনি তীর্থ ভ্রমণে এবং বিদ্যোপার্জ্জনে নিযুক্ত হন। চিল্কাহ্রদের অপর পারে কোন বিপ্রবসতিস্থলে তিনি ব্যাকরণ-অলঙ্কারাদি বালবিদ্যা অভ্যাস করেন। পরে ন্যায়-শাস্ত্রে বিশেষ পরিশ্রমকরতঃ অনেক দিবস বেদ-সকল অধ্যয়ন করেন। প্রথমে শাঙ্কর-ভাষ্যাদি পাঠ করিয়া শ্রীমন্মধ্বভাষ্য ভালরূপে অধ্যয়ন করেন। ঐ সময়েই তিনি তত্ত্ববাদীদিগের শিষ্য হইয়া মধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত হন। বেদান্তবিশারদ বলদেব অল্পদিনের মধ্যেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইলেন। দাক্ষিণাত্য, আর্য্যাবর্ত্ত প্রভৃতি দেশে যে-যে-স্থলে বেদান্তের চর্চ্চা ছিল, সকল স্থানেই তিনি পণ্ডিত ও সন্ন্যাসিগণের প্রভূত পূজা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে পণ্ডিতগণকে পরাজয়করতঃ তিনি তত্ত্ববাদি-মঠে বিরাজমান ছিলেন। ঐ সময় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ

বলদেবের ন্যায় রত্নকে স্ব-সম্প্রদায়ে সংগ্রহ করিবার যত্ন করেন। বলদেবের বিদ্যা ও পারমার্থিক-বুদ্ধি অধিক থাকায় অনেকেই হতাশ্বাস হইয়া তৎকালস্থিত মুরারির প্রশিষ্য শ্রীরাধাদামোদর দাস পণ্ডিতবরকে বলদেবের সহিত বিচার করিতে অনুরোধ করেন। তিনি বলদেবের সহিত বন্ধুত্ব করিলে, বলদেব সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে অবস্থিতি করিতেন। শ্রীরাধাদামোদর বেদান্ত-শাস্ত্র কিছু কিছু পড়িয়াছিলেন। ষট্সন্দর্ভে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য থাকায় বলদেব ঐ গ্রন্থ তাঁহার নিকট পাঠ করিতে চান। রাধাদামোদর কান্যকুব্জ-বিপ্র হইয়াও মহাপ্রেমী বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁহার ভক্তি ও প্রেম দর্শন করিয়া বলদেবের বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, তথাপি বিচারস্থলে দুই জনের যথেষ্ট শাস্ত্রীয় যুদ্ধ হইলে ভগবদিচ্ছাক্রমে বলদেব পরাজিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তখন তিনি স্বীয় মধ্বাম্নায় বজায় রাখিয়াই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যকে সাক্ষাদ্ ভগবান্ জানিতে পারিয়া গৌড়ীয়-মাধ্ব সম্প্রদায় অভিমানে আপনাকে ধন্য বলিয়া জানিলেন। তৎপরে তিনি শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্র হইতে শ্রীধাম-নবদ্বীপ দর্শনকরত শ্রীধাম-বৃন্দাবনে গিয়া কোন দেবালয়ে অবস্থিত হইলেন। সেই সময়ে জয়পুরে একটি গোলমাল উঠিয়াছিল। জয়পুরের রাজগণ তৎপূর্ব্ব হইতে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের অনুগত থাকিয়া শ্রীনারায়ণ-পূজার অগ্রে শ্রীগোবিন্দজীর পূজা করাইতেন। শ্রী-সম্প্রদায়ী কয়েকটি মহান্ত-বৈষ্ণব ঐ-সময়ে 'জয়পুরে' আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ-পূজার অগ্রেই শ্রীনারায়ণ-পূজার প্রথা চালাইবার ব্যবস্থা করেন। সদাচারী রাজা তাহাতে সম্মত না হইয়া তদ্বিষয়ে বেদান্তাদি-বিচারের জন্য শ্রীবৃন্দাবন হইতে উপযুক্ত বৈষ্ণব-পণ্ডিত লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বৃন্দাবনস্থ বৈষ্ণবগণ শ্রীগোবিন্দজীর মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে জয়পুর যাইতে অনুরোধ করিলেন। চক্রবর্ত্তী

মহাশয় তখন বৃদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া সকলকে অন্য পণ্ডিত অন্বেষণ করিতে আজ্ঞা দিলেন; তখন শ্রীবলদেবকে তাঁহারা সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিচার করিয়া শ্রীবলদেবকে বেদবেদান্তে পারদর্শী জানিয়া জয়পুরে পাঠাইলেন। বলদেব হস্তে কমণ্ডলু, গলদেশে ছিন্ন-কান্থা ও কটিতে কৌপীন-বহির্ব্বসনমাত্র, একক রাজসভায় উপস্থিত হইয়া যে কার্য্যের জন্য গিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞাপন করিলেন। রাজা তাঁহার অকিঞ্চন বেশ দেখিয়া তাঁহাকে পণ্ডিত বলিয়া প্রথমে মনে করিলেন না। তথাপি শ্রী-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করাইলেন। তাঁহারা বলিলেন,—হে পণ্ডিতবর! আপনি কোন্ ভাষ্যের অনুগত? বলদেব বলিলেন,—আমি মধ্বশিষ্য, মধ্বকৃতভাষ্য লইয়া বিচার করিব। তখন তাঁহারা বলিলেন,—মধ্বের ভাষ্যে কেবল কৃষ্ণই প্রতিষ্ঠিত, শ্রীরাধার প্রতিষ্ঠা নাই। শ্রীগোবিন্দজী কি শ্রীরাধাকে ছাড়িয়া পূজা লইবেন? বলদেব দেখিলেন যে শ্রীমধ্ব-ভাষ্যের দ্বারা চলিবে না। তিনি কয়েক দিবসের অবসর লইয়া শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দিরে বসিয়া শ্রীগোবিন্দজীর আজ্ঞাক্রমে ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, গীতাভাষ্য, সহস্রনামভাষ্য ও উপনিষদ্‌ভাষ্য লিখিয়া ফেলিলেন। পরে রাজসভায় বিচার করিয়া শ্রী-বৈষ্ণবদিগকে নিরস্তপূর্ব্বক শ্রীরাধা-গোবিন্দজীর সেবা বজায় রাখিলেন। সেই বিদ্বৎসভা হইতে বলদেবকে '**বিদ্যাভূষণ**' উপাধি দেওয়া হয়।"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—

"ভাষ্যকার বিরক্তশিরোমণি শ্রীপীতাম্বর দাসের নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নে নৈপুণ্য লাভ করেন। পরে শ্রীরাধাদামোদর দাস নামক একজন কান্যকুব্জবাসী শৌক্রবিপ্রকুলোদ্ভূত দীক্ষিত বৈষ্ণবের নিকট কৃপা লাভ করেন। শ্রীরাধাদামোদর বেদান্তস্যমন্তকের লেখক এবং

শ্রীরসিকানন্দ মুরারির পৌত্র এবং সেবক শ্রীনয়নানন্দদেব গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। শ্রীরসিকানন্দ মুরারি ভাষ্যকারের পাঞ্চরাত্রিক গুরুপারম্পর্য্যে চতুর্থ পূর্ব্বপুরুষ। শ্রীরসিকানন্দ মুরারি শ্রীশ্যামানন্দের শিষ্য। শ্রীশ্যামানন্দের গুরু শ্রীহৃদয়চৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দ-শিষ্য গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য। আবার শ্রীশ্যামানন্দ পরবর্ত্তিকালে শ্রীজীব-গোস্বামীর কৃপা লাভ করেন। শ্রীজীবের গুরুপারম্পর্য্যে শ্রীরূপ ও তদীয় গুরু শ্রীসনাতন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সহচর।

ভাষ্যকার ১৬৮৬ শকাব্দে শ্রীরূপগোস্বামীর সংকলিত 'স্তবাবলীর টীকা' প্রণয়ন করেন। ভাষ্যকার **ব্রহ্মসূত্রের 'গোবিন্দভাষ্য'** নামক ভাষ্য লিখিয়া সুধীমণ্ডলীর নিকট পরমাদরের বস্তু হইয়াছেন। গোবিন্দভাষ্যের তাঁহার নিজকৃত একটি টীকাও আছে। এতদ্ব্যতীত 'ভাষ্যপীঠক' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থ 'সিদ্ধান্তরত্ন' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সিদ্ধান্তরত্নের একটি টীকাও ভাষ্যকার রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত দশোপনিষদ্ভাষ্যের সকলগুলি পাওয়া না গেলেও **ঈশাবাস্যের-ভাষ্য** কয়েকটি সংস্করণে বৈষ্ণব-শ্রীকরকমল বিভূষিত করিতেছে। সিদ্ধান্তদর্পণ নামক গ্রন্থ, প্রমেয়-রত্নাবলী, কাব্যকৌস্তভ গ্রন্থ ও সাহিত্য-কৌমুদী, ব্যাকরণ-কৌমুদী নামক গ্রন্থ-সমূহ তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছে। ভাষ্যকার গোপালতাপনী-ভাষ্য, কৃষ্ণানন্দিনী-টীকা, ছন্দ-কৌস্তভ-ভাষ্য, লঘু-ভাগবতামৃত-টীকা প্রভৃতি অনেকগুলি ব্যাখ্যা-গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা আমাদের হস্তগত হয় নাই। তত্ত্বসন্দর্ভের টীকাও তাঁহার অলৌকিক পাণ্ডিত্য-প্রতিভার পরিচয় দিতেছে। জয়দেবের 'চন্দ্রালোক' নামক অলঙ্কার-গ্রন্থের টীকা ও শ্রীরূপের 'নাটক-চন্দ্রিকার' টীকা তিনি রচনা করিয়াছেন।"

শ্রীধাম-বৃন্দাবনের শ্রীশ্যামসুন্দর-বিগ্রহ শ্রীবলদেব-প্রভুর স্থাপিত। ভাষ্যকারের অনুগত শ্রীউদ্ধরদাস বা শ্রীউদ্ধবদাস বা তদনুগ উদ্ধবদাস, শ্রীমধুসূদন ও শ্রীজগন্নাথদাস পরমহংস-পথের পথিক সূত্রে শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। তাহাই গৌড়ীয়গণের পরম শ্রদ্ধার বিষয়। এই বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজই আমাদের পরম পরাৎপর শ্রীগুরুদেবরূপে নিত্য-উপাস্য।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা-বলেই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয়, সেইজন্য আমরা শ্রীমদ্বলদেব প্রভুর শ্রীচরণে সর্ব্বাগ্রে প্রণত হইতেছি।

'ঈশোপনিষদের' ভাষ্যারম্ভে শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু লিখিয়াছেন—ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম—এই পাঁচটি তত্ত্বের কথা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ঈশ্বর—বিভুচৈতন্য (পূর্ণচৈতন্য) এবং জীব—অণুচৈতন্য (বিভিন্নাংশ), উভয়ই নিত্যজ্ঞানাদিগুণবিশিষ্ট ও অস্মৎশব্দবাচ্য।

ঈশ্বর—স্বতন্ত্র ও স্বরূপ শক্তিমান্। তিনি প্রকৃত্যাদিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া এবং উহাদিগকে নিয়মিত করিয়া জগতের সৃষ্ট্যাদি দ্বারা জীবের ভোগ ও অপবর্গ বিধান করিয়া থাকেন। ঈশ্বর এক ও বহুভাবে অভিন্ন হইয়াও গুণ ও গুণী এবং দেহ-দেহিভাবে জ্ঞানীর প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকেন। ঈশ্বর বিভু অর্থাৎ ব্যাপক বা অব্যক্ত হইয়াও ভক্তিগ্রাহ্য। তিনি একরস হইয়াও স্বরূপভূত চিন্ময়ানন্দ বিতরণ করেন।

জীব—বহু ও নানাবস্থাপন্ন। ঈশ্বর-বৈমুখ্যই জীবের বন্ধনের কারণ। সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় জীব শ্রীভগবানের প্রতি উন্মুখ হইলেই আবরণ মুক্ত হইয়া ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকে।

প্রকৃতি—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা। উহা তমো-মায়াদি শব্দ-বাচ্য। প্রকৃতি ঈশ্বরের ঈক্ষণে সমর্থা হইয়া বিচিত্র জগৎ সৃজন করে।

কাল—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, যুগপৎ, চির, ক্ষিপ্রাদি শব্দ প্রয়োগের কারণভূত, ক্ষণ হইতে পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত উপাধিবিশিষ্ট, চক্রবৎ-পরিবর্ত্তনশীল, প্রলয় ও সৃষ্টির নিমিত্তভূত জড়দ্রব্যবিশেষ। এই ঈশ্বরাদি পদার্থ চতুষ্টয়—নিত্য। জীবাদি কিন্তু ঈশ্বরের অধীন তত্ত্ব।

কর্ম্ম—জড়-পদার্থ, অদৃষ্টাদিশব্দব্যপদেশ্য, অনাদি ও বিনশ্বর।

জীবাদি পদার্থ চতুষ্টয় ব্রহ্মেরই শক্তি; অতএব সশক্তিক ব্রহ্মই অদ্বিতীয় বস্তু। এই সমস্ত বিষয় নিরূপণ করিবার নিমিত্ত স্বয়ং আচার্য্যস্বরূপা শ্রুতি 'ঈশেত্যাদি' মন্ত্রে বলিতেছেন।

গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেবের এই সকল সিদ্ধান্ত আমরা তাঁহার বেদান্তসূত্রের গোবিন্দভাষ্যের মধ্যে যেরূপ পাইয়াছি, সেইরূপ ঈশোপনিষদ্ ভাষ্যের মধ্যেও পাইতে পারিব। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার অন্যান্য উপনিষদ্‌ভাষ্যগুলি আমাদের দৃষ্টি গোচর হইতেছে না কিন্তু তাহাতেও তিনি এই সকল তত্ত্বই পরিস্ফুট করিয়াছিলেন।

অধিকাংশ লোক বেদের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন। শ্রীমদ্বলদেব প্রভু ভাষ্যারম্ভে ইহাও লিখিয়াছেন যে, দুর্ম্মতিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট বেদের তাৎপর্য্য ভ্রমে আপাততঃ অর্থ এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে, (১) কর্ম্মই নিখিল-পুরুষার্থের কারণ, বিষ্ণু কর্ম্মেরই অঙ্গ, স্বর্গাদি-কর্ম্মফল নিত্য; (২) জীব ও প্রকৃতিই স্বয়ং কর্ত্তা; (৩) পরিচ্ছিন্ন, প্রতিবিম্বিত বা ভ্রান্ত ব্রহ্মই

জীব এবং 'স্বয়ং চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম'—এই প্রকার জ্ঞান উদয় হইলেই জীবের সংসার-নিবৃত্তি বা মুক্তি। শ্রীমদ্বলদেব প্রভু তাঁহার রচিত গোবিন্দভাষ্য, ভাষ্যপীঠক বা সিদ্ধান্তরত্ন, শ্রীগীতাভূষণভাষ্য, প্রমেয়-রত্নাবলী এবং দশোপনিষদ্‌ভাষ্যের দ্বারা এই সকল ভ্রান্তমত সমূহকে খণ্ডনপূর্ব্বক পরমপুরুষ বিষ্ণুর স্বাতন্ত্র্য, সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব, সর্ব্বজ্ঞতা, মুক্তিদাতৃত্ব ও বিজ্ঞানস্বরূপত্ব প্রভৃতি যে বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য বা প্রতিপাদ্য, তাহা নিরূপণ করিয়াছেন। তাঁহার ঈশোপনিষদ্ ভাষ্য পাঠেও আমরা এই সিদ্ধান্ত অনুভব করিতে পারিব।

শ্রীমদ্‌বলদেব প্রভুর আবির্ভাবকাল আমাদের সঠিক জানা নাই। তিনি ১৬৮৬ শকাব্দায় অর্থাৎ ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের স্তবমালার টীকা রচনা করিয়াছেন। অর্থাৎ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পরেও তিনি প্রকট ছিলেন।

জ্যৈষ্ঠী দশহরা-তিথিতে তিনি অপ্রকট হইয়াছেন বলিয়া জানা যায়।



শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শুদ্ধ-দ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীমন্মধ্ব

"আনন্দতীর্থনাম্না সুখময়ধাম্না যতির্জীয়াৎ।
সংসারার্ণবতরণীং যমিহ জনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ॥"

'ঈশোপনিষৎ' গ্রন্থখানিতে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের স্বরচিত ভাষ্য প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি ঐতরেয়-ভাষ্য, বৃহদারণ্যকভাষ্য, ছান্দোগ্য-ভাষ্য, তৈত্তিরীয়োপনিষদ্‌ভাষ্য, ঈশাবাস্যোপনিষদ্‌ভাষ্য, কাঠকোপনিষদ্‌-ভাষ্য, আথর্বণোপনিষদ্‌ভাষ্য, মাণ্ডূক্যোপনিষদ্‌ভাষ্য, ষট্‌প্রশ্নো-পনিষদ্‌ভাষ্য, তলবকারোপনিষদ্‌ভাষ্য প্রভৃতি উপনিষদ্‌ভাষ্যাদি রচনা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার অবদান-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আমাদের শ্রবণ করা আবশ্যক। এস্থলে অতিশয় সংক্ষিপ্তভাবে তাঁহার চরিত-কথা লিখিত হইতেছে।

দক্ষিণকানারা-জিলার অন্তর্গত উড়ুপীর সন্নিকট পাজকাক্ষেত্রে পিতা মধ্যগেহ ও মাতা বেদবিদ্যাকে আশ্রয় করিয়া ১১৬০ শকাব্দে (১২৩৮ খৃষ্টাব্দে) বিজয়া দশমী তিথিতে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য আবির্ভূত হন। ইঁহার বাল্যনাম শ্রীবাসুদেব। ইনি দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে মাতা-পিতার অজ্ঞাতসারে শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং তাঁহার সন্ন্যাসনাম হয় 'পূর্ণপ্রজ্ঞতীর্থ' ও পরে 'আনন্দতীর্থ' এবং আচার্য্যত্ব প্রকাশপূর্ব্বক **শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য** নামে খ্যাত হন।

শ্রীমধ্বাচার্য্য প্রধান বায়ুর তৃতীয় অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রধান বায়ু ত্রেতাযুগে বৈকুণ্ঠপতির সহচর হইয়া বৈকুণ্ঠ-ধারক হনুমদ্দেহে শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করিয়াছিলেন, দ্বাপরে দ্বারকাধীশের সহচর হইয়া সেই মরুদ্দেব ভীমরূপে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবা করেন, আবার কলিতে বিষ্ণুর আবেশাবতার শ্রীব্যাসদেবের অনুচর হইয়া শ্রীমধ্বাচার্য্য-রূপে সেবা করিলেন।

শ্রীমধ্বাচার্য্য শ্রীবদরিকাশ্রমে শ্রীব্যাসদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহার আদেশে ব্রহ্মসূত্রভাষ্য রচনা করেন। 'শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যম্' বা 'সূত্রভাষ্যম্' নামে যে ভাষ্যখানি রচনা করিয়াছেন, উহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহাতে অন্যমতের স্পষ্ট খণ্ডন দৃষ্ট না হইলেও কেবল শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধান্ত বা সঙ্গতি প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাষ্যখানির নাম 'অনুব্যাখ্যানম্' বা 'অনুভাষ্যম্' ইহাতে পূর্ব্ববর্ত্তী মতবাদসমূহ খণ্ডনপূর্ব্বক স্বীয় মত স্থাপন করিয়াছেন, ইহা শ্লোকাকারে নিবদ্ধ, তৃতীয় ভাষ্যটি 'অণুভাষ্যম্' নামে প্রসিদ্ধ, ইহাতে শ্লোকাকারে অধিকরণ-তাৎপর্য্য গ্রথিত রহিয়াছে।

ইনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমহাভারত প্রভৃতি বহু গ্রন্থের ভাষ্যাদি রচনা করিয়াছেন।

সংক্ষেপতঃ শ্রীমধ্বমতে পাই,—

"শ্রীমন্মধ্বমতে হরিঃ পরতমঃ সত্যং জগত্তত্ত্বতো
ভেদো জীবগণা হরেরনুচরা নীচোচ্চভাবং গতাঃ।
মুক্তির্নৈজসুখানুভূতিরমলা ভক্তিশ্চ তৎসাধন-
মক্ষাদিত্রিতয়ং প্রমাণমখিলাম্নায়ৈকবেদ্যো হরিঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের মতে শ্রীবিষ্ণুই—পরতত্ত্ব ; জগৎ—সত্য, ঈশ্বর, জীব ও জড়ে তত্ত্বতঃ নিত্যভেদ ; জীবগণ শ্রীহরির অনুচর ; জীবসমূহের মধ্যে পরস্পর অধিকারগত তারতম্য বর্ত্তমান ; স্বরূপগত আনন্দের অনুভূতিই মুক্তি ; অমলা ভক্তিই সেই মুক্তির সাধন ; শব্দ, অনুমান ও প্রত্যক্ষ—এই ত্রিবিধ প্রমাণ ; শ্রীহরি অখিল-আম্নায়ৈক-বেদ্য অর্থাৎ শ্রীহরিই বেদ ও বেদমূলক সমস্ত শাস্ত্রের গম্য।

শ্রীমধ্বাচার্য্য-প্রচারিত-মতবাদকে **'দ্বৈতবাদ'** বলা হয়। ইহা আবার নামান্তরে তত্ত্ববাদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। মায়াবাদের বিরুদ্ধে ইনি তত্ত্ববাদ প্রচার করায় ইহার সম্প্রদায় তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়। শ্রীমধ্ব বলেন—স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র-ভেদে তত্ত্ব দ্বিবিধ ; স্বতন্ত্রতত্ত্ব 'ঈশ্বর' হইতে পরতন্ত্র-তত্ত্বসমূহের নিত্য 'ভেদ'। তিনি **'পঞ্চভেদ'** স্বীকার করেন, (১) 'জীবে ঈশ্বরে' ভেদ, (২) 'জীবে জীবে' ভেদ, (৩) 'ঈশ্বরে জড়ে' ভেদ, (৪) 'জীবে জড়ে' ভেদ এবং (৫) 'জড়ে জড়ে' ভেদ। এই পঞ্চভেদ নিত্য, সত্য ও অনাদি।

শ্রীমধ্বাচার্য্য তাঁহার স্থাপিত অষ্টমঠের সেবা তাঁহার আটজন খ্যাতনামা সন্ন্যাসীকে প্রদান করিয়া ৭৯ বৎসর বয়সে মাঘী শুক্লা নবমী তিথিতে শিষ্যগণের নিকট ঐতরেয়োপনিষদ্ভাষ্য ব্যাখ্যা করিতে করিতে স্বধামে গমন করেন।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

প্রকাশকের নিবেদন

পরমারাধ্য মদীয় শিক্ষাগুরুদেব পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী, শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ 'বেদান্তসূত্রম্' গ্রন্থখানির সম্পাদনা সমাপ্ত করিবার পর 'উপনিষদ্ গ্রন্থমালা' সম্পাদনের সংকল্প লইয়া সম্প্রতি 'ঈশোপনিষদ্' গ্রন্থখানি সম্পাদন সমাপ্ত করিলেন।

ইহাতে প্রতিটি মন্ত্রের অন্বয়ানুবাদ, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত 'বেদার্কদীধিতিঃ' নামক ভাষ্য, অনুবাদ ও ভাবার্থ প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুপাদের ভাষ্য ও তদ্ বঙ্গানুবাদ এবং শ্রীমাধ্বভাষ্যও সংযোজিত হইয়াছে। ইহাতে স্বয়ং সম্পাদক মহাশয়ও তত্ত্বকণা-নাম্নী বঙ্গভাষায় স্বরচিত একটি অনুব্যাখ্যাও প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে গ্রন্থখানি যে সকলের কিরূপ সহজবোধ্য হইয়াছে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। পাঠকমাত্রই ইহা উপলব্ধি করিবেন।

বৈদান্তিকগণের পরিভাষায় উপনিষৎকে শ্রুতি-প্রস্থান বলা হয়। 'বেদান্ত'-নামেও ইহার পরিচয় আছে। বেদের অন্ত্যভাগ বা চরম সিদ্ধান্ত ইহাতে পাওয়া যায় বলিয়া ইহাকে বেদান্ত বলা হয়। অতএব শ্রুতিসমূহ বেদের শিরোভাগ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভগবদবতার শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস এই উপনিষদের সমন্বয় সাধন করিবার জন্যই বেদান্তসূত্র বা বেদান্তদর্শন রচনা করিয়াছেন।

মুক্তিকোপনিষদে যে ১০৮টি উপনিষদের বিবরণ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে প্রথমেই দশটি উপনিষদের নাম দেখা যায়—

"ঈশাকেনকঠ প্রশ্ন মুণ্ডমাণ্ডূক্যতিত্তিরিঃ।
ঐতরেয়ঞ্চ ছান্দোগ্যং বৃহদারণ্যকং তথা॥"

ইহাই 'দশোপনিষৎ' নামে প্রচলিত। এতদ্ব্যতীত 'শ্বেতাশ্বত-রোপনিষৎ' ইহার সহিত যুক্ত হইলে 'একাদশোপনিষৎ' নামে অভিহিত

হইয়া থাকে। সাধারণতঃ মায়াবাদি-সম্প্রদায়ে এই 'উপনিষৎ' গুলি বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছে, কারণ আচার্য্য শঙ্কর উক্ত একাদশ উপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন।

আচার্য্য শ্রীরামানুজ, আচার্য্য শ্রীমন্মধ্ব ও গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব প্রভৃতি বেদান্তাচার্য্যগণও পূর্ব্বোক্ত একাদশোপনিষদের মন্ত্রসমূহ স্ব-স্ব ভাষ্য-মধ্যে প্রভূতভাবে উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য স্বয়ং দশোপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য স্বয়ং উপনিষদের কোন ভাষ্য রচনা না করিলেও শ্রীরঙ্গ রামানুজাদি তাঁহার অধস্তনগণ বিশদ ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুবরও দশোপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ একমাত্র 'ঈশোপনিষৎ' ব্যতীত তাঁহার রচিত অন্য ভাষ্যসমূহ দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে।

আজকাল এতদ্দেশে যে উপনিষদাদি পঠন-পাঠন হয়, তাহা অধিকাংশই শঙ্কর-ভাষ্যাবলম্বনে হইয়া থাকে; সে কারণ উপনিষদের ব্যাখ্যায় বৈষ্ণবগণের সিদ্ধান্ত জানিবার উপায় অনেকেরই থাকে না। সেই অভাব দূরীকরণের অভিপ্রায় লইয়াই আমাদের শিক্ষাগুরুদেব শ্রীশ্রীল মহারাজ-সম্পাদিত 'উপনিষদ্ গ্রন্থমালা' প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে।

আশা করি, সহৃদয় শ্রদ্ধালু পাঠকবৃন্দ এই গ্রন্থপাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন। কারণ উপনিষদের ন্যায় দুরূহ গ্রন্থের এমন সরল ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা সহকারে বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত জানিবার পক্ষে সহায়ক গ্রন্থ ইতঃপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হইয়াছে কিনা, আমাদের জানা নাই। ইতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস—

শ্রীসতীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

(প্রকাশক)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রকাশকের নিবেদন

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

নমো ওঁ গুরুদেবায় ধীমতে সৌম্যমূর্ত্তয়ে।
ভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তী প্রভবে শ্রীমহাত্মনে ॥
বিশুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-প্রচারিণে সতে।
সাত্বতশাস্ত্রসদ্ব্যাখ্যা-নিপুণায় মহামতে ॥
ব্রহ্মসূত্র-শ্রুতি-স্মৃত্যৌ গৌড়ীয়ভাষ্যকারিণে।
শাস্ত্রযুক্ত্যা ভতস্তত্র বিপ্রতিপত্তিনাশিনে ॥
শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়বংশ-সেবা-প্রকাশিনে।
বৈষ্ণবাচার্য্যদেবায় নিত্যকল্যান-দায়িনে ॥

মদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্ম বৈষ্ণবাচার্য্য নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ও বেদান্তের গৌড়ীয় ভাষ্যের আলোকে বঙ্গভাষায় উপনিষদ্-গ্রন্থমালা সম্পাদনের সংকল্পপূর্ব্বক ৪৮৪ গৌরাব্দে 'ঈশোপনিষৎ' গ্রন্থখানি সম্পাদন ও প্রকাশনা করেন। বেদের শিরোভাগ উপনিষৎ। জীবের পরমাত্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান-লাভই ঈশোপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয়। শ্রীভগবানে শ্রদ্ধালু, বিষয়ে অনাসক্ত, শান্তাদি গুণবান্ ও সাধুসঙ্গ-লোভী ব্যক্তি এই গ্রন্থ সম্যক আস্বাদনের যোগ্য। প্রতিটি শ্রুতি মন্ত্রের অন্বয়-অনুবাদ এবং গ্রন্থ-

সম্পাদকের 'তত্ত্বকণা' নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমন্বয়ে গ্রন্থখানি ভগবৎ তত্ত্ব জিজ্ঞাসু সুধীকুলে পরম সমাদরের বস্তু হইয়াছে। উপনিষদের ন্যায় দুরূহ গ্রন্থের এমন প্রাঞ্জল ও সুখবোধ্য ব্যাখ্যাসহ শ্রুতি মন্ত্রের বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত জানিবার অন্য কোন বিকল্প সহায়ক গ্রন্থ আছে বলিয়া আমরা অবগত নই। ৪৮৪ গৌরাব্দের পরে গ্রন্থখানির পুনর্ম্মুদ্রণ না হওয়ায় বহুদিন হইতে বৈষ্ণবগণ ও পাঠকবর্গ ইহার অভাববোধ করিতেছিলেন। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের করুণায় 'ঈশোপনিষৎ' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। মুদ্রণজনিত ভ্রম-প্রমাদ পাঠকগণ নিজগুনে ক্ষমাপূর্ব্বক গ্রন্থের তাৎপর্য্য অনুধাবন করিলে আমরা কৃতার্থ থাকিব।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-তিথি
১৬ বামন, গৌরাব্দ ৫০৪
৯ আষাঢ়, বাংলা ১৩৯৭ সাল

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবদাসানুদাস
(ত্রিদণ্ডিভিক্ষু) শ্রীভক্তি প্রপন্ন গিরি

মন্ত্র-সূচী

(বর্ণানুক্রমে)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শুক্লযজুর্ব্বেদীয়া

বাজসনেয়-সংহিতোপনিষৎ

বা

ঈশোপনিষৎ

শ্রীশ্রীউপনিষদ্ গ্রন্থমালা—১

শান্তিপাঠঃ

॥ ওঁ ॥ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥ ওঁ ॥
॥ ওঁ ॥ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥

অন্বয়ানুবাদ—এই শান্তিসূক্তের মধ্যে সমস্ত বেদার্থ সংক্ষিপ্তরূপে ও গূঢ়ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। 'ওঁ' এই অক্ষরটি পরব্রহ্ম-নির্দ্দেশক, ইহার পাঠ মঙ্গলার্থ। 'ওঁ'-শব্দে সচ্চিদানন্দঘন পরমেশ্বর বস্তু। অদঃ (ঐ পরতত্ত্ব—মূলরূপ অর্থাৎ নিত্যধামাবস্থিত নিত্যলীলারত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) পূর্ণম্ (সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র, সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ) ইদম্ (অপি) (এই প্রপঞ্চে প্রকটিত তাঁহার লীলাবতারগণও) পূর্ণম্ (পূর্ণরূপে অবস্থিত) পূর্ণাৎ (পূর্ণস্বরূপ অবতারের আশ্রয় পরব্রহ্ম হইতে) পূর্ণম্ (পূর্ণ-স্বরূপ-অবতার) উদচ্যতে (আবির্ভূত হন)। পূর্ণস্য (পূর্ণ-অবতারের)

পূর্ণম্ (পূর্ণস্বরূপকে) আদায় (নিজমধ্যে গ্রহণ করিয়া অথবা পূর্ণ অবতারসমূহকে লীলার্থ বিস্তার করিয়া) পূর্ণমেব (পূর্ণ অবতারী-স্বরূপেই) অবশিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকেন)। ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ (ত্রিবিধ বিঘ্নের উপশমার্থ তিনবার 'শান্তি' শব্দের উচ্চারণ)॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত ভাবার্থ—ঐ পূর্ণ অবতারী ও এই পূর্ণ অবতার—উভয়েই পূর্ণ অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিসমন্বিত। পূর্ণ অবতারী হইতে পূর্ণ অবতার লীলা-বিস্তারার্থ প্রাদুর্ভূত হয়েন। লীলা-পূর্ত্তির জন্য পূর্ণ অবতারের পূর্ণ স্বরূপকে আপনাতে গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ণ-অবতারী অবশেষরূপে বর্ত্তমান থাকেন; কোনরূপেই পরমেশ্বরের পূর্ণত্বের হানি হয় না।

উপক্রমণিকা—

অস্যা উপনিষদঃ স্বায়ম্ভুবমনুঃ ঋষিঃ তস্য দৌহিত্রঃ আকূতিনামক-পুত্রীসূনুঃ রুচিপ্রজাপতেঃ কুমারঃ যজ্ঞনামা বিষ্ণুঃ দেবতা। অক্ষর-পরিগণনয়া ছন্দোগণনং কার্য্যম্। স্বায়ম্ভুবমনুঃ স্বদৌহিত্রং যজ্ঞং ভগবন্তং জানন্ তৎপ্রীতয়ে স্বমোক্ষাপ্তয়ে চ ঈশাবাস্যাদি মন্ত্রৈঃ স্তোত্রং চকার। তদ্দৃষ্ট্বা বিষ্ণুস্তুতিমসহমানাঃ রাক্ষসাঃ স্বায়ম্ভুবমনুং খাদিতু-মাগতাঃ। তদা যজ্ঞনামা বিষ্ণুঃ স্বায়ম্ভুবমনুকৃতাং বৈদিকস্তুতিং শ্রুত্বা সংপ্রসন্নঃ সন্ রুদ্রাদিবরবলেনাবধ্যতাং প্রাপ্তানপি রাক্ষসান্ হত্বা তদ্ভয়াৎ স্বায়ম্ভুবমনুং মোচয়ামাসেতি কথা ভাগবতাষ্টমাদি-ভাগসংস্থা অত্র বোধ্যা। এবঞ্চ ভাগবতাষ্টমাদৌ স্বায়ম্ভুবমনুকৃতা যজ্ঞস্তুতিঃ ঈশাবাস্যোপনিষদর্থসাররূপেতি জ্ঞাতব্যম্।

উপক্রমণিকানুবাদ—এই উপনিষদের ঋষি স্বায়ম্ভুবমনু।

আকূতিনামক তাঁহার কন্যার গর্ভে ও রুচিনামক প্রজাপতির ঔরসে যজ্ঞনামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন; তিনি সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অবতার, সেই বিষ্ণুই এই উপনিষৎ মন্ত্রগুলির দেবতা। 'ঈশাবাস্যম্' ইত্যাদি মন্ত্রগুলি অনুষ্টুভ ছন্দে গ্রথিত। অন্যান্য শ্লোকে অক্ষর গণনা দ্বারা ছন্দো নির্ণয় কর্ত্তব্য। এই সমগ্র উপনিষদের বিষ্ণুস্তবে বিনিয়োগ জানিবে। কথিত আছে—এককালে স্বায়ম্ভুবমনু নিজ দৌহিত্র যজ্ঞকে ভগবদবতার জানিয়া তাঁহার প্রীতির জন্য ও নিজ মুক্তিলাভের আশায় 'ঈশাবাস্যাদি' মন্ত্র দ্বারা স্তব করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া রাক্ষসগণ বিষ্ণু-স্তুতি সহ্য করিতে না পারিয়া স্বায়ম্ভুব-মনুকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হয়। তখন যজ্ঞনামধেয় বিষ্ণু স্বায়ম্ভুবমনু-কৃত বৈদিকস্তুতি শুনিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া রুদ্র প্রভৃতি দেবতার বরে অবধ্য হইলেও সেই রাক্ষসদিগকে হত্যা করিয়া মাতামহ স্বায়ম্ভুবমনুকে রাক্ষস ভয় হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। এই ইতিবৃত্তটি শ্রীমদ্‌ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের প্রথম-অধ্যায় প্রভৃতিতে বর্ণিত আছে। স্বায়ম্ভুবমনুকৃত সেই যজ্ঞস্তুতিই ঈশাবাস্যোপনিষদের সার। এই উপনিষদ্ বাক্যগুলি মন্ত্রাত্মক, মন্ত্রপাঠে ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা ও বিনিয়োগ জ্ঞাতব্য, নচেৎ পাঠক মন্ত্র-কণ্টক হয়, সে কারণ ঋষি-ছন্দঃ প্রভৃতির প্রথমে নির্দ্দেশ করা হইল।

অবতরণিকা—

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতি নামিনে॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে॥
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তহারিণে॥

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় গৌরপ্রেষ্ঠ-প্রিয়ায় চ।
শ্রীমদ্ভক্তিবিবেকভারতী-গোস্বামিনে নমঃ॥

নমো গৌরকিশোরায় সাক্ষাদ্-বৈরাগ্যমূর্ত্তয়ে।
বিপ্রলম্ভরসাম্ভোধে পাদাম্বুজায় তে নমঃ॥

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥

গৌরাবির্ভাবভূমেস্ত্বং নির্দ্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ।
বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম-শ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ॥

জয়তি বিদ্যাভূষণো বলদেবপূর্ব্বো হরিরতিঃ সূরিঃ।
যেন গোবিন্দভাষ্যং গোবিন্দাদেশাৎ প্রতেনে॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে ।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ ।
গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ তিনের স্মরণ ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন-বিনাশন ।
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত-পূরণ ॥

শ্রীগুরু, শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীভগবানের বন্দনামুখে, তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মের স্মরণমূলে, তাঁহাদের অহৈতুক কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা পূর্ব্বক আজ **পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ৯৭তম আবির্ভাব-তিথি-পূজাবাসরে** তৎসংকলিত **'বেদান্তসূত্রম্'** গ্রন্থখানির প্রকাশ সমাপ্ত হওয়ার পর তৎসংকলিত **উপনিষদ্ গ্রন্থমালার** সম্পাদনে নিযুক্ত হইয়া সর্ব্বাগ্রে **'ঈশোপনিষৎ'** গ্রন্থখানির সম্পাদনের প্রয়াস করিতেছি।

আমি সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য হইলেও শ্রীগুরু-কৃপাবল একমাত্র সম্বল করিয়া উপনিষদ্ গ্রন্থরাজিরও একটি **'তত্ত্বকণা'**-নাম্নী অনুব্যাখ্যা রচনায় প্রয়াস পাইতেছি। আশা করি, পতিতপাবন পরম করুণাময় শ্রীগুরুদেব মাদৃশ অধমের প্রতি করুণা-প্রকাশে হৃদ্দেশে অবস্থিত হইয়া দুরবগম ও দুরূহ উপনিষদ্ গ্রন্থের তত্ত্বসমুদ্রের একটি ক্ষুদ্রকণা

লেখনীতে প্রকাশ করিবার শক্তি সঞ্চারিত করিয়া অধমকে স্বীয় দাস্যে নিযুক্ত রাখিবেন। অধমের ইহাও আশাবন্ধ যে, অধমের এইরূপ সেবাসংকল্পও যেন তাঁহারই করুণায় সিদ্ধ বা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

বেদের শিরোভাগই 'উপনিষৎ' নামে কথিত। বেদশাস্ত্র পরতত্ত্বের শাব্দিক অবতার। শ্রীভগবান্ বলেন,—"শব্দব্রহ্ম পরংব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতী তনূ" (ভাঃ ৬।১৬।৫১)।

বেদান্ত-মতে—"ধর্ম্ম-ব্রহ্ম-প্রতিপাদকমপৌরুষেয়বাক্যং বেদঃ।"
পুরাণকর্ত্তা বলেন—"ব্রহ্মমুখনির্গতধর্ম্মজ্ঞাপকশাস্ত্রং বেদঃ।"
ন্যায়শাস্ত্র-মতে—"মীনশরীরাবচ্ছেদেন ভগবদ্বাক্যং বেদঃ।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই—

"মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১২২)

এই বেদশাস্ত্র আমাদের খণ্ডজ্ঞানোত্থ তর্কপথকে নিরসন পূর্ব্বক অতীন্দ্রিয়জ্ঞান প্রদানকরতঃ পূর্ণবস্তুর দর্শন করায়। সুতরাং অপূর্ণ মানব-জ্ঞানাধিকারে বেদাশ্রয় ব্যতীত পরতত্ত্ব-লাভের দ্বিতীয় পন্থা নাই। সেইজন্যই সমস্ত শাস্ত্রই বেদোপজীবী। বেদের প্রামাণ্যেই তাহাদের প্রামাণ্য। যে সকল শাস্ত্র বেদবিরোধী সজ্জন-সমাজে তাহাদের আদর নাই। বেদ অপৌরুষেয় বাক্য, কোনও ব্যক্তি-বিশেষ কর্ত্তৃক ইহা বিরচিত নহে। ইহা সাক্ষাদ্ ভগবৎপ্রোক্ত। শ্রীভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ, তিনি ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সারহিত।

শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব॥"
(চৈঃ চঃ আদি ৭।১০৭)

কিন্তু বদ্ধ জীবমাত্রই ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা নামক দোষ চতুষ্টয়ের অধীন হইয়া থাকে এবং সর্ব্বজ্ঞতার অভাবে তাহাদের বাক্য শ্রদ্ধেয় হয় না। কথিত আছে—'ন কশ্চিদ্ বেদকর্ত্তা চ বেদস্মর্ত্তা পিতামহঃ। তথৈব বেদান্ স্মরতি মনুঃ কল্পান্তরান্তরে॥"

সেই বেদ সংহিতা ও ব্রাহ্মণ-ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত। 'সংহিতা'-অংশ বেদের কায়ভাগ। 'ব্রাহ্মণ' ও 'তাপনী' প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। উপনিষদ্গুলি সংহিতার অন্তর্গত। সেই উপনিষৎ-সমুদায়ের নাম-করণ দুই প্রকারে হইয়াছে। উপনিষদের আরম্ভে নিবিষ্ট পদ ধরিয়া এক প্রকার নামকরণ, যেমন—'ঈশোপনিষৎ', 'কেনোপনিষৎ'। অন্যগুলি প্রায় সম্প্রদায় প্রবক্তা পুরুষের নামে প্রথিত, যথা—'কঠোপনিষৎ', 'শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্' ইত্যাদি।

উপনিষৎ শব্দের অর্থ **'অধ্যাত্মবিদ্যা'**, এই ব্রহ্ম-বিদ্যা যাঁহারা উপাসনা করেন তাঁহাদের মাতৃগর্ভ-বাসজনিত কষ্ট, জন্ম-জরা-ব্যাধি-মরণাদি দুঃখ-নিবৃত্তি হয়। অবিদ্যাজনিত এই সকল দুঃখ নিশাতন করে বলিয়া (সদ্ ধাতুর অর্থ ধ্বংস এইজন্য) এবং পরমেশ্বর বা পরব্রহ্মের সমীপে গমন করায় এজন্য (সদ্ ধাতুর অর্থ গতি ধরিয়া) অথবা ইহাতে পরমশ্রেয়ঃ উপনিষণ্ণ (সদ্ ধাতুর অর্থ স্থিতিবশতঃ) এই হেতুকও ব্রহ্মবিদ্যাকে উপনিষদ্ বলা হইয়াছে, সেই বিদ্যার প্রকাশ-নিবন্ধন গ্রন্থও উপনিষদ্ নামে ব্যপদিষ্ট।

আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অনুভাষ্যে 'উপনিষৎ'-শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"উপনিষদি (ব্রহ্মবিদ্যাভিধানসর্ব্বোন্নত-বেদশাখাবিশেষে উপ-নি-পূর্ব্বকস্য বিশরণগত্যাবসাদনার্থস্য ষদ্‌ধাতোঃ ক্বিপ্‌ প্রত্যয়ান্তস্যেদং রূপং তত্র উপ-উপগম্য গুরূপদেশাল্লব্ধেতি যাবৎ। উপস্থিতত্বাদ্‌ব্রহ্মবিদ্যাং নিশ্চয়েন তন্নিষ্ঠতয়া যে দৃষ্টানুশ্রবিক-বিষয়বিতৃষ্ণাঃ সন্তঃ তেষাং সংসারবীজস্য সদ্—বিশরণকর্ত্রী শিথিলয়িত্রী অবসাদয়িত্রী বিনাশয়িত্রী ব্রহ্মগময়িত্রীতি)" (চৈঃ চঃ আদি ২।৫)।

সাঙ্গবেদাধ্যয়ন ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছুমাত্রেরই কর্ত্তব্য। কথিত আছে—'ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চেতি' নিষ্কারণ শব্দের অর্থ নিষ্কাম ও যাহা নৈমিত্তিক নহে, কিন্তু নিত্য অবশ্য কর্ত্তব্য। ষড়ঙ্গ শব্দের অর্থ শিক্ষা (স্বরজ্ঞান) কল্প (প্রয়োগ বিজ্ঞান) ব্যাকরণ (লৌকিক ও বৈদিক উভয় শব্দানুশাসনের পরিচয়) নিরুক্ত (বেদার্থ নির্বচন) জ্যোতির্বিদ্যা ও বৈদিকাদি ছন্দঃ ইহাতে ব্যুৎপত্তি, এগুলি উপনিষদের প্রকৃত রহস্য জ্ঞাপনের অনুকূল এজন্য পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থের উক্তিও অনুশীলনীয়। 'অধ্যেয়ঃ' বলায় অধীতের বিস্মরণ না হয়, ইহা প্রতিপাদিত হইতেছে। 'জ্ঞেয়শ্চেতি' এই উক্তি হেতু অর্থজ্ঞানহীন বৈদিকের মত কেবল-পাঠ নিষিদ্ধ। 'জ্ঞেয়শ্চ' এই চ-শব্দ প্রয়োগ দ্বারা আচারানুষ্ঠান ও শম, দম, তিতিক্ষা, বৈরাগ্য, শ্রদ্ধার অনুকূল কার্য্য করণীয় বুঝাইতেছে।

এই আত্মবিদ্যা কুতর্ক দ্বারা অপনেয় নহে, 'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া' এই শ্রুতি অনুকূল তর্কের দ্বারা মতি আনেয় ও বিরুদ্ধ তর্ক দ্বারা অনপনেয়—ইহা বুঝাইতেছেন। তবে যে বলা

আছে—'যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ' অন্ধবিশ্বাসে কিছুই আশ্রয়ণীয় নহে, তর্ক দ্বারা অর্থাৎ অনুকূল বিচার দ্বারা তত্ত্বসিদ্ধান্তকারী ব্যক্তিই যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ। শ্রীভাগবতেও পাই—"তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরঃ"। ইহার দ্বারা বুঝাইতেছে যে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তির বিশ্বাসের দৃঢ়তার জন্য অনুকূল তর্কের অর্থাৎ বিচারের উপযোগিতা এবং মূর্খ বা নাস্তিকের অজ্ঞান বা দুর্বুদ্ধি নিরাকরণার্থ তর্কের করণীয়তা।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ৮।১৫)

শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন—'জানি 'দার্ঢ্য লাগি' পুছে সাধুর স্বভাব'। যুক্তিবাদী মানবের পক্ষে শাস্ত্রানুকূল বিচার বা তর্ক গ্রহণীয় আর শাস্ত্রবিরোধী কুতর্ক সর্ব্বদাই পরিহরণীয়। শ্রীগীতাতেও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া'। সুতরাং তত্ত্ববস্তু জানিবার জন্য সদ্গুরুর শ্রীচরণাশ্রয়ে প্রণিপাতপূর্ব্বক পরিপ্রশ্ন করিবার উপদেশ পরিদৃষ্ট হয়।

সংহিতা সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। ঋক্, সাম ও যজুঃ, ইহাকে ত্রয়ী বলা হয়। অথর্ব্ব সংহিতাও কার্য্য-বিশেষের জ্ঞাপক।

বেদ চতুর্দ্ধা বিভক্ত—ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব। প্রতি বেদে আবার দুইটি বিভাগ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। মন্ত্রভাগের অপর নাম সংহিতা। ইহাতে মন্ত্রসমূহ একত্রে স্থাপিত বা সমষ্টিকৃত করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণভাগে প্রধানতঃ বিধি, নিষেধ, যাগ-যজ্ঞ, ইতিবৃত্ত, অর্থবাদ,

উপাসনা ও ব্রহ্মবিদ্যা নিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই অংশ গদ্যে রচিত। ব্রাহ্মণেরই অংশবিশেষকে আরণ্যক বলা হয়।

যজুর্ব্বেদ-সংহিতা শুক্ল ও কৃষ্ণ-ভেদে দ্বিবিধ। এই ঈশোপনিষৎ-খানি শুক্ল যজুর্ব্বেদের বাজসনেয় সংহিতার অন্তর্গত, ইহাতে পর-ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেইজন্য ইহা উপনিষৎসার বলিয়া কথিত। 'সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি' 'বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্' ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতি দ্বারা শ্রীভগবানেরই পরম পুরুষার্থতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। সেই শ্রীভগবানের প্রাপ্তির সাধনরূপে শ্রদ্ধা ও উপনিষৎকেই শাস্ত্রে বর্ণন করা হইয়াছে। যথা—'যদেব শ্রদ্ধয়া করোতি বিদ্যয়োপনিষদা তদেবাস্য বীর্য্যবত্তরং ভবতি'। শ্রীভগবদবতার মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়নও বলিয়াছেন—'পুরুষার্থোঽমৃতঃ শব্দাৎ' এবং উপনিষদ্ শাস্ত্রগুলি যে ব্রহ্মদর্শনপর তাহাও তিনি বেদান্তসূত্রের—'অধি-কোপদেশাত্তু বাদরায়ণস্যৈবং তদ্দর্শনাৎ' এই সূত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন ; অতএব ব্রহ্মবিদ্যার্থী উপনিষৎ আয়ত্ত করিবেন। উপনিষৎ পাঠের আদিতে ও অন্তে ব্রহ্মবিদ্যার পূর্ণতা সম্পাদনের নিমিত্ত শান্তিপাঠ কর্ত্তব্য।

এই উপনিষৎখানিতে অষ্টাদশটি মন্ত্র আছে। প্রত্যেক মন্ত্রই পূর্ণ বস্তুর সন্ধান দিয়াছেন। উপনিষৎকে শ্রুতি বা বেদান্তও বলা হয়। গৃহ্য ও শ্রৌত প্রয়োগবিধি 'কল্প' ও 'স্মৃতি'-নামেও কথিত হইয়া থাকে। লৌকিক বিচারের সহিত সামঞ্জস্য স্থাপনের জন্য 'কল্প' ও 'স্মৃতির' যোগ্যতা রহিয়াছে। কিন্তু শ্রুতিতে তর্কের কোন স্থান নাই, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং আরোহপন্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুগুরুর চরণে প্রণত হইয়া কায়মনোবাক্যে

তাঁহাদের শ্রীমুখনিঃসৃত ভগবদ্বাণী শ্রবণ-কীর্ত্তনের দ্বারাই পূর্ণ বস্তু শ্রীহরিপাদপদ্ম লাভ করা যায়। এ-কথা শ্রীভাগবতে ব্রহ্মাও বলিয়াছেন—

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভির্যে প্রায়শোঽজিত
জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥ (ভাঃ ১০।১৪।৩)

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেও পাই—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" (শ্বেঃ ৬।২৩)

অতএব শ্রীভক্ত-ভগবানের কৃপা দ্বারাই যে শ্রুতির অর্থ প্রকাশিত হইবে, নিজের বিদ্যা-বুদ্ধিবলে নহে, তাহা স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে। সেই হেতু শ্রুত্যর্থ অবগত হইতে হইলেই সর্ব্বাগ্রে সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় কর্ত্তব্য এবং তাঁহার আনুগত্যে শ্রীভগবানের সেবা করিতে করিতে সেবাফলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ ও ভগবৎ-প্রাপ্তি হইবে।

শান্তিসূক্তে যে পূর্ণ পুরুষের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই পরব্রহ্ম পরমাত্মা শ্রীহরি। সেই শ্রীহরির নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্য সকলই পূর্ণ। সকলই বৈকুণ্ঠ বস্তু। বৈকুণ্ঠ বস্তু অচিন্ত্যশক্তিবলে একই সময়ে বৈকুণ্ঠে অবস্থান করিয়াও প্রপঞ্চে লীলা-বিস্তারার্থ অবতীর্ণ হন। সেই পূর্ণ বস্তুর এমনই বৈশিষ্ট্য যে, সেই পূর্ণ হইতে অসংখ্য পূর্ণের আবির্ভাব হইলেও মূল পূর্ণের কোন হ্রাস হয় না। তিনি স্বয়ং পূর্ণ থাকিয়াও অসংখ্য পূর্ণের লীলা প্রকাশ করিতে সমর্থ। এইরূপ পরিপূর্ণ বস্তুকে জানিবার উপায় আমাদের খণ্ডজ্ঞানে যে থাকিতে

পারে না, তাহা 'পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে' মন্ত্রেই পাওয়া যায়। কারণ পূর্ণ হইতে পূর্ণের আবির্ভাব হইলেও পূর্ণই অবশিষ্ট থাকেন। ইহা কোন প্রাকৃত গণিত শাস্ত্রের জ্ঞান আমাদিগকে প্রমাণিত করিতে পারিবে না। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপেই যে এইরূপ পূর্ণ পুরুষের পূর্ণ অভিব্যক্তি, তাহা শ্রীভাগবতে পাওয়া যায়—দ্বারকাতে অসংখ্য মহিষী দ্বারকেশ শ্রীকৃষ্ণকে একই সময়ে নিজ নিজ ভবনে বিলাসপরায়ণ দর্শন করিতেন। দেবর্ষি নারদও শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ যুগপৎ লীলা-দর্শনে বিস্মিত হইয়াছিলেন। ভক্তবর অক্রূরও ভগবান্ শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে রথে আরোহণ করাইয়া গোকুল হইতে মথুরা যাইবার পথে যমুনার জলে প্রবেশ পূর্ব্বক বিষ্ণুলোকে শেষ, নারদ, চতুঃসনাদিসহ পরমৈশ্বর্য্যময় শ্রীভগবান্‌কে দর্শন এবং সমকালে রথে আরূঢ়াবস্থায় দর্শন করিয়া স্তব-মুখে বলিয়াছিলেন—

"অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানো বিধিনাভিহিতেন তে।
যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্ ॥" (ভাঃ ১০।৪০।৭)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই—

"যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।
'স্বয়ং ভগবান্'-শব্দের তাহাতেই সত্তা ॥
দীপ হৈতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন।
মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন ॥"

(চৈঃ চঃ আদি ২।৮৮-৮৯)

শ্রীভগবানের অসংখ্য দিগ্‌দেশীয় ভক্তবৃন্দও সমকালে নিজ নিজ হৃদয়াভ্যন্তরে পুরুষোত্তমতত্ত্ব শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যে পাই—

" 'ভক্ত্যে' ভগবানের অনুভব—পূর্ণরূপ।
একই বিগ্রহে তাঁর অনন্ত স্বরূপ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৬৪)

অতএব ভক্তির দ্বারাই শ্রীভগবানের পূর্ণ স্বরূপের অনুভব হইয়া থাকে। "নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়"। এতদ্ব্যতীত আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। সুতরাং উপনিষৎ পাঠের পূর্ব্বে সেই পূর্ণ পুরুষের শরণাগত হইয়া যাবতীয় বিঘ্ননাশের জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে। তাঁহার কৃপায় যাবতীয় বিঘ্ন দূরীভূত হইয়া ভক্তি-সিদ্ধিতে ভগবদ্দর্শন হইয়া থাকে। নিজের অহমিকা লইয়া খণ্ডজ্ঞানে ভগবত্তত্ত্ব জানিতে গেলে নির্ব্বিশেষ-বাদগহ্বরে পতিত হইয়া আত্মবিনাশরূপ অমঙ্গল বরণ করিতে হয়।

ঠাকুর শ্রীনরোত্তম বলিয়াছেন—

"কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড, সকলই বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি ভ্রমণ করে, কদর্য্য ভক্ষণ ক'রে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥"

অতএব সাধু সাবধান। কেবল উপনিষৎ পাঠ করিলেই হইবে না। উপযুক্ত গুরুর-আশ্রয়ে ভগবৎ-প্রপত্তিমূলে বেদ-অধ্যয়নের প্রথা চির প্রচলিত। সেই গুরুর নির্দ্দেশও শ্রুতি দিয়াছেন—

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্"॥ (মুণ্ডক ১।২।১২)

শ্রুতিঃ—ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥১॥

অন্বয়ানুবাদ—জগত্যাং (এই পৃথিবীতে) যৎ কিঞ্চ (যাহা কিছু) জগৎ (স্থাবরজঙ্গমাত্মক অনিত্যবস্তু আছে) ইদং (এই পরিদৃশ্যমান চরাচর) সর্ব্বং (সমস্তই) ঈশা (সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর কর্ত্তৃক) আবাস্যং (আচ্ছাদনীয় অর্থাৎ প্রপঞ্চের সমস্তই পরমেশ্বর কর্ত্তৃক আবৃত বা ভোগ্য, ইহা চিন্তা করিবে) তেন (সেইজন্য তৎকর্ত্তৃক) ত্যক্তেন (নিজ অদৃষ্টানুসারে ভগবৎ কর্ত্তৃক প্রদত্ত বিষয়সমূহ ত্যাগধর্ম্মসহকারে অর্থাৎ যুক্তবৈরাগ্য আশ্রয়পূর্ব্বক) ভুঞ্জীথাঃ (অনাসক্তভাবে ভগবৎ-প্রসাদ-বুদ্ধিতে ভোগ্যবস্তুর ভোগ করিবে অর্থাৎ সেবা করিবে) মা গৃধঃ (অধিক ভোগে আকাঙ্ক্ষা করিও না) ধনম্ (ভোগ্য পদার্থ) কস্যস্বিৎ (কাহার হইতে পারে ? অর্থাৎ সকল ধনের অধিকারী একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ, তুমি বা অপর কেহ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিকারী নহে) (অতএব ভগবৎ-সেবোপকরণ-দৃষ্টিতে সকল বস্তু ভগবৎ-সেবায় নিয়োগকরতঃ তদুচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিবে) ॥১॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত বেদার্কদীধিতিঃ—

জগত্যাং জগতি যৎ কিঞ্চ যৎ কিঞ্চিদস্তি তৎ সর্ব্বং ঈশাবাস্যং ঈশেন আবৃতম্ ; তেন হেতুনা ত্যক্তেন ত্যাগেন জগৎ ভুঞ্জীথাঃ ভোগং কুর্বীথাঃ। কস্যস্বিদ্ধনং কস্যচিদ্ধনং মা গৃধঃ ন আকাঙ্ক্ষীঃ ॥১॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত অনুবাদ—

এই বিশ্বে যাহা কিছু আছে, সমস্তই ঈশ্বর কর্ত্তৃক আবৃত। অতএব ত্যাগধর্ম্মসহকারে ভোগ কর। কাহারও ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না ॥১॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত ভাবার্থ—

আত্মশক্তি দ্বারা এই জগৎকে পরমেশ্বর সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং সেই শক্তিপ্রভাবে ইহাতে ওতপ্রোতভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। হে জীব, তুমিও তাঁহার শক্তিনিঃসৃত তত্ত্ববিশেষ। তিনি—পরমাত্মা, তুমি—আত্মা, অতএব আত্মধর্ম্ম-বিচারে তাঁহা অপেক্ষা তোমার আর কেহ হইতে পারে না। তুমি আপাততঃ স্বরূপভ্রমবশতঃ আপনা হইতে সমস্ত বস্তুকে 'পর' বলিয়া তাহাতে স্বার্থপর ভোগ স্বীকার করিতেছ। কিন্তু যদি সমস্ত বস্তুতে পরমাত্ম-সম্বন্ধ স্থাপন করতঃ স্বার্থপরতা ত্যাগ কর, তাহা হইলে আর তোমার পরধন বলিয়া বিষয়সকল গ্রহণ করিতে হয় না। তুমি ভগবৎপরিচর্য্যায় সমস্ত অর্পণ কর এবং যাহা কিছু গ্রহণ কর, তাহা পরমেশ্বর-দত্ত প্রসাদ বলিয়া স্বীকার কর; তাহা হইলে সমস্তই আত্মময় হইবে॥১॥

শ্রীমদ্বলদেব-ভাষ্যম্—

বেদাস্তথা স্মৃতিগিরো যমচিন্ত্যশক্তিং
সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারণমামনন্তি।
তং শ্যামসুন্দরমবিক্রিয়মাত্মমূর্ত্তিং
সর্ব্বেশ্বরং প্রণতিমাত্রবশং ভজামঃ॥

বেদেষু খলু কর্ম্মণো নিখিলপুমর্থহেতুত্বং বিষ্ণোস্তু কর্ম্মাঙ্গত্বং স্বর্গাদেঃ কর্ম্মফলস্য নিত্যত্বং জীবস্য প্রকৃতেশ্চ স্বতঃ কর্ত্তৃত্বং পরিচ্ছিন্নস্য প্রতিবিম্বিতস্য ভ্রান্তস্য বা ব্রহ্মণ এব জীবত্বং চিন্মাত্রব্রহ্মাত্মকত্বধী-মাত্রাদেবাস্য জীবস্য সংসৃতিবিনিবৃত্তিরিত্যাপাততোঽর্থা দুর্ম্মতিভিঃ প্রতীয়ন্তে। তানিমান্ পূর্ব্বপক্ষান্ বিধায় পরস্য বিষ্ণোরিহ স্বাতন্ত্র্য-সর্ব্বকর্ত্তৃত্বসার্ব্বজ্ঞ্যপুমর্থত্বাদিধর্ম্মকত্বজ্ঞানসুখস্বরূপত্বং নিরূপ্যতে। তথাহি

ঈশ্বরজীবপ্রকৃতিকালকর্ম্মাখ্যাণি পঞ্চতত্ত্বানি শ্রূয়ন্তে। তেষু বিভু-চৈতন্যমীশ্বরোঽণুচৈতন্যস্তু জীবঃ। নিত্যজ্ঞানাদিগুণকত্বমস্মদর্থত্বঞ্চোভয়ত্র জ্ঞানস্যাপি জ্ঞাতৃত্বং প্রকাশস্য রবেঃ প্রকাশকত্ববদবিরুদ্ধম্। তত্রেশ্বরঃ স্বরূপ-শক্তিমান্ প্রকৃত্যাদ্যনুপ্রবেশনিয়মনাভ্যাং জগদ্বিদধৎ ক্ষেত্রজ্ঞ-ভোগাপবর্গৌ বিতনোতি। একোঽপি বহুভাবেনাভিন্নোঽপি গুণ-গুণিভাবেন দেহদেহিভাবেন বিদ্বৎপ্রতীতিবিষয়োঽব্যক্তোঽপি ভক্তি-ব্যঙ্গ্য একরসঃ প্রযচ্ছতি চিৎসুখং স্বরূপম্। জীবাস্ত্বনেকাবস্থা বহবঃ। পরেশবৈমুখ্যাৎ তেষাং বন্ধস্তৎসাম্মুখ্যাৎ তু তৎস্বরূপতদ্গুণাবরণরূপ-দ্বিবিধবন্ধবিনিবৃত্তিস্তৎস্বরূপাদিসাক্ষাৎকৃতিঃ। প্রকৃতিঃ সত্ত্বাদিগুণসাম্যা-বস্থা তমোমায়াদিশব্দবাচ্যা তদীক্ষণাবাপ্তসামর্থ্যা বিচিত্রজগজ্জননী, কালস্তু ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমানযুগপচ্চিরক্ষিপ্রাদিব্যবহারহেতুঃ ক্ষণাদিপরার্দ্ধান্তচক্রশ্চ-বৎপরিবর্ত্তমানঃ প্রলয়সর্গনিমিত্তভূতো দ্রব্যবিশেষঃ। ঈশ্বরাদয়শ্চত্বারোঽর্থা নিত্যাঃ। জীবাদয়স্তু তদ্বশাশ্চ। কর্ম্ম তু জড়মদৃষ্টাদিশব্দব্যপদেশ্য-মনাদি বিনাশি চ ভবতি। চতুর্ণামেষাং ব্রহ্মশক্তিত্বাদেকং শক্তিমদ্-ব্রহ্মেত্যদ্বৈতবাক্যেঽপি সঙ্গতিরিত্যাদীনর্থান্ নিরূপয়িতুং স্বয়মাচার্য্য-স্বরূপা শ্রুতিরাহ,—ঈশেত্যাদি। ঈশা বাস্যমিত্যাদীনাং মন্ত্রাণামাত্ম-যাথাত্ম্যপ্রকাশকত্বেন বিরোধাদেব কর্ম্মস্ববিনিয়োগঃ কিন্তূপাসনা-য়ামবিরোধাৎ। উপাসনা তু জীবপরয়োঃ সম্বন্ধবিশেষসাধনং ভজনমেব। সম্বন্ধো হি জীবে পরসাম্মুখ্যম্। অতঃ সংক্ষেপতো ব্যাখ্যাস্যামঃ। ঈশা বাস্যেতি। তিস্রোঽনুষ্টুভঃ। দধ্যঙাথর্ব্বণঋষিঃ স্বং শিষ্যং পুত্রঞ্চ নিষ্কামধর্ম্মনির্ম্মলচিত্তং সৎপ্রসঙ্গলুব্ধং শ্রদ্ধালুং শাস্ত্যাদিমন্তমধিকারিণ-মুপসন্নমাহ,—ঈশাবাস্যমিত্যাদি। ঈশা ঈশ ঐশ্বর্য্যে ক্বিবন্তঃ ঈষ্টে ইতি ঈট্। সর্ব্বস্যেশিতা পরমেশ্বরঃ। স হি সর্ব্বজন্তূনামাত্মত্বাৎ সর্ব্বমীষ্টে। তেনাত্মনা ঈশা পরমেশ্বরেণেদং সর্ব্বং প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধং বিশ্বং বাস্যং 'বস আচ্ছাদনে' 'ঋহলোর্ণ্য'দিতি ণ্যৎপ্রত্যয়ঃ, ণিত্বাৎ স্বরিতঃ আচ্ছা-

দনীয়মিত্যর্থঃ। সর্ব্বং তেন ব্যাপ্তমিতি শেষঃ। "স এবাধস্তাৎ স এবোপরিষ্টাৎ অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিত" ইতি শ্রুতেঃ। যদ্বা ইদং সর্ব্বমীশা পরব্রহ্মণা বাস্যং 'বস নিবাসে' ইত্যস্য রূপং বাসিতম্ উৎপাদিতং স্থাপিতং নিয়মিতঞ্চ। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যময়ন্ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্য-মৃত" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। ন কেবলং প্রত্যক্ষগম্যমীশা বাস্যমপি তু সাবরণং ব্রহ্মাণ্ডমিত্যাহ,—যদিতি। যৎ কিঞ্চিৎ শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধং জগত্যাং জগৎ স্থাবরজঙ্গমাত্মকং শেষং বিশ্বমীশেনোৎপাদিতং স্থাপিতং নিয়মিতঞ্চেত্যর্থঃ। অতঃ কারণাৎ তেনেশা ত্যক্তেন বিসৃষ্টেন স্বাদৃষ্টানুসারিণা বিষয়েণ ভুঞ্জীথাঃ ভোগাননুভবেঃ। ইতোঽধিকং মা গৃধঃ 'গৃধু অভিকাঙ্ক্ষায়াং' মা কাঙ্ক্ষীঃ। ইতো মমাধিকং ভবত্বিতি বুদ্ধিং ত্যজেত্যর্থঃ। পরমাত্মাধীনত্বেন তদিচ্ছায়া ব্যাহতত্বাদিতি ভাবঃ। এবং সৎ ধনং কস্য স্বিৎ স্বিদিতি নিপাতো বিতর্কে ন কস্যাপীত্যর্থঃ। "স এষ সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি যদিদং কিঞ্চ" ইত্যাদিশ্রুতেমু‌র্খ্যদাতা পরমেশ্বরো ন স্বামিসম্বন্ধালিঙ্গিতমন্যৎ প্রাণিজাতমিতি বৈরাগ্যেণ ভবিতব্যমিতি ভাবঃ ॥১॥

শ্রীমদ্বলদেব-ভাষ্যানুবাদ—'বেদাস্তথেত্যাদি' বেদাঃ (চারিবেদ) তথা স্মৃতিগিরঃ (এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা সমুদয়) যম্ (যাঁহাকে) অচিন্ত্যশক্তিম্ (অচিন্তনীয়শক্তিসম্পন্ন) সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারণম্ (জগতের উৎপত্তি, পালন ও নাশের কারণ) আমনন্তি (সর্ব্বদা ঘোষণা করিয়া থাকেন) অবিক্রিয়ম্ (নির্ব্বিকার) আত্মমূর্ত্তিম্ (শ্রীবিগ্রহবান্) সর্ব্বেশ্বরং (সর্ব্বনিয়ন্তা) প্রণতিমাত্রবশং (কেবল প্রণামমাত্রে যিনি জীবকে সর্ব্বস্ব দান করেন, জীবের বশ হন) তং

(সেই ষড়্‌গুণৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্) শ্যামসুন্দরং (শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে) ভজামঃ (আরাধনা করি)। বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্যবোধে-অসমর্থ ব্যক্তিগণের ধারণা—সকল বেদে কথিত হইয়াছে যে, নিখিল পুরুষার্থসিদ্ধি কর্ম্ম হইতে হয়, বিষ্ণু সেই কর্ম্মের অঙ্গ (সাধক), স্বর্গাদি কর্ম্মফল নিত্য, জীব ও প্রকৃতির স্বতঃ-কর্ত্তৃত্ব অর্থাৎ স্বাধীনভাবে (ঈশ্বর-নিরপেক্ষ হইয়া) সৃষ্ট্যাদি কর্ত্তৃত্ব, দেশকালাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত অথবা আত্মবিস্মৃতি-সম্পন্ন কিংবা অবিদ্যাভিভূত ভ্রান্ত ব্রহ্মই জীব, যখন জীবের কেবল চিন্মাত্র-ব্রহ্মাত্মকত্ববুদ্ধি লাভ হয় অর্থাৎ কেবল চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত অভেদ-জ্ঞান জন্মে তখনই তাহার সংসার-নিবৃত্তিরূপ মুক্তি হয় ইত্যাদি বিষয়গুলি বেদের প্রতিপাদ্য বলিয়া দুর্ম্মতিগণের নিকট আপাততঃ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। কিন্তু এই মতগুলিকে পূর্ব্বপক্ষ-(নিরসনীয় পক্ষ) রূপে ধরিয়া উত্তরপক্ষ বা সিদ্ধান্ত-হিসাবে প্রতিপাদিত হইতেছে যে, মহাবিষ্ণু পরমেশ্বর স্বাধীন, সৃষ্ট্যাদি সকল বিষয়ের কর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ, তিনিই নিখিল পুরুষার্থ, জ্ঞানময় ও আনন্দময়স্বরূপ। কিরূপে? তাহা দেখাইতেছেন—শাস্ত্রে পাঁচটি-মাত্র তত্ত্ব শ্রুত হয়, যথা—ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম। এই শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট পাঁচটি তত্ত্বের মধ্যে ঈশ্বর হইতেছেন বিভু অর্থাৎ কালতঃ দেশতঃ গুণতঃ পরিচ্ছেদহীন। তিনি চৈতন্যস্বরূপ অর্থাৎ বিভুচৈতন্য; আর জীব চিদংশ—অণুপরিমাণ অতএব অণুচৈতন্যস্বরূপ। নিত্য জ্ঞানাদিগুণ-বিশিষ্ট ঈশ্বর আর জীব উভয়ই অস্মৎশব্দবাচ্য অর্থাৎ অহম্ অভিমানী। জীব ও ঈশ্বর উভয়েরই জ্ঞাতৃত্ব ও জ্ঞানস্বরূপত্ব আছে, তাহাতে কোন বিরোধ নাই, যেমন প্রকাশময় সূর্য্য প্রকাশকর্ত্তাও বটে। তন্মধ্যে পরমেশ্বর স্বরূপশক্তিমান্ (স্বাভাবিক জ্ঞান, বল,

ক্রিয়াশক্তি সম্পন্ন)। তিনি প্রকৃতি-মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার দ্বারা সৃষ্টি করেন আবার সৃষ্ট অর্থাৎ সৃষ্টপ্রকৃতিকার্য্য জীবদেহাদি-মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের পরিচালনা করিতেছেন, এইরূপে জগতের সমস্ত বিধান করেন। ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মার ভোগ ও মুক্তির বিধানও তিনি করিতেছেন। তিনি এক হইলেও বহুভাবে প্রকাশ পান, তিনি অভিন্ন হইয়াও শক্তি-শক্তিমান্‌রূপে প্রতিভাত হন, গুণ-গুণিভাবে ও দেহদেহিভাবে বিদ্বৎপ্রতীতির বিষয় হন। তিনি অবাঙ্-মনসগোচর বলিয়া অব্যক্ত, কিন্তু ভক্তিদ্বারা বশ হইয়া জীবের কাছে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি সর্ব্বদা এক অখণ্ড আনন্দময় রসস্বরূপ হইয়াও জীবকে চিন্ময় ও সুখময়স্বরূপ বিতরণ করেন, ইহাই তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির মহিমা। জীবের কিন্তু এক অবস্থা নহে, সে বিভিন্ন অবস্থা ভোগ করে এবং সে বহু। ঈশ্বরে বিমুখতা-নিবন্ধন তাহার সংসার-বন্ধন কিন্তু যখন ঈশ্বর-সাম্মুখ্য জন্মিবে, তখন জীবের চিদানন্দময়স্বরূপের আবরণ চলিয়া যাইবে এবং সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণের আবরণ অপগত হইবে; এই দ্বিবিধ বন্ধের নিবৃত্তিতে তৎস্বরূপাদি সাক্ষাৎকার লাভ হইলেই জীবের মুক্তি হয়। প্রকৃতি—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে কোন গুণের ন্যূনাধিক ভাব থাকে না, তাহাই প্রকৃতি স্বরূপ, ইহাকে মায়া, তমঃ, অব্যাকৃত প্রভৃতি অনেক শব্দে অভিহিত করা হয়। যখন তাহাতে ঈশ্বরের ঈক্ষণ পড়ে তখনই তাহার সৃষ্ট্যাদি সামর্থ্য জন্মে, সেই সামর্থ্যবশে প্রকৃতি নানা আকারে বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকে। কালকে একপ্রকার দ্রব্য বলা হয়, যাহা দ্বারা অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, যৌগপদ্য চিরত্ব, ক্ষিপ্রত্ব প্রভৃতি ব্যবহার সম্পন্ন হইয়া থাকে। ক্ষণ হইতে পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত এই কালের অংশ, চক্রের মত কেবল ঘুরিয়া ফিরিয়া

পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ইহা প্রলয় ও সৃষ্টির নিমিত্তকারণ। ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি ও কাল এই চারিটি পদার্থ নিত্য অর্থাৎ ইহাদের উৎপত্তিও নাই ধ্বংসও নাই কিন্তু জীব, প্রকৃতি, কাল ইহারা সেই পরমেশ্বরের অধীন। জীবের কর্ম্মের নাম অদৃষ্ট, পুণ্য-পাপ, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, অপূর্ব্ব —এইরূপ নানাশব্দে শাস্ত্রে তাহাদের ব্যবহার হইয়াছে। কর্ম্মের নিজস্ব কোন শক্তি নাই সে জড়, তাহার আদি নাই কিন্তু অন্ত আছে, অর্থাৎ যখনই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে তখনই বুঝিতে হইবে ইহার কারণ কিছু আছে, জীবের অদৃষ্টই সেই কারণ, তাহার ভোগের জন্যই জগতের উৎপত্তি, আবার যখনই ব্রহ্মবিদ্যা জন্মে তখনই কর্ম্মের নাশ হয়। জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম— এই চারিটি ব্রহ্মের শক্তি, শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন, এজন্য ব্রহ্ম শক্তিমান্ এক অদ্বিতীয় বস্তু, এইরূপ অদ্বৈতবাক্যের সহিত আমাদের কোনও বিরোধ নাই। এই সকল তত্ত্ব নিরূপণ করিবার জন্য আচার্য্যস্বরূপা শ্রুতি স্বয়ং বলিতেছেন—'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বমিত্যাদি'। 'ঈশাবাস্য' ইত্যাদি মন্ত্রগুলি আত্মার যথাযথ স্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন আর শ্রৌতাদি কর্ম্মবিধি যজ্ঞস্বরূপ বিধান করিতেছেন সুতরাং পরস্পর বিরুদ্ধ, এজন্য ইহাদের কর্ম্মে বিনিয়োগ নাই, কিন্তু উপাসনাতেই ইহাদের প্রয়োগ। কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধকে বিনিয়োগ বলে। বিনিয়োগ, ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতা জানা না থাকিলে সে ব্যক্তি মন্ত্র-কণ্টক হয়। অতএব ইহা জ্ঞাতব্য। ব্রহ্মোপাসনাতে ইহার প্রয়োগ, তাহা হইলে আর কোনও বিরোধ থাকে না, কারণ উপাসনা শব্দের অর্থ—ঈশ্বরের সহিত জীবের একপ্রকার বিশেষ সম্বন্ধ-স্থাপন, সেই সম্বন্ধ জন্মাইয়া দেয় ভজন, অতএব ভজনই উপাসনা-পদবাচ্য। সেই সম্বন্ধটি হইতেছে—পরমেশ্বরের প্রতি জীবের ভক্তি বা সাম্মুখ্য-ভাব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলির বহির্ম্মুখী প্রবৃত্তি নিরোধ করিয়া যে

অন্তর্মুখী প্রবৃত্তি স্থাপন ও ঈশ্বর-বিষয়ক শ্রবণ-মননাদি সাধন, তাহার দ্বারাই সেই সাম্মুখ্য জন্মে, ইহার নাম পরসাম্মুখ্য। অতঃপর শ্রুতিগুলিকে সঙ্ক্ষেপে ব্যাখ্যা করিব। 'ঈশাবাস্যেত্যাদি' শ্রুতি হইতে তিনটি শ্রুতির (মন্ত্রের) ছন্দঃ অনুষ্টুভ্। দধ্যঙ্ আথর্ব্বণ তাহাদের ঋষি—মন্ত্রদ্রষ্টা। তাঁহার শিষ্য ও পুত্রকে দেখিলেন তাহারা নিষ্কাম ধর্ম্মাচরণ দ্বারা নির্ম্মল-চিত্ত হইয়াছে এবং সৎ-সঙ্গলোভী, শাস্ত্রার্থে শ্রদ্ধাবান্ ও শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি—এই সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন, এজন্য শাস্ত্রশ্রবণে যথার্থ-অধিকারী। তাহারা তত্ত্ব-শ্রবণের জন্য সমীপে উপস্থিত হইলে ঋষি বলিলেন—'ঈশাবাস্য-মিদং সর্ব্বমিত্যাদি' ঈশা ঈশধাতু ঈশ্বরত্ব—নিয়ন্তৃত্ব-অর্থে অদাদিগণীয়, বর্ত্তমান কালে তাহার রূপ ঈষ্টে, যিনি ঈষ্টে অর্থাৎ সমস্ত নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন তিনি ঈট্—সকলের নিয়ন্তা পরমেশ্বর। সকল প্রাণীর তিনি আত্মস্বরূপ এজন্য সমস্ত পরিচালনা করিতেছেন। সেই সর্ব্ব-প্রাণীর আত্মভূত পরমেশ্বর কর্ত্তৃক 'ইদং সর্ব্বং' এই পরিদৃশ্যমান প্রত্যক্ষ,শ্রুতি-প্রমাণসিদ্ধ জগৎ, বাস্যং বস্ ধাতুর অর্থ আচ্ছাদন, সেই বস্ ধাতুর উত্তর 'ঋহলোর্ণ্যৎ' এই সূত্রে কর্ম্মবাচ্যে ণ্যৎ প্রত্যয়, ণ্যৎ প্রত্যয়ের ণ কার ইৎ হওয়ায় উপধার বৃদ্ধি ও স্বরিত স্বর হইবে। বাস্যং পদের অর্থ আচ্ছাদনীয় অর্থাৎ ঈশ্বর দ্বারা সমস্ত জগৎকে আচ্ছাদন মনে করিতে হইবে, তাহারা সমস্তই ঈশ্বরাত্মক। শুধু বাস্য নহে, শ্রুতির মধ্যে 'সর্ব্বং তেন ব্যাপ্তম্' এ-অংশটি অধ্যাহর্ত্তব্য। ইহার অর্থ—তাঁহা কর্ত্তৃক জগৎ ব্যাপ্ত। শ্রুতি সে কথা বলিতেছেন, যথা—"স এবাধস্তাৎ স এবোপরিষ্টাৎ অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ" তিনিই জগতের আদিতে, তিনিই প্রলয়ে, অভ্যন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান। সুতরাং নারায়ণ সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন। অথবা 'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্' এই অংশের অর্থ অন্যপ্রকার—এই সমস্ত বিশ্ব পরব্রহ্ম কর্ত্তৃক অধ্যুষিত, উৎপাদিত,

স্থাপিত ও নিয়মে বদ্ধ। যেহেতু শ্রুতি তাহাই বলিতেছেন—'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যময়ন্ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ' যাঁহা হইতে এই সমস্ত প্রাণিবর্গ উৎপন্ন হইতেছে, উৎপন্ন হইয়া যাঁহার দ্বারা স্থিতি লাভ করিতেছে এবং যাঁহার সাহায্যে কাল প্রভৃতি সমস্ত নিয়মিত করিতেছে, ইনিই তোমার সেই অবিনশ্বর প্রত্যগাত্মা—অন্তর্য্যামী। কেবল যে প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান বস্তু পরমেশ্বর কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত, উৎপাদিত ও নিয়মিত তাহা নহে, কিন্তু মহদাদিসপ্ত-আবরণ (মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র) সমন্বিত এই ব্রহ্মাণ্ডও তাঁহা কর্ত্তৃক বাস্য, তাহাই বলিতেছেন—'যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'। জগতীতে অর্থাৎ পৃথিবীতে জগৎ—গতিশীল নশ্বর যাহা কিছু স্থাবর বা জঙ্গম বস্তু শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ আছে, তৎসমুদায়ই অর্থাৎ প্রত্যক্ষ দৃশ্য হইতে অবশিষ্ট বিশ্ব আছে, তাহা ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, স্থিতিমান্ করিয়াছেন এবং নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। ইহা 'যৎকিঞ্চেত্যাদির' অর্থ। এই কারণে সেই পরমেশ্বর যাহা তোমাকে দিয়াছেন, তাহা তোমার নিজ-অদৃষ্টানুসারেই আসিয়াছে, তাহা দ্বারাই ভোগ সম্পাদন কর, ইহার অধিক আকাঙ্ক্ষা করিও না, গৃধ্ ধাতুর অর্থ আকাঙ্ক্ষা, তাহার লুঙে মাগৃধঃ পদ হয়। ইহার তাৎপর্য্য—ইহা হইতে আরও বেশি আমার হউক—এই বুদ্ধি ত্যাগ কর। ভাবার্থ এই—ইচ্ছা হইলেই তুমি তাহা পাইবে না, যেহেতু তোমার ইচ্ছা পরমাত্মা কর্ত্তৃক ব্যাহত (রুদ্ধ)। এই যদি হইল, তবে দেখ, ধন কাহার? যাহা তুমি অপর হইতে লইবে, স্বিত এই অব্যয় শব্দের অর্থ বিতর্ক—বিচার। কাহারও ধন নহে, সমস্তই ঈশ্বরের বস্তু। কারণ শ্রুতিতে আছে—এই সেই পরমেশ্বর যিনি সমস্ত বস্তুর অধিপতি, সকলের নিয়ন্তা, এই জগতে যাহা কিছু দেখিতেছ সে সমুদয়ই তিনি পালন করিতেছেন। অতএব কেহ কাহাকে কিছু দেয় না, যাহারা দাতা তাহারা নিমিত্তমাত্র, ঈশ্বরই মুখ্যদাতা। তিনি-

ভিন্ন প্রাণিবর্গের অন্য কেহ স্বামী নাই। এইজন্য বৈরাগ্য—বিষয়-বিতৃষ্ণা হওয়া উচিত ॥১॥

শ্রীমাধ্বভাষ্যম্—

নিত্যানিত্য-জগদ্ধাত্রে নিত্যায় জ্ঞানমূর্ত্তয়ে।
পূর্ণানন্দায় হরয়ে সর্ব্বযজ্ঞভুজে নমঃ ॥ ১ ॥
যস্মাদ্ ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রাদি-দেবতানাং শ্রিয়োঽপি চ।
জ্ঞানস্ফূর্ত্তিঃ সদা তস্মৈ হরয়ে গুরবে নমঃ ॥ ২ ॥

স্বায়ম্ভুবো মনুরেভির্মন্ত্রৈর্ভগবন্তমাকূতিসূনুং যজ্ঞনামানং বিষ্ণুং তুষ্টাব।
স্বায়ম্ভুবঃ স্বদৌহিত্রং বিষ্ণুং যজ্ঞাভিধং মনুঃ।

ঈশাবাস্যাদিভির্মন্ত্রৈস্তুষ্টাবাবহিতাত্মনা।
রক্ষোভিরুগ্রৈঃ সংপ্রাপ্তঃ খাদিতুং মোচিতস্তদা ॥
স্তোত্রং শ্রুত্বৈব যজ্ঞেন তান্ হত্বাঽবধ্যতাং গতান্।
প্রাদাদ্ধি ভগবাংস্তেষামবধ্যত্বং হরঃ প্রভুঃ ॥

"তৈর্বধ্যত্বং তথান্যেষামিতঃ কোঽন্যো হরেঃ প্রভুঃ" ইতি ব্রহ্মাণ্ডে। ভাগবতে চায়মেবার্থ উক্তঃ।

ঈশস্যাবাসযোগ্যমীশাবাস্যম্। জগত্যাং প্রকৃতৌ তেনেশেনেত্যুক্তেন দত্তেন ভুঞ্জীথাঃ। "স্বতঃ প্রবৃত্ত্যশক্তত্বাদীশাবাস্যমিদং জগৎ। প্রবৃত্তয়ে প্রকৃতিগং যস্মাৎ স প্রকৃতীশ্বরঃ" তদধীনপ্রবৃত্তিত্বাত্তদীয়ং সর্ব্বমেব তৎ। তদ্দত্তেনৈব ভুঞ্জীথা অতো হান্যং প্রযাচয়েৎ" ইতি ব্রহ্মাণ্ডে ॥ ১ ॥

তত্ত্বকণা—উপনিষৎ তত্ত্বশাস্ত্র। তত্ত্বজ্ঞ শ্রীগুরুদেব তত্ত্বশাস্ত্র দ্বারা শিষ্যকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন। সেই স্থলে তত্ত্বজ্ঞান-উপদেশ-কালে শ্রীগুরুদেব প্রথমে তত্ত্বজ্ঞান-লাভের অধিকারী নির্ণয় করেন।

সেই অধিকার নির্ণয়-প্রসঙ্গে দেখা যায় যে, শিষ্য যদি সৎসঙ্গ-লোভী ও শ্রদ্ধালু হন এবং নিষ্কাম ধর্ম্মাচরণের দ্বারা নির্ম্মলচিত্ত ও শাস্ত্যাদিমান্ হন, তাহা হইলে তিনিই যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী। শ্রীগুরুদেব তাঁহাকেই সমুদয় তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন। অন্ততঃ সাধুসঙ্গলুব্ধ শ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে তত্ত্বালোচনা শ্রবণ করান যাইতে পারে। কিন্তু অশ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে তত্ত্বোপদেশ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

জীব, জড়জগৎ ও ঈশ্বর—তিনটি তত্ত্বই প্রধানতঃ অনুসন্ধেয়। জীব যতক্ষণ অত্যন্ত বিষয়াসক্ত হইয়া বিষয়ভোগেই কালাতিপাত করে, ততক্ষণ তাহার তত্ত্ব-আলোচনার আকাঙ্ক্ষা আসে না। কিন্তু যখন ভাগ্যক্রমে জগতের বস্তুসমূহের অনিত্যতা এবং নিজের জীবনেরও অনিত্যতা বা অস্থিরতার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে একটি বিবেক উদিত হয় যে, আমার সম্মুখে পরিদৃশ্যমান এই জগৎ কি? এবং এই বিশ্ব-মধ্যে ভোক্তারূপে অবস্থিত আমিই বা কে? ঈশ্বর বলিয়া জীব ও জগতের অধিপতি কেহ আছেন কিনা? থাকিলে আমাদের পরস্পর সম্বন্ধই বা কি? এই সকল স্বতঃ উদিত প্রশ্নসমূহের মীমাংসা-লাভের জন্য মানব যখন নিজ ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের পরিচালনায় চেষ্টাবিশিষ্ট হন, তখন তাঁহার ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের বিকাশে নানা প্রকার মতবাদ তাঁহার নিকট আলোচনার বিষয় হইয়া পড়ে।

আমাদের পরমারাধ্যতম পরাৎপর শ্রীগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'তত্ত্ববিবেক'-গ্রন্থে পাই—"অস্মদ্দেশে সিদ্ধজ্ঞানস্বরূপ বেদসম্মত বেদান্তশাস্ত্র ও তদানুগত্য স্বীকার করিয়াও বেদার্থ-বিপরীত-মত-প্রকাশক ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক ও

কর্ম্মমীমাংসারূপ শাস্ত্রনিচয়, তথা বেদবিরুদ্ধ বৌদ্ধমত, চার্ব্বাকমত ইত্যাদি নানামত প্রকাশিত হইয়াছে। চীন, গ্রীস, পারস্থ, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্ম্মেণি ও ইটালী প্রভৃতি দেশে জড়বাদ (Materialism), স্থিরবাদ (Positivism), নিরীশ্বর কর্ম্মবাদ (Secularism), নির্ব্বাণসুখবাদ (Pessimism), সন্দেহবাদ (Scepticism), অদ্বৈতবাদ (Pantheism), নাস্তিক্যবাদ (Atheism)-রূপ নানা প্রকার বাদ প্রচারিত হইয়াছে। যুক্তিদ্বারা ঈশ্বর-সংস্থাপন পূর্ব্বক কতকগুলি মত প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। শ্রদ্ধালু হইয়া ঈশোপাসনা কর্ত্তব্য—এরূপ একটি মতও জগতে অনেক স্থানে প্রচারিত হইয়াছে। ঐ মতটি কোন কোন স্থলে কেবল শ্রদ্ধামূলক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়; কোন কোন দেশে পরমেশ্বর-দত্ত ধর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত হইয়া থাকে। যেখানে উহা কেবলমাত্র শ্রদ্ধামূলক, সেখানে উহার ঈশানুগতিবাদ (Theism) বলিয়া সংজ্ঞা হয়। যেখানে ঈশ্বর-দত্ত বলিয়া উহা প্রতিষ্ঠিত, সেখানে ঈশ্বরদত্ত শাস্ত্রমত অর্থাৎ খ্রীষ্টান (Christianity), মুসলমান (Mehomedanism) ইত্যাদি নামে বিখ্যাত হইয়া পড়ে।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-শাস্ত্রে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ষোড়শ-অধ্যায়ে আসুরী-সম্পদের বিষয় বর্ণন করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্॥" (গীঃ ১৬।৮)

এই শ্লোকের শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর টীকার মর্ম্মে সংক্ষেপে পাই,—

" (১) একবাদিগণের (মায়াবাদিগণের) মতে জগৎ অসত্য, অপ্রতিষ্ঠ ও অনীশ্বর। এই জগৎ 'অসত্য'—শুক্তি-রজতাদিবৎ

ভ্রান্তিমাত্র ; 'অপ্রতিষ্ঠ'—আকাশ কুসুমের ন্যায় নিরাশ্রয় ; 'অনীশ্বর' —যাহার জন্মাদির হেতুরূপে কোন ঈশ্বর নাই। (২) স্বভাববাদী বৌদ্ধগণের মতে 'জগৎ'—'অপরস্পরসম্ভূত'। স্ত্রী-পুরুষের সম্ভোগ-হইতে উৎপন্ন নহে। ইহা স্বভাব হইতেই উৎপন্ন হয়। (৩) লোকায়তিকগণের (চার্ব্বাকাদির) মতে এই জগৎ—'কাম-হেতুকম্'। ইহা স্ত্রী-পুরুষের কামরূপ প্রবাহ হইতেই উদ্ভূত। (৪) জৈনদিগের মতে কাম অর্থাৎ স্বেচ্ছাই এই জগতের হেতু। বেদাদি প্রমাণশাস্ত্র অস্বীকার করিয়া নিজ নিজ কল্পনারূপ যুক্তিবলে যিনি যেরূপ কল্পনা করিতে সমর্থ, তিনি জগতের কারণরূপে স্ব-প্রকৃতি অনুযায়ী সেইরূপ হেতু নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন।"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বীয় ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"আসুর-স্বভাব লোকগণই এই জগৎকে 'অসত্য', 'আশ্রয়হীন' ও 'অনীশ্বর' বলিয়া থাকে। তাহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, 'কার্য্য-কারণে'র পরস্পর সম্বন্ধ বিসৃষ্টির কারণ নয় অর্থাৎ কারণ-শূন্য কার্য্য সত্ত্বে আর ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা নাই ; যদি কেহ ঈশ্বর বলিয়া থাকেন, তিনি কামপরবশ হইয়া সৃষ্টি করিয়াছেন,—আমাদের উপাসনার যোগ্য ন'ন।"

আমরা বদ্ধ জীব, জগৎ আমাদের সম্মুখে বর্ত্তমান থাকিলেও ঈশ্বরের বর্ত্তমানতা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। এমন কি, জীব, জগৎ ও ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ আমাদের ইন্দ্রিয়জ বদ্ধ ধারণার নিকট সহজে অনুভূত হয় না। সে-কারণ আমাদের পরম স্নেহময়ী ও করুণাময়ী মাতৃস্বরূপা শ্রুতিই আমাদিগকে এই সকল তত্ত্বজ্ঞান দিতে পারেন। ঈশোপনিষৎ—শ্রুতিদেবী আমাদিগকে ঈশতত্ত্ব এবং ঈশাশ্রিত জীব ও জগতের তত্ত্বটি সুস্পষ্টভাবে জানাইতে গিয়া

আমাদিগকে অবিদ্যা-তমসাচ্ছন্ন সংসার-প্রবাহে নিমজ্জমান দেখিয়া সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগের উদ্ধারার্থ বা মঙ্গলার্থ বলিতেছেন যে, হে জীব! তুমি তোমার সম্মুখে বর্ত্তমান জগৎকে ভোগ্যরূপে দর্শন করিয়া জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিরূপ নানাবিধ ক্লেশের মধ্যে পতিত হইয়াছ এবং সেই সকলের উপশমের জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতেছ, কিন্তু তাহা দ্বারা বাস্তব মঙ্গল লাভ করিতে পারিবে না। তুমি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এই যে বিশ্ব দেখিতেছ, ইহা শ্রীভগবান্ নিজ শক্তি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং স্বয়ং জগদতিরিক্ত তত্ত্ব হইয়াও অচিন্ত্যশক্তিক্রমে ইহাতে ওতপ্রোতভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। তুমিও তাঁহার শক্তিনিঃসৃত তত্ত্ববিশেষ। তিনি পরমাত্মা—তোমার নিত্য সেব্য; আর তুমি তাঁহার নিত্যদাস। শ্রীভগবানের নিত্য-দাস্যই জীবের নিত্য ধর্ম্ম। কিন্তু জীব তটস্থা শক্তিপ্রসূত বলিয়া ভগবদ্বিমুখ হওয়ার যোগ্য। তুমি সেই ভগবদ্বিমুখতাক্রমে নিত্যদাস্য হারাইয়া শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি-সৃষ্ট এই মায়িক জগতে বিষয়ভোগে আবদ্ধ হইয়াছ, তাহারই ফলে অনাদিকাল হইতে ত্রিতাপজ্বালা ভোগ করিতেছ। শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

"জীবের 'স্বরূপ' হয় 'কৃষ্ণের' নিত্যদাস।
কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি' 'ভেদাভেদ-প্রকাশ'॥
কৃষ্ণভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১০৮, ১১৭)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়—

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃস্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।

তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥" (ভাঃ ১১।২।৩৭)

এমতাবস্থায় এ-স্থলে শ্রুতিমাতা বলিতেছেন যে, এই জগৎ তোমার ভোগ্য নহে, আর তুমি এই জগতের ভোক্তা নহ। তোমার নিত্যপ্রভু পরমেশ্বরই এই জগতের একমাত্র কর্ত্তা, নিয়ন্তা, পালয়িতা ও ভোক্তা। তুমি জগতের সমস্ত বস্তু তৎসম্বন্ধে দর্শন করিতে অভ্যাস করো। সকল বিষয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী পরমাত্মা পরমেশ্বরই একমাত্র সার বস্তু আর তদ্ভিন্ন সকলই অসার। জীব ভগবদ্বিমুখ হইলে তাহাদের সংশোধনের নিমিত্ত শ্রীভগবান্ মায়া দ্বারা এই সংসার কারাগার সৃষ্টি করেন। যতদিন জীব সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে সাধু-সঙ্গক্রমে নিজ স্বরূপের পরিচয় অবগত না হয়, ততদিন তাহার সংসার-দশা চলিতে থাকে।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—

"পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সেভাব উদয় ॥
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শূদ্র।
কভু সুখী, কভু দুঃখী, কভু কীট, ক্ষুদ্র ॥
এইরূপে সংসার ভ্রমিতে কোন জন।
সাধু-সঙ্গে নিজ তত্ত্ব অবগত হন ॥"

সাধুসঙ্গে নিজ তত্ত্ব অবগত হইলে তখন শ্রুতির বিচার-গ্রহণে সমর্থ হইয়া জীব বুঝিতে পারে যে, এই জগৎ তাহার নিত্য আবাসস্থান নহে। ইহা শ্রীভগবানের সত্তায় সত্তাবান্ ও শ্রীভগবান্ অন্তর্য্যামিরূপে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। জগতের সমস্ত বস্তুকে শ্রীহরি-

সম্বন্ধে দর্শন করিতে পারিলে এবং সমস্ত বস্তু দ্বারা শ্রীভগবানের পরিচর্য্যা করিতে থাকিলে জীবের ভোগবুদ্ধি দূরীভূত হয় এবং মায়ার বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে। হয় তো প্রশ্ন হইতে পারে, সকল বস্তু শ্রীভগবানের সেবায় নিয়োজিত হইলে নিজের জীবন-নির্ব্বাহ কি প্রকারে সাধিত হইবে? তদুত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন—'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' অর্থাৎ ত্যাগ-সহকারে অর্থাৎ যুক্তবৈরাগ্যাশ্রয়ে ভগবৎ-প্রদত্ত বস্তু শ্রীভগবানের সেবায় নিয়োজিত করো, তিনি প্রসাদরূপে তোমাকে যাহা দিবেন, তাহা দ্বারাই তোমার জীবন-নির্ব্বাহ অনায়াসে হইবে। তখন আর তোমার পরধন বলিয়া কিছু বিচারিত হইবে না, বা পরধনে লোভ হইবে না। তখন সকল ধনের অর্থাৎ সকল বিষয়ের মালিক একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ জানিয়া নিজকেও সেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস অবগত হইয়া সকল বস্তু শ্রীভগবানের সেবোপকরণজ্ঞানে তাঁহার সেবায় নিয়োগ করিতে পারিবে। তখন তোমার মায়িক বন্ধন বিদূরিত হওয়ায় সকল তাপ উপশমিত হইয়া তোমাকে নিত্যানন্দে নিমগ্ন রাখিবে।

শ্রীল রূপপাদও বলিয়াছেন—

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥"

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।১২৫)

শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

"আসক্তি-রহিত,　　　সম্বন্ধ-সহিত,
বিষয়সমূহ সকলই মাধব।"

শ্রীল প্রভুপাদ আরও লিখিয়াছেন—

"তোমার কনক, ভোগের জনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
উহার মালিক কেবল যাদব॥"

শ্রুতির এই মন্ত্রের অনুরূপ উপদেশ শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমনুর স্তবেও পাই—

"আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বং যৎ কিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥" (ভাঃ ৮।১।১০)

অর্থাৎ এই লোকে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূতসমূহ ঈশ্বরের সত্তা ও চৈতন্য দ্বারা ব্যাপ্ত, সুতরাং তৎপ্রদত্ত বিষয়সমূহ ভোগ কর, কাহারও ধন আকাঙ্ক্ষা করিও না।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—

"জগত্যাং ত্রিভুবনে যৎকিঞ্চিজ্জগৎ স্থানং স্বীয়দেহেন্দ্রিয়াদিকমপি তৎ সর্ব্বং আত্মনো ভগবত এব আবাস্যং আবাসবিষয়ীভূতং কর্ম্মণি ণ্যৎ। সম্যগ্বাসার্হমিতি। তেনৈব স্বক্রীড়াস্পদত্বেন সৃষ্টত্বাদিতি ভাবঃ। অতস্তত্র তত্র স্থানে ভগবন্মন্দিরং তদর্চ্চাঞ্চ সংস্থাপ্য তদনুজ্ঞাং সংগৃহ্যৈব স্ববাসগৃহং ততো নিকৃষ্টমেব সেবকবুদ্ধ্যা নির্ম্মীয়তাং ন তু তত্র স্বস্যৈব সত্ত্বমারোপ্য তন্মন্দিরমনির্ম্মায়ৈবেত্যাদিকো ধ্বনিঃ। এবং বহুধনসম্ভাবেঽপি তেন পরমেশ্বরেণ যত্ত্যক্তং কর্ম্মকারেভ্যো বেতনমিব যদ্দত্তং ধনং তেনৈব ভুঞ্জীথাঃ ভোগান্ ভুঙ্ক্ষ্ব, মা গৃধঃ অধিকমদত্তং বা মাভিকাঙ্ক্ষীঃ তৎসেবায়াং তদ্ভক্তসেবায়াঞ্চ বহুধনং পর্য্যাপ্তীকৃত্য

তচ্ছেষেণৈব পাত্রমিত্রকলত্রাদীনাং স্বস্য চোদরভরণং কুর্ব্বিতি ভাবঃ। নমু তে পুত্রকলত্রাদয়ো নাত্র ব্যবস্থায়াং সংমন্যেরংস্তত্র সতর্জ্জনমাহ, স্বিৎ প্রশ্নে,—অরে কস্য ধনং স্বগৃহে স্থিতমপি ধনং পরমেশ্বরং বিনা কস্য ন কস্যাপীত্যর্থঃ। "যাবদ্ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ সত্বং হি দেহিনাম্। অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি" ইতি নারদোক্তেঃ; যদ্বা কস্যচিদন্যস্যাপি ধনং মা গৃধঃ। তথা চ শ্রুতিঃ— "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্" ইতি যথাশ্লোকমেব ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত যেরূপ বেদান্তসূত্রের অকৃত্রিম-ভাষ্য সেইরূপ উপনিষন্মন্ত্রার্থও শ্রীভাগবত-শ্লোকে ব্যক্ত। ইহাই এখানে দৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং গরুড়পুরাণে যে কথিত আছে—"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং......বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ ॥" অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, মহাভারতের তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক, গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ এবং সমস্তবেদের তাৎপর্য্য দ্বারা সম্বর্দ্ধিত। তাহা সর্ব্বত্র অনুসন্ধেয় অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের আনুগত্যে সমস্ত শাস্ত্রার্থ বোদ্ধব্য ॥ ১ ॥

শ্রুতিঃ—কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে ॥২॥

অন্বয়ানুবাদ—কর্ম্মাণি (ভগবৎপূজাত্মকানি অসংকল্পিতফলানি বর্ণাশ্রমবিহিতানি) কুর্ব্বন্ (অনুষ্ঠান করিয়া) ইহ (ইহলোকে) শতং সমাঃ (শত বৎসর অর্থাৎ জীব-নির্দ্দিষ্ট পরমায়ুঃ শতবর্ষ পর্য্যন্ত) জিজীবিষেৎ (জীবন ধারণের ইচ্ছা করিবে অর্থাৎ তুমি পুরুষমাত্রের নির্দ্দিষ্ট শতবর্ষ আয়ুষ্কাল বাঁচিয়া থাকিয়া চিত্তশুদ্ধির জন্য ভগবৎ-পরিচর্য্যাত্মক বর্ণাশ্রমাচারবিহিত নিষ্কাম কর্ম্ম করিবে)। এবং ত্বয়ি (তুমি জীবনব্যাপী এইরূপ কর্ম্ম করিলে) নরে অন্য নরও জীবন

ধারণ করিয়া এইরূপ কর্ম্ম করিতে থাকিলে) ইতঃ (এই ভক্তিমূলক কর্ম্মাচরণ-ভিন্ন) অন্যথা (অন্য কর্ম্মাচরণে অর্থাৎ নিষ্কাম ভগবৎ-পরিচর্য্যা ব্যতীত কর্ম্মাচরণে) ন অস্তি (কল্যাণ নাই) (যেহেতু) কর্ম্ম ন লিপ্যতে (এতাদৃশ হরিভজনপর কর্ম্ম করিলে আর বহির্ম্মুখ-কর্ম্ম লিপ্ত করিতে পারে না, অর্থাৎ বন্ধনের কারণ হয় না) ॥২॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত বেদার্কদীধিতিঃ—ইহ জগতি এবং প্রকারেণ কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ শতং সমাঃ জিজীবিষেৎ ত্বয়ি নরে এবং জীবতি সতি কর্ম্ম ন লিপ্যতে। ইতঃ অন্যথা নাস্তি ॥২॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত অনুবাদ—এই জগতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করুক। এরূপে জীবিত থাকিলেও তুমি কর্ম্মে লিপ্ত হইবে না, ইহার অন্যথা নাই ॥২॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত ভাবার্থ—সর্ব্বত্র পরমাত্ম-সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে কেবল আত্মানুষ্ঠানই হইয়া থাকে। অতএব শত শত বৎসর জীবিত থাকিলেও জীবকে দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে কর্ম্ম অবশ্যই অনুষ্ঠেয়, নতুবা জীবন সদ্যই বিনষ্ট হয় অথবা সুন্দর নির্ব্বাহিত হয় না। যদি পরমাত্মানুশীলনরূপ সংসার পত্তন করা যায়, তবে তৎসম্বন্ধীয় কোন কর্ম্মই কর্ম্মস্বরূপে লক্ষিত হইবে না। জ্ঞান বা ভক্তিরূপে লক্ষিত হইবে। পরমাত্ম-জ্ঞান-কার্য্য—সমস্তই ভক্তি। অতএব নারদ বলিয়াছেন,—

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুত্তমা ॥২॥ (শ্রীনারদপঞ্চরাত্রম্)

শ্রীমদ্বলদেব-ভাষ্যম্—ইদানীং চিত্তশুদ্ধ্যর্থং বিহিতমবশ্যমনুষ্ঠেয়মিত্যাহ,—কুর্ব্বন্নেবেতি। কর্ম্মাণ্যগ্নিহোত্রাদীনি নিষ্কামাণি কুর্ব্বন্নেবেহ লোকে শতং শতসংখ্যাকাঃ সমাঃ সংবৎসরান্ শতবর্ষপর্য্যন্তং জিজীবিষেং জীবিতুমিচ্ছেৎ। এবং ত্বয়ি জিজীবিষতি কর্ম্ম কুর্ব্বতি চ নরে ইতঃ এতস্মাৎ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মাণি কুর্ব্বতঃ প্রকারাদন্যথা প্রকারান্তরেণ মুক্তির্নাস্তি যদ্বা তল্লিপ্তত্বং নাস্তীতি ভাবঃ। তাদৃক্ কর্ম্ম তু ন লিপ্যতে ॥২॥

ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর চিত্তশুদ্ধির জন্য শাস্ত্রবিহিত অবশ্যানুষ্ঠেয় বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আচরণীয়, ইহাই বলিতেছেন—'কুর্ব্বন্নেবেহ ইত্যাদি' বাক্য দ্বারা, কর্ম্মাণি অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি নিষ্কাম কর্ম্মগুলি আচরণ করিয়া ইহলোকে শতসংখ্যক বর্ষপর্য্যন্ত বাঁচিবার ইচ্ছা করিবে। এইরূপে জীবন-ধারণের ইচ্ছা লইয়া মনুষ্য কর্ম্ম করিতে থাকিলে অন্য কোন —এই অগ্নিহোত্রাদি-কর্ম্মানুষ্ঠায়ীর প্রকার হইতে অন্য প্রকার দ্বারা মুক্তি লভ্য হয় না অথবা ঐরূপ কর্ম্মানুষ্ঠায়ী ব্যক্তির কর্ম্মবন্ধন হয় না, —ইহাই অভিপ্রায়। ঐপ্রকার কর্ম্ম কর্ত্তায় লিপ্ত হয় না ॥২॥

শ্রীমাধ্বভাষ্যম্—অকুর্ব্বতঃ কর্ম্ম ন লিপ্যতে ইতি নাস্তি। "অজ্ঞস্য কর্ম্ম লিপ্যতে কৃষ্ণোপাস্তিমকুর্ব্বতঃ। জ্ঞানিনোঽপি যতো হ্রাস আনন্দস্য ভবেদ্ধ্রুবম্। অতোঽলেপেঽপি লেপঃ স্যাদতঃ কার্য্যৈব সা সদা" ইতি নারদীয়ে ॥২॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বশ্রুতিতে সমগ্র জগৎ পরমেশ্বর কর্তৃক ব্যাপ্ত এবং জগতের সমুদয় বস্তু ভগবৎ-সম্বন্ধেই দর্শন করা কর্ত্তব্য—ইহা উপদিষ্ট হইলেও বহির্ম্মুখ জীবের চিত্তমালিন্য হেতু তদ্গ্রহণে অসামর্থ্য হওয়ায় বর্ত্তমান শ্রুতি উপদেশ করিতেছেন যে, হে জীব! তুমি চিত্তশুদ্ধির জন্য আপাততঃ শাস্ত্রবিহিত শ্রীহরি-সেবানুকূল বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন-

পূর্ব্বক জীবন যাপন করিতে অভ্যস্ত হও। এইরূপে শত বৎসর বাঁচিয়া থাকিলেও তোমাকে কর্ম্মকাণ্ডে লিপ্ত হইতে হইবে না। অধিকন্তু শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধিক্রমে অনন্য ভক্তিতে অধিকারী হইয়া আসক্তিরহিত সম্বন্ধসহিত শ্রীকৃষ্ণানুশীলন করিতে করিতে কৃষ্ণসেবাসুখতাৎপর্য্য-বিশিষ্ট হইয়া কেবল হরিসেবাময় জীবন যাপন করিতে পারিবে এবং জীবনান্তে হরিলোকে নিত্যসেবা প্রাপ্ত হইবে।

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রেও পাওয়া যায়,—

"স্ববর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরা ভবেদিতি॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে দেবর্ষি শ্রীনারদের বাক্যেও পাই,—

"এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতিহেতবঃ।
ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে॥
যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম ভগবৎ-পরিতোষণম্।
জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্॥
কুর্ব্বাণা যত্র কর্ম্মাণি ভগবচ্ছিক্ষয়াঽসকৃৎ।
গৃণন্তি গুণনামানি কৃষ্ণস্যানুস্মরন্তি চ॥" (ভাঃ ১৷৫৷৩৪-৩৬) ॥২॥

শ্রুতিঃ—অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥৩॥

অন্বয়ানুবাদ—যাহারা শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করে না অথবা অন্য প্রকার কর্ম্ম করে তাহাদের মৃত্যুর পর কি গতি হয়? তাহাই বলিতেছেন—আত্মস্বরূপ না জানিয়া যাহারা কর্ম্ম করে তাহারা আত্ম-

ঘাতী। যে কে চ (যে কেহ) আত্মহনো জনাঃ (আত্মঘাতী লোক অর্থাৎ ঈশ্বরসেবায় বিমুখ, ভোগলালসায় মত্ত তাহারা) প্রেত্য (মৃত্যুর পর) তান্ (সেই সব লোকে) অভিগচ্ছন্তি (গমন করে), কিরূপ লোকে ? অন্ধেন তমসা (ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে) আবৃতাঃ (আচ্ছাদিত, পূর্ণ) অসূর্য্যা নাম লোকাঃ (অসুরের প্রাপ্য অসুরভাবে-পূর্ণ অসূর্য্য-নামে প্রসিদ্ধ স্থানে গমন করে) ॥৩॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত বেদার্কদীধিতিঃ—অন্যথা কুর্ব্বন্ নরঃ আত্মহা ভবতি। যে কে আত্মহনঃ জনা তে প্রেত্য অন্ধেন তমসাবৃতান্ অসূর্য্যান্ লোকান্ গচ্ছন্তি ॥৩॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত অনুবাদ—যাহারা পরমাত্ম-সম্বন্ধ স্থাপন না করিয়া জগৎকে ভোগ করে, তাহারা আত্মহা অর্থাৎ আত্মঘাতী। তাহারা দেহ পরিত্যাগ করিয়া আসুরীভাবপ্রাপ্ত লোকসকল (যাহা অন্ধকারে আবৃত, তাহাই) প্রাপ্ত হয় ॥৩॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত ভাবার্থ—যাহারা ধর্ম্মোদ্দেশে কর্ম্ম করে না, বিরাগ-লাভোদ্দেশে ধর্ম্মাচরণ করে না এবং আত্মানুশীলনের জন্য বৈরাগ্যকে আশ্রয় করে না, তাহাদের সমস্ত কর্ম্ম, ধর্ম্ম, বিরাগ স্বার্থপর অর্থাৎ কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকারক হয়, আত্মানুশীলনের সহকারী নয়। অতএব তাঁহাদের জীবন মরণপ্রায়। ভাগবতে বলিয়াছেন,—

"ন যস্য কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ"।

যে জীবের এরূপ আচরণ, তাহার আত্মা জড়তায় বিনষ্টপ্রায় হইতে থাকে। তজ্জন্যই তাহাদিগকে 'আত্মঘাতী' বলা যায়। সেই আত্মঘাতী ব্যক্তিগণ ক্রমশঃ আসুর-ভাবকে লাভ করে; আত্মার স্বাভাবিক দৈব-ভাবকে ত্যাগ করে। অতএব সর্ব্বতোভাবে সংসারে পরমাত্ম-সম্বন্ধ স্থাপনপূর্ব্বক শরীর-চেষ্টারূপ কর্ম্ম আচরণ কর। নাম-মাত্র কর্ম্ম থাকিবে, স্বরূপতঃ তাহা ভগবৎপরিচর্য্যারূপে পরিণত হইবে ॥৩॥

শ্রীমদ্বলদেব-ভাষ্যম্—অথ কাম্যপরান্ নিন্দতি,—অসুর্য্যা ইতি। যে কে চ যে কেচিৎ জনাঃ আত্মানং ঘ্নন্তি সংসারৈঃ সম্বন্ধয়ন্তী-ত্যাত্মহনঃ তে প্রেত্য মৃত্বা তান্ লোকান্ অভিগচ্ছন্তি। লোকাঃ কথম্ভূতা ইত্যপেক্ষায়ামাহ,—অসুর্য্যা নাম ইত্যাদি। অসুর্য্যা অসুর-প্রাপ্যাঃ নাম তে লোকা অন্ধেন গাঢ়েন তমসা আবৃতাঃ সংবৃতা ইত্যর্থঃ। অবিদ্বাংসঃ কামপরাঃ আত্মহন্তারো জনাঃ মৃত্বা দুরন্ততমসা-বৃতমসুরলোকং গচ্ছন্তীতি ভাবঃ ॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর শ্রুতি কাম্য যাগযজ্ঞাদিপরায়ণ ব্যক্তিদিগকে নিন্দা করিতেছেন—'অসুর্য্যা ইত্যাদি' দ্বারা। যে কেচিৎ—যে কেহ পণ্ডিত হউক, মূর্খ হউক, উত্তমবর্ণ হউক, নীচজাতি হউক, সকলেই আত্মাকে সংসারে আবদ্ধ করে এজন্য আত্মঘাতী তাহারা, মৃত্যুর পর, সেইসব লোকে গমন করে। কি প্রকার লোকে? এই প্রশ্নে বলিতেছেন—অসুর্য্যা নাম ইত্যাদি। অসুর্য্য—অসুরদিগের—আসুরভাবাপন্নদিগের প্রাপ্য—গন্তব্য,—'নাম তে লোকাঃ' অসুর্য্য নামে প্রসিদ্ধ সেই সব লোকে, যাহা 'অন্ধেন' গাঢ়—দুর্ভেদ্য, তমসা—অজ্ঞানান্ধকারে, আবৃতাঃ—সংবৃত অর্থাৎ ঢাকা। ভাবার্থ এই,—যাহারা আত্মজ্ঞানী নহে, কেবল কাম্য-কর্ম্মেই লিপ্ত, তাহার ফলে তাহারা পুনঃপুনঃ আত্মাকে সংসারে বদ্ধ

করিতেছে, সেই সকল আত্মঘাতী লোক মৃত্যুর পর দুরন্ত দুর্ভেদ্য অসীম অজ্ঞানান্ধকারময় অসুরলোকে গমন করে ॥৩॥

শ্রীমাধ্বভাষ্যম্—সুষ্ঠুরমণবিরুদ্ধত্বাদসুরাণাং প্রাপ্যত্বাচ্চাসুর্য্যাঃ। ন চ রমন্ত্যহোঽসদুপাসনয়াত্মহন ইত্যুক্তত্বাৎ। "মহাদুঃখৈকহেতুত্বাৎ প্রাপ্যত্বাদসুরৈস্তথা। অসুর্য্যা নাম তে লোকাস্তান্ যান্তি বিমুখা হরৌ" ইতি চ বামনে। যে কে চেতি নিয়ম উক্তঃ। "নিয়মেন তমো যান্তি সর্ব্বেঽপি বিমুখা হরৌ" ইতি চ ॥৩॥

তত্ত্বকণা—অতঃপর শ্রুতি কাম্যকর্ম্মপরায়ণ ভোগী মানবগণের গতি বর্ণন করিতেছেন। যাঁহারা সুদুর্ল্লভ মানব জন্ম লাভ করিয়াও সাধু-শাস্ত্রের উপদেশ মত হরিভজনে রত হন না, শ্রীকৃষ্ণসেবা-বিমুখ হইয়া কেবলমাত্র পার্থিব শরীরে ভোগসাধনে ব্যস্ত; তাঁহারা নিজ স্বরূপভ্রমে পতিত হইয়া দেহাত্ম-অভিমান-বিশিষ্ট হয় এবং শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্মবাদে আকৃষ্ট হইয়া কাম্যকর্ম্ম-সমুদয়ে রত হইয়া পড়ে।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—হরিভজনবিহীন ব্যক্তিই প্রকৃত আত্মঘাতী।

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥ (ভাঃ ১১।২০।১৭)

অর্থাৎ যিনি সর্ব্বফলমূলীভূত, সুদুর্ল্লভ, পটুতর, গুরুরূপ কর্ণধার-যুক্ত এবং মৎস্বরূপ অনুকূল বায়ুদ্বারা পরিচালিত এই মানবদেহরূপ নৌকা ভাগ্যক্রমে সুলভে প্রাপ্ত হইয়াও সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হন না, তিনি বস্তুতঃই আত্মঘাতী।

এই শ্লোকের বিবৃতিতে শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—"মানব শরীরই মানবগণের নিজমঙ্গল লাভের একমাত্র উপায়। বহুজন্মের পর ইহার লাভ ঘটে। ভগবদনুশীলননিপুণ শ্রীগুরুদেব কর্ণধারের কার্য্য করেন। ভগবৎ-কৃপারূপ অনুকূলবায়ু নরদেহরূপ নৌকাকে পরিচালনা করিয়া এই ভবসংসার-ভোগ হইতে পরপারে লইয়া যায়। যিনি সেই নরদেহকে নৌকা জানিতে পারেন না, গুরুদেবকে স্বীয় কর্ণধার বুঝিতে পারেন না এবং ভগবৎ-কৃপাকেই অনুকূল বায়ুরূপ মঙ্গল বা প্রয়োজন-সাধক বলিয়া জানিতে পারেন না, তিনি নিজের নিত্যমঙ্গল বিনাশ পূর্ব্বক আত্মঘাতী হন।"

যাহারা এইরূপ ভবাব্ধিতরণেচ্ছারহিত বলিয়া আত্মঘাতী তাহারা মৃত্যুর পর অসুর্য্য নামক অসুরের প্রাপ্য প্রসিদ্ধ প্রকাশশূন্য অজ্ঞান-তিমিরাবৃত লোকসমূহে গমন করিয়া থাকে।

এস্থলে—'অসুর্য্যা' পাঠান্তরে অসূর্য্যাঃ অর্থাৎ সূর্য্যরহিত, জ্যোতির্বিহীন।

কাম্যকর্ম্মের ফল যে নিন্দনীয়, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"আদ্যন্তবন্ত এবৈষাং লোকাঃ কর্ম্মবিনির্ম্মিতাঃ।
দুঃখোদর্কাস্তমোনিষ্ঠাঃ ক্ষুদ্রা মন্দাঃ শুচার্পিতা॥"
(ভাঃ ১১।১৪।১১) ॥৩॥

শ্রুতিঃ—অনেজদেকং মনসো জবীয়ো
নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ
তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥৪॥

অন্বয়ানুবাদ—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম-বিজ্ঞানই মুক্তির পথ, কিন্তু সেই ব্রহ্ম কি প্রকার? সেই প্রশ্নের উত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন—(পরব্রহ্ম পরমেশ্বর) অনেজৎ (কম্পনরহিত অর্থাৎ স্থির স্বভাব অথবা ভয়লেশ শূন্য) একম্ (তিনি এক, তাঁহার তুল্য কেহ নাই, তাঁহা হইতে উত্তমও কেহ নাই) মনসঃ (মন হইতেও) জবীয়ঃ (অধিক বেগশালী—অর্থাৎ মনের অপ্রাপ্য) দেবাঃ (ইন্দ্রিয়বর্গ অথবা ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ) পূর্ব্বম্ (পূর্ব্বেই) অর্ষৎ (গত অর্থাৎ দেবতাদিগেরও অজ্ঞেয়) এনৎ (এই ব্রহ্মকে) ন আপ্নুবন্ (প্রাপ্ত হন নাই) যেহেতু তিনি মন হইতেও দ্রুতগামী অর্থাৎ মনের অগম্য, এজন্য তাঁহার অনুসরণ করিতে কেহই পারে নাই) কিন্তু তদ্ (সেই ব্রহ্ম) তিষ্ঠৎ (নিজ স্থানে স্থিত হইলেও) ধাবতঃ (দ্রুতগামী) অন্যান্ (অপর ইন্দ্রিয়াদিকে) অত্যেতি (অতিক্রম করিয়া থাকেন কারণ তাঁহার শক্তি অচিন্ত্যনীয়) তিষ্ঠতি (তিনি স্থিতিলাভ করেন) তস্মিন্ (সেই ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত) মাতরিশ্বা (বায়ু, যিনি অন্তরীক্ষগামী ক্রিয়াত্মক) অপঃ (প্রাণিগণের চেষ্টাস্বরূপ ক্রিয়া-সমুদয়) দধাতি (ধারণ করেন অর্থাৎ নির্ব্বাহ করেন); অথবা এইরূপ অর্থও গ্রহণীয়—বায়ু যাঁহার উপর সমস্ত কর্ম্মের নির্ভর করেন তিনিই ব্রহ্ম ॥৪॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত বেদার্কদীধিতিঃ—অনেজৎ ন এজৎ এজ্ কম্পনে নিশ্চলং ইতি অর্থঃ। তৎ আত্মতত্ত্বং নিশ্চলং একং মনসঃ জবীয়ঃ দেবা ইন্দ্রিয়াণি তৎ ন আপ্নুবন্ প্রাপ্তবন্তঃ। যতঃ পূর্ব্বমর্ষৎ পূর্ব্বমেব গতং তৎ ধাবতঃ দ্রুতং গচ্ছতঃ অন্যান্ মনঃ প্রভৃতীন্ অত্যেতি অতিক্রামতি। তৎ তিষ্ঠৎ, তস্মিন্ আত্মনি মাতরিশ্বা বায়ুঃ অপঃ কর্ম্মাণি দধাতি ধারয়তি ॥৪॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত অনুবাদ—পরমাত্মতত্ত্ব নিশ্চল, এক

এবং মন অপেক্ষা বেগবান্। ইন্দ্রিয়সকল তাঁহাকে ধরিতে পারে না ; যেহেতু আত্মা ইন্দ্রিয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী। মনঃপ্রভৃতি ধাবমান হইলে আত্মা তাহাদিগকে অতিক্রম করেন। আত্মা নিশ্চল থাকিলে বায়ু তাহাতে কর্ম্ম বিধান করে ॥৪॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত ভাবার্থ—'আত্মন্' শব্দে আত্ম-জাতীয় বস্তুমাত্রকে বুঝায়। অতএব 'আত্মা' বলিলে জীব ও পরমাত্মা উভয়কে বুঝিতে হয়। পরমাত্মা—বিভুচৈতন্য। জীব—অণুচৈতন্য। এরূপ বিভাগ নিত্য হইলেও তদুভয়ের ধর্ম্মের ঐক্য আছে। বেদ-বাক্যে অনেকস্থলে 'আত্মা' শব্দে জীব ও অন্যান্যস্থলে 'আত্মা' শব্দে পরমাত্মা বুঝিতে হইবে। যেখানে যেরূপ সম্ভব, সেখানে সেইরূপ বুঝিতে হইবে। এস্থলে আত্মতত্ত্ব—উভয়ার্থক। জড়জগৎ ও লিঙ্গজগৎ হইতে চৈতন্যবস্তুর শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। স্থূল ও লিঙ্গ-জগতের মধ্যে মনই শীঘ্রগামী। তাহাও আত্মার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া পড়ে। জীবাত্মা নিশ্চল হইলেও তদ্‌গৃহীত মায়াশক্তি-পরিণামস্বরূপ বায়ু প্রাণরূপী হইয়া তাহার কার্য্য বিধান করে। পরমাত্মা নিশ্চল, কিন্তু তাঁহার আত্মগত ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া ক্রিয়াবতী হয় ॥৪॥

শ্রীমদ্‌বলদেব-ভাষ্যম্—ব্রহ্মবিজ্ঞানমেব মুক্তিসাধনমিত্যুক্তম্। তদ্-ব্রহ্ম কিংবিধমিত্যত আহ,—অনেজদিতি। ত্রিষ্টুপ্ছন্দস্কেয়মৃক্। অনেজদকম্পনমচলদভয়মিতি বা একং সমাধিকরহিতম্ যদ্বা সর্ব্বভূতেষু বিজ্ঞানঘনরূপেণৈকম্ মনসো জবীয়ঃ বেগবত্তরং তদপ্রাপ্যম্। দেবা ইন্দ্রিয়াণি ব্রহ্মাদ্যা বা এনৎ এতৎ ব্রহ্ম ন আপ্নুবন্ গোচরীকুর্ব্বন্তি তত্র হেতুঃ পূর্ব্বমর্ষদিত্যাদি। পূর্ব্বমর্ষৎ পূর্ব্বমেব গতং জবনাত্মনসোঽপি।

কিঞ্চ লোকবিলক্ষণং লক্ষণান্তরমাহ,—তিষ্ঠদিতি। তিষ্ঠতীতি তিষ্ঠৎ স্বস্থানে স্থিতমপি সর্ব্বগতত্বাৎ ধাবতঃ দ্রুতং গচ্ছতঃ অন্যান্ মন-আদীন্ অত্যেতি অতিক্রম্য তিষ্ঠতি অচিন্ত্যশক্তিত্বাদিত্যর্থঃ। কিঞ্চ মাতরিশ্বা বায়ুঃ ক্রিয়াত্মকঃ অপঃ কর্ম্মাণি প্রাণিনাং চেষ্টালক্ষণাণি দধাতি ধারয়তি যদ্বা মাতরিশ্বা যস্মিন্ সর্ব্বকর্ম্মাণি স্থাপয়তীতি ॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ—ইতঃপূর্ব্বে 'অসূর্য্যা নাম তে লোকা' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্রহ্মবিদ্‌ভিন্নের অসূর্য্যলোকে গমন বলিয়া কাম্যকর্ম্মের নিন্দা-মুখে ব্রহ্মবিদ্যার প্রশংসা করা হইয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারই মুক্তির পথ ; কিন্তু সেই ব্রহ্ম কি প্রকার ? কি লক্ষণবিশিষ্ট ? কিরূপে ধ্যেয় ? তাহা বলা হয় নাই, সেজন্য এই মন্ত্রে ব্রহ্মস্বরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন—অনেজদিত্যাদি এই মন্ত্রটি ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে নিবদ্ধ, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের নিয়ম প্রতিপাদে এগারটি করিয়া অক্ষর থাকিবে এবং চারি-পাদে সঙ্কলিত চুয়াল্লিশটি অক্ষর বিরাজ করিবে। অনেজৎ-শব্দের অর্থ—কম্পন বা চলন, উহা ভয়েও হয় এবং কায়িক-চেষ্টায়ও হয় তন্মধ্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত শরীরাভাবে জড় কায়িক চেষ্টা নাই, এবং ভয়ের কারণ জন্ম-মৃত্যু-জরাব্যাধি, তাহা নাই, অথবা সমবল বা অধিকবল প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিলে তাহা হইতে ভয় হইতে পারে কিন্তু ব্রহ্মে তাহার সম্ভাবনা নাই ; এজন্য তিনি নির্ভয়। একং—অদ্বিতীয় বা অসমোর্দ্ধ অর্থাৎ তাঁহার সম বা অধিক কেহ নাই অথবা দেহাদি বিভিন্ন হইলেও সকল প্রাণীর মধ্যে বিজ্ঞানঘনরূপে তিনি এক, মনসো জবীয়ঃ—মন সকল বেগবান্ বস্তু হইতে দ্রুতগামী, কিন্তু ব্রহ্ম সেই মন হইতেও অধিক দ্রুতগামী, কারণ মন যেখানে পহুঁছায় না তথায়ও তিনি পূর্ব্ব হইতে অবস্থিত। অতএব তিনি মনের অগম্য। দেবাঃ—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ অথবা ব্রহ্মা প্রভৃতি

দেবগণ, এনৎ—এই ব্রহ্মকে, ন আপ্নুবন্—প্রাপ্ত হন নাই অর্থাৎ তাঁহাকে জানিতে পারেন নাই। তাহার কারণ তিনি পূর্ব্বম্ অর্ষৎ—পূর্ব্বে—তাঁহাদের জন্মিবার পূর্ব্বে গিয়াছেন—স্থিতিলাভ করিয়াছেন, ইহাতে কালহিসাবেও তিনি অপরিচ্ছিন্ন। আর এক কথা—তাঁহাতে লোকবিলক্ষণ কতকগুলি বিরুদ্ধ ধর্ম্ম আছে, যথা তিষ্ঠৎ—স্বস্থানে—স্ব-স্বরূপে স্থিতিমান্ হইলেও দ্রুতগামী মন প্রভৃতিকেও অতিক্রম করিয়া থাকেন, কারণ তিনি সর্ব্বগত, মন প্রভৃতি যে স্থানে গমন করিবে তথায় তিনি পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান, তিনি অচিন্ত্যনীয় শক্তিমান্ এজন্য সর্ব্বাতিগ। আর একটি তাঁহার অনন্য সাধারণ শক্তি এই যে, আকাশ-চারী বায়ু যাহা ক্রিয়াময়, সেই প্রাণাদি বায়ু যে শরীরের চেষ্টা সম্পাদন করিতেছে সেই বায়ু যাহাতে সকল কর্ম্ম নির্ভর করিতেছে অর্থাৎ যাঁহার শক্তিতে বায়ুর প্রাণণাদিচেষ্টা তিনিই ব্রহ্ম ॥৪॥

শ্রীমাধ্বভাষ্যম্—"অনেজন্নির্ভয়ত্বাত্তদেকং প্রাধান্যতস্তথা। সম্যগ্‌ জ্ঞাতুমশক্যত্বাদগম্যং তৎ সুরৈরপি॥ স্বয়ং তু সর্ব্বানগমৎ পূর্ব্বমেব স্বভাবতঃ। অচিন্ত্যশক্তিতশ্চৈব সর্ব্বগত্বাচ্চ তৎ পরম্॥ দ্রবতোঽন্যোতি সংতিষ্ঠংস্তস্মিন্ কর্ম্মাণ্যধান্মরুৎ। মরুত্যেব যতশ্চেষ্টা সর্ব্বাস্তাং হরয়েঽ-র্পয়েৎ" ইতি ব্রহ্মাণ্ডে। ঋষ জ্ঞানে ॥৪॥

তত্ত্বকণা—উপোদ্‌ঘাতসঙ্গতি-অনুসারে পরব্রহ্মের স্বরূপ-জ্ঞান আবশ্যক। এজন্য এক্ষণে সেই পরতত্ত্বের লক্ষণ বলিতেছেন, কথাটি এই—ব্রহ্ম-বিজ্ঞান মুক্তির সাধন; ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এবং তাহার সমর্থনকল্পে পূর্ব্ব শ্রুতিতে ব্যতিরেকমুখে কাম্যকর্ম্মানুষ্ঠানকে বন্ধনের কারণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কাম্যকর্ম্মের হেয়ত্ব এবং ব্রহ্মবিজ্ঞানের উপাদেয়ত্ব প্রতিপাদন করা হইলেও কিন্তু প্রকৃত বস্তুর সিদ্ধির

নিমিত্ত যেরূপ চিন্তা বা তত্ত্বালোচনা অপেক্ষিত, তাহা থাকিয়া যায়, সেই চিন্তার নাম উপোদ্‌ঘাতসঙ্গতি ; তদনুসারে বর্ত্তমান শ্রুতি সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতেছেন।

যাহা 'অনেজৎ' অর্থাৎ নিকম্প, নিশ্চল বা নির্ভয় তাহাই ব্রহ্ম। প্রকৃতি বা জীব ইহারা ব্রহ্ম নহে, কারণ প্রকৃতি স্থির অর্থাৎ অবিকার স্বভাব নহে, জীবও ভয়রহিত নহে কিন্তু ব্রহ্মের বিকারও নাই, ভয়ও নাই। দেহাদি উপাধি-ভেদে জীব ভিন্ন, অনেকরূপে প্রতীয়মান কিন্তু ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দঘনরূপে সকল প্রাণীর মধ্যে এক। তদ্‌ভিন্ন জীবের সম অর্থাৎ সজাতীয় ভেদ ও তদধিক উৎকর্ষ বা ন্যূন থাকায় বিজাতীয় ভেদ অর্থাৎ ঘটপটাদি অচেতন বস্তু সমূহ হইতে ভেদ আছে। কিন্তু ব্রহ্মের তাহা নাই, তিনি সর্ব্বাধিক ; সকল জীব ও জড় হইতে গুণে ও স্বরূপে অদ্বিতীয়, অসমোর্দ্ধতত্ত্ব।

আর একটি বিলক্ষণ ধর্ম্ম এই—মন সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী এজন্য মন সমস্তকেই অধিকার করে কিন্তু ব্রহ্মকে সে অধিকার করিতে পারে না অতএব মন হইতেও ব্রহ্ম দ্রুতগামী। অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ কিংবা ব্রহ্মাদি দেবগণের গোচর অনেকেই হইতে পারে কিন্তু শ্রীভগবান্ তাহাদেরও অগোচর, তাহার কারণ তিনি পূর্ব্ব হইতে স্থিত সুতরাং তাঁহার পরবর্ত্তী ব্রহ্মাদি অথবা তাহার কার্য্য—ইন্দ্রিয়াদি তাঁহাকে কি প্রকারে জানিতে পারিবে ?

আরও একটি বিলক্ষণধর্ম্ম ব্রহ্মে আছে যে, তাঁহাতে সমস্ত বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ রহিয়াছে। যেমন তিনি স্থির স্বভাব হইয়াও দ্রুতগামী মন প্রভৃতিকেও অতিক্রম করিয়া অবস্থিত। সুতরাং যে-স্থানে তিনি অবস্থিত তথায় মন প্রভৃতির গতি রুদ্ধ, অতএব তিনি

অতিদ্রুতগামী। অচিন্ত্যনীয় শক্তিবলে তাঁহাতে এই বিরুদ্ধধর্ম্ম সকলই সম্ভব।

বায়ু স্বভাবতঃ ক্রিয়াত্মক, বাহ্য বায়ুর যে ক্রিয়া দ্বারা প্রাণিগণের স্পন্দনাদি হইয়া থাকে, সেই ক্রিয়া এবং আন্তর বায়ু—প্রাণ-প্রভৃতির প্রাণণাদি ক্রিয়া যাঁহার অধীন, তিনিই ব্রহ্ম, এইরূপে ব্রহ্মস্বরূপ চিন্তনীয়।

শ্রীভগবৎস্বরূপ-সম্বন্ধে শ্রীভাগবতেও পাই,—

"নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপমানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি॥"
(ভাঃ ৩।৯।৩)

আরও পাই,—

"যতোঽপ্রাপ্য ন্যবর্ত্তন্ত বাচশ্চ মনসা সহ।
অহঞ্চান্য ইমে দেবাস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ॥"
(ভাঃ ৩।৬।৪০) ॥ ৪ ॥

শ্রুতিঃ—তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥৫॥

অন্বয়ানুবাদ—বিরুদ্ধধর্ম্মগুলির সত্তা পরব্রহ্মে দেখাইতেছেন—তদ্ (সেই আত্মতত্ত্ব) এজতি (চলন-স্বভাব অর্থাৎ গতিশীল) আবার তদ্ (সেই ব্রহ্ম) ন এজতি (স্ব-স্বরূপে চলন-স্বভাব নহেন, স্থির) তদ্ (সেই ব্রহ্ম) দূরে (অতিদূর দেশে বর্ত্তমান, যেহেতু অজ্ঞ ব্যক্তিদের তাহা অপ্রাপ্য) উ (আবার) তদ্ (সেই ব্রহ্ম)

অন্তিকে (যেন কত নিকটে, কারণ বিজ্ঞদিগের হৃদয়ে তিনি প্রকাশমান) তৎ (তিনি) অস্য (এই পরিদৃশ্যমান) সর্ব্বস্য (সমস্ত জগতের) অন্তঃ (অভ্যন্তরে স্থিত) তৎ উ (আবার তিনিই) অস্য সর্ব্বস্য বাহ্যতঃ—এই সকল বস্তুর বাহিরে, আকাশের মত ব্যাপিয়া আবরণ হইয়া আছেন ॥৫॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত বেদার্কদীধিতিঃ—তদেজতি তৎ আত্মতত্ত্বং এজতি চলতি। তন্নৈজতি। তদ্দূরে বর্ত্ততে। তদ্বন্তিকে বর্ত্ততে। তৎ অন্তরস্য সর্ব্বস্য। তদু তৎ অস্য বিশ্বস্য সর্ব্বস্য বাহ্যতঃ তিষ্ঠতি ॥৫॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত অনুবাদ—সেই আত্মতত্ত্ব চল ও অচল। দূরে ও নিকটে, বিশ্বের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান ॥৫॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত ভাবার্থ—যেমত, জড়বস্তু-মাত্রে একটি জড়-শক্তি লক্ষিত হয়, তদ্রূপ আত্মবস্তু-মাত্রেই একটি আত্মশক্তি বলিয়া শক্তি আছে। সেই শক্তিক্রমে জড়সম্বন্ধীয় বিরুদ্ধধর্ম্মসকল আত্মতত্ত্বে সামঞ্জস্য লাভ করে। সচলত্ব ও অচলত্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম, দূরত্ব ও নিকটত্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম এবং আন্তরবাহ্যরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম, জড়ে কোন বস্তুর সম্বন্ধে যুগপৎ থাকা সম্ভব না হইলেও আত্মাতে তদ্গত অচিন্ত্যশক্তি-নিবন্ধন তাহা সম্ভব ॥৫॥

শ্রীমদ্‌বলদেব-ভাষ্যম্—রহস্যং সকৃদুক্তং ন চিত্তমারোহতীতি পূর্ব্ব-মন্ত্রোক্তমপি পুনর্বদতি,—তদিতি অনুষ্টুপ্। তৎ প্রকৃতমাত্মতত্ত্বম্ এজতি চলতি তদেব ন এজতি চ স্বতো নৈব চলতি অচলমেব সৎ মূঢ়দৃষ্ট্যা চলতীবেত্যর্থঃ যদ্বা নৈজতি নৈজয়তি সদাচারান্ 'পরিত্রাণায় সাধুনাম'

ইত্যুক্তেঃ। কিঞ্চ তদ্দূরে দূরদেশেঽস্তি বর্ষকোটিশতৈরপি অবিদুষাম-প্রাপ্যত্বাৎ দূরে ইবেত্যর্থঃ। তদ্বন্তিকে তদু অন্তিকে বিদুষাং হৃত্ত্ববভাসমানত্বাদন্তিক ইবাত্যন্তং সমীপ ইব। ন কেবলং দূরেঽন্তিকে অস্তি কিন্তু অস্য সর্ব্বস্য নামরূপক্রিয়াত্মকস্য জগতোঽন্তরভ্যন্তরে তদেবাস্তি। অস্য সর্ব্বস্য বাহ্যতো বহিরপি তদু তদেবাস্তি আকাশবদ্ব্যাপকত্বাৎ ॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ—অতি দুরবগাহ সূক্ষ্ম বা রহস্য-তত্ত্ব একবার উপদেশ করিলে চিত্তের মধ্যে দৃঢ় হইয়া স্থিতিলাভ করে না অর্থাৎ হৃদয়ঙ্গম হয় না, এজন্য 'অনেজৎ' ইত্যাদি মন্ত্রে বর্ণিত হইলেও সেই আত্মতত্ত্ব আবার বলিতেছেন—'তদেজতি' ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা। ইহা প্রতি-পাদে অষ্টাক্ষরে নিবদ্ধ অনুষ্টুভ্ ছন্দে গ্রথিত। তৎ-শব্দের অর্থ—প্রক্রান্ত আত্মতত্ত্ব, এজতি—চলেন, 'ন এজতি' আবার চলেন না, স্বতঃ অচলই আছেন, মূর্খ দেখে যেন তিনি গমন করেন, এই অর্থ। অথবা তিনি 'ন এজতি ন এজয়তি' এই অন্তর্ভূত ণিচ্ প্রত্যয়ের অর্থ ধর্ত্তব্য, সদাচারকে যিনি চালিত করেন না, যেহেতু তিনি স্বমুখেই বলিয়াছেন—'পরিত্রাণায় সাধূনাম্' ইত্যাদি সদাচারী ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আমি যুগে যুগে অবতার গ্রহণ করি। আর এক কথা, তৎ—সেই ব্রহ্ম, দূরে অতি দূরদেশে আছেন, তাহার কারণ শতকোটিবর্ষেও অজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁহাকে পায় না, সুতরাং দূরে থাকিলে যেমন কোন বস্তু অপ্রাপ্য হয়, সেইপ্রকার তিনি দূরে—এই তাৎপর্য্য। তদ্বন্তিকে—তৎ উ—অন্তিকে আবার তিনি খুব নিকটে আছেন, ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তিদিগের হৃদয়মধ্যে যেহেতু প্রকাশমান হন, সেইজন্য যেন অন্তিকে—অত্যন্ত নিকটে আছেন, যিনি সর্ব্বগত তাঁহার আর দূর বা নিকট কি হইতে পারে? এজন্য যেন নিকটেই আছেন বলা হইল। কেবল যে দূরে ও নিকটে তিনি আছেন তাহা নহে, কিন্তু তিনি এই

নামরূপে অভিব্যক্ত ক্রিয়াশীল জগতের অভ্যন্তরেও আছেন আবার সমস্ত বিশ্বের বাহিরেও আছেন যেহেতু তিনি আকাশের মত ব্যাপক। ভাবার্থ এই—যদি তিনি জগতের অভ্যন্তরে ও বাহিরে না থাকিতেন তবে জড়জগতের কোন ক্রিয়া হইত না ও নামরূপে অভিব্যক্তিও ঘটিত না, যেহেতু ক্রিয়ামাত্রই চেতন-কৃতিসাধ্য। অতএব তিনি সকল বস্তুর অভ্যন্তরে ও বাহিরে আছেন ॥৫॥

শ্রীমাধ্বভাষ্যম্——তদেজতি তত এব এজত্যন্যৎ। তৎ স্বয়ং অনেজতি। "ততো বিভেতি সর্ব্বোঽপি ন বিভেতি হরিঃ স্বয়ম্। সর্ব্বগত্বাৎ স দূরে চ বাহ্যেঽন্তশ্চ সমীপগ" ইতি তত্ত্বসংহিতায়াম্ ॥৫॥

তত্ত্বকণা—ভগবত্তত্ত্ব রহস্যময় সুতরাং অতিশয় দুরূহ, অতএব একবার উপদেশ করিলেই তাহা চিত্তে আরোহণ করে না অর্থাৎ হৃদয়ঙ্গম হয় না। সেজন্য বার বার সেই উপদেশ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্র বলেন—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"। সে কারণ পূর্ব্ব শ্রুতিমন্ত্রে ব্রহ্মতত্ত্ব বর্ণন করিয়াও পুনরায় বর্ণন করিতেছেন।

জড় জগতে কাহাতেও বিরুদ্ধধর্ম্মসমূহ একসঙ্গে থাকিতে পারে না। কিন্তু শ্রীভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্, সেইহেতু তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি-ক্রমে তাঁহাতে পরস্পর বিরোধিধর্ম্মসকল সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে। তিনি নিরাকার হইয়াও সাকার, নির্গুণ হইয়াও সগুণ, নিশ্চল হইয়াও চল, অপ্রাকৃত শ্রীহরির পক্ষে যুগপৎ সমস্তই একসঙ্গে থাকা সম্ভব। ইহাই ভগবত্তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য।

দামবন্ধন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ দেখাইয়াছেন,—যাঁহার অন্তর্বাহ্য নাই অর্থাৎ যিনি সর্ব্বব্যাপক, পূর্ব্ব-পশ্চাৎ কালের ব্যবধান যাঁহার নাই

অর্থাৎ যিনি সর্ব্বকালেই একই স্বরূপে নিত্য বর্ত্তমান, যিনি জগতের পূর্ব্ব ও অপর অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ, সর্ব্বব্যাপক বলিয়া যিনি জগতের অন্তর ও বাহ্য এবং কার্য্যকারণের অভেদবিচারে যিনি জগৎস্বরূপ সেই অব্যক্ত, ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অগোচর মনুষ্যাকৃতিবিশিষ্ট কৃষ্ণকে স্বপুত্র মনে করিয়া যশোদা দেবী সাধারণ বালকের ন্যায় তাঁহাকে রজ্জুদ্বারা উদূখলে বন্ধন করিয়াছিলেন। (ভাঃ ১০।৯।১৩-১৪)।

শ্রীমদ্ভাগবতের "এবং সন্দর্শিতা হ্যঙ্গ হরিণা ভৃত্যবশ্যতা। স্ববশেনাপি কৃষ্ণেন যস্যেদং সেশ্বরং বশে।" (১০।৯।১৯) শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন,—

"এবং হরিণা স্বস্য আত্মারামত্বেঽপি বুভুক্ষয়া পূর্ণকামত্বেঽপ্যতৃপ্ত্যা শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপত্বেঽপি কোপেন স্বারাজ্যলক্ষ্মীবত্ত্বেঽপি চৌর্য্যেণ। মহাকাল-যমাদিভয়দত্বেঽপি ভয়পলায়নাভ্যাং মনোঽগ্রযানত্বেঽপি মাত্রা বলাদ্ গ্রহণেন আনন্দময়ত্বেঽপি দুঃখরোদনেন সর্ব্বব্যাপকত্বেঽপি বন্ধনেন ভক্তবশ্যতা স্বাভাবিক্যেব স্বস্য সম্যক্ দর্শিতা।"

শ্রীভগবানে বিরুদ্ধগুণের সামঞ্জস্য-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যস্মিন্ বিরুদ্ধগতয়ো হ্যনিশং পতন্তি
বিদ্যাদয়ো বিবিধশক্তয় আনুপূর্ব্ব্যা।
তদ্ব্রহ্ম বিশ্বভবমেকমনন্তমাদ্য-
মানন্দমাত্রমবিকারমহং প্রপদ্যে।" (ভাঃ ৪।৯।১৬)

আরও পাই,—

"অস্তীতি নাস্তীতি চ বস্তুনিষ্ঠয়ো-
রেকস্থয়োর্ভিন্নবিরুদ্ধধর্ম্মণোঃ।" (ভাঃ ৬।৪।৩২)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীবসুদেবের বাক্যেও পাই,—

"ত্বত্তোঽস্য জন্মস্থিতিসংযমান্ বিভো
বদন্ত্যনীহাদগুণাদবিক্রিয়াৎ।
ত্বয়ীশ্বরে ব্রহ্মণি নো বিরুধ্যতে
ত্বদাশ্রয়ত্বাদুপচর্য্যতে গুণৈঃ ॥" (ভাঃ ১০।৩।১৯) ॥৫॥

**শ্রুতিঃ—যস্তু সর্ব্বাণি ভুতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥৬॥**

অন্বয়ানুবাদ—অতঃপর উপাসনাপ্রকার বলিতেছেন—যঃ (যিনি অধিকারী) তু (কিন্তু) সর্ব্বাণি ভূতানি (প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর-পর্য্যন্ত চেতন-অচেতন সমস্ত বস্তু) আত্মনি এব (ব্রহ্মেই) অনুপশ্যতি (অধিষ্ঠিত বা আশ্রিত দেখেন) আত্মানং চ (এবং ব্রহ্মকে) সর্ব্বভূতেষু (সকল প্রাণীর হৃদয়ে অন্তর্য্যামী পরমাত্মরূপে অধিষ্ঠিত দেখেন, তিনি) ততঃ (সেই আত্মদর্শনের ফলে) ন বিজুগুপ্সতে (কাহাকেও ঘৃণা করেন না, মুক্ত হন) ॥৬॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত বেদার্কদীধিতিঃ—যস্তু আত্মনি সর্ব্বাণি ভূতানি অনুপশ্যতি সর্ব্বভূতেষু চ আত্মানং পশ্যতি স ততঃ তস্মাৎ দর্শনাৎ ন বিজুগুপ্সতে জুগুপ্সাং ঘৃণাং ন করোতি ॥৬॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত অনুবাদ—যিনি আত্মাতে সর্ব্বভূত এবং সর্ব্বভূতে আত্মা—এরূপ দৃষ্টি করেন, তিনি তৎপ্রযুক্ত সর্ব্বত্র ঘৃণাশূন্য হন ॥৬॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত ভাবার্থ—ঘৃণাই প্রীতির বিরুদ্ধ তত্ত্ব। ঘৃণাশূন্য না হইলে প্রীতিসম্পত্তি লাভ হয় না। যাঁহার সর্ব্বত্র

আত্মসম্বন্ধ দৃষ্টি থাকে, তাঁহার ঘৃণার পাত্রাভাবে ঘৃণা জন্মে না। তিনি সহজে প্রীতিসম্পত্তি লাভ করেন ॥৬॥

শ্রীমদ্বলদেব-ভাষ্যম্—অথোপাসনাপ্রকারমাহ,—যস্ত্বিতি। অনুষ্টুপ্। যঃ পুনরধিকারী সর্ব্বাণি ভূতানি অব্যক্তাদিস্থাবরান্তানি চেতনাচেতনানি আত্মন্ আত্মনি এব অনুপশ্যতি ব্রহ্মণ্যেব সর্ব্বাণি ভূতানি স্থিতানীতি জানাতি আত্মানং ব্রহ্ম চ সর্ব্বভূতেষু অনুপশ্যতি ততস্তস্মাৎ দর্শনাৎ ন বিজুগুপ্সতে জুগুপ্সাং নাপ্নোতি মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ ॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ—ভগবৎস্বরূপ নিরূপণের পর তাঁহার উপাসনা-প্রকার বলিতেছেন—'যস্তু' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা—এই মন্ত্রটি অনুষ্টুভ্-ছন্দে নিবদ্ধ। যঃ পুনঃ (অধিকারী যিনি অর্থাৎ নিষ্কামভাবে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠায়ী ও শমদমাদিসম্পন্ন হইয়া ভগবৎসেবা-পরায়ণ) সর্ব্বাণি ভূতানি—প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর তৃণ-গুল্মাদি পর্য্যন্ত চেতন ও অচেতন সকল বস্তুকে, আত্মনি এব—পরমাত্মা—পরমেশ্বরের আশ্রিত, অনুপশ্যতি—অনুভব করেন অর্থাৎ কোন বস্তুই পরমেশ্বরকে আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারে না, ইহা জানেন, আত্মানং চ—পরমাত্মাকেও, সর্ব্বভূতেষু—পূর্ব্বোক্ত সকল প্রাণীতে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত অর্থাৎ তিনি সর্ব্বভূতের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের পরিচালন করিতেছেন—ইহা অনুভব করেন, ততঃ—সেই জ্ঞানের ফলে, ন বিজুগুপ্সতে আর কাহারও উপর ঘৃণা করেন না অর্থাৎ তিনি নিজ হইতে অপকৃষ্টত্ববোধে অপর ব্যক্তির প্রতি ঘৃণা ত্যাগ করেন, অর্থাৎ তিনি মুক্ত হন ॥৬॥

শ্রীমাধ্বভাষ্যম্—"সর্ব্বগং পরমাত্মানং সর্ব্বঞ্চ পরমাত্মনি। যঃ পশ্যেৎ স ভয়াভাবান্নাত্মানং বক্তুমিচ্ছতি" ইতি শৌকরায়ণ-শ্রুতিঃ ॥৬॥

তত্ত্বকণা—পরমেশ্বরের তত্ত্ব জানিবার পর তাঁহার শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণাদিতে অভিনিবিষ্ট হইতে পারিলে তাঁহার অনুভূতি লাভ হইয়া থাকে। সেইজন্য তাঁহার উপাসনার প্রকার শ্রুতি এক্ষণে বর্ণন করিতেছেন। সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শনই ভগবৎ-প্রেমের পরিচায়ক। তাহারই নাম যোগ। অপর বস্তুতে ঘৃণাই প্রেমের প্রতিবন্ধক। সর্ব্বত্র আত্ম-সম্বন্ধ দৃষ্ট হইলেই অপরের উপর ঘৃণা বা অবজ্ঞা ত্যাগ হইয়া যায়। এইজন্য সমদর্শী ব্যক্তি সহজে প্রেমসম্পদ্ লাভ করিতে পারেন। সমদর্শনের উপায় সর্ব্বত্র ঈশ্বরের অধিষ্ঠান-বুদ্ধি। যাঁহারা ভগবৎ-প্রেমিক মহাভাগবত তাঁহারা আত্মাতে অর্থাৎ পরমাত্মাতে সর্ব্বভূত দর্শন করেন এবং সর্ব্বভূতে আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা দর্শন করেন। সেইরূপ দর্শনের ফলে তাঁহার কোন মোহ থাকে না সুতরাং কাহাকেও ঘৃণা করেন না।

শ্রীনবযোগেন্দ্র-সংবাদে পাই,—

“সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥”
(ভাঃ ১১।২।৪৫)

আরও পাই,—

“ব্রাহ্মণে পুক্কসে স্তেনে ব্রহ্মণ্যেঽর্কে স্ফুলিঙ্গকে।
অক্রূরে ক্রূরকে চৈব সমদৃক্ পণ্ডিতো মতঃ॥
নরেষ্বভীক্ষ্ণং মদ্ভাবং পুংসো ভাবয়তোঽচিরাৎ।
স্পর্দ্ধাসূয়াতিরস্কারাঃ সাহঙ্কারা বিয়ন্তি হি॥
বিসৃজ্য স্ময়মানান্ স্বান্ দৃশং ব্রীড়াঞ্চ দৈহিকীম্।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্॥

যাবৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবো নোপজায়তে।
তাবদেবমুপাসীত বাঙ্মনঃকায়বৃত্তিভিঃ॥
সর্ব্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্য বিদ্যয়াত্মমনীষয়া।
পরিপশ্যন্ পরমেৎ সর্ব্বতো মুক্তসংশয়ঃ॥"

(ভাঃ ১১।২৯।১৪-১৮)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"উত্তম হঞা বৈষ্ণব-হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি 'কৃষ্ণ'-অধিষ্ঠান॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০।২৫)

শ্রীচৈতন্যভাগবতে পাই,—

"ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্ত করি।
দণ্ডবৎ করিবেক বহুমান্য করি॥"

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩।২৮)॥ ৬॥

**শ্রুতিঃ—যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোকশ্চৈকত্বমনুপশ্যতঃ॥৭॥**

অন্বয়ানুবাদ—পূর্ব্বোক্ত বিষয়টিই এই দ্বিতীয় মন্ত্র বিশদ করিতেছেন—'যস্মিন্' ইত্যাদি দ্বারা, যস্মিন্ (যে অবস্থাবিশেষে বা যে কালে) বিজানতঃ (তত্ত্বজ্ঞানীর অর্থাৎ পরমাত্মাকে অধিষ্ঠান করিয়া সকল বস্তু আছে এবং পরমাত্মা সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট—এইপ্রকার জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তির) সর্ব্বাণি ভূতানি (প্রকৃতি প্রভৃতি স্থাবরপর্য্যন্ত চেতনাচেতন সমস্ত বস্তু) আত্মৈব অভূৎ (ভগবৎ-সম্বন্ধীভূত হয় অর্থাৎ ভগবদাশ্রয়-ভিন্নরূপে কোনবস্তু

প্রতীয়মান হয় না) তত্র (সেই অবস্থায়) একত্বম্ (সকলই ব্রহ্মাত্মক অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমান্ ঈশ্বর অভিন্ন হওয়ায় ব্রহ্মের সহিত তদ্-শক্তি-প্রসূত প্রপঞ্চের ঐক্য) অনুপশ্যতঃ (অনুভবকারী ব্যক্তির) কঃ মোহঃ (কি মোহ থাকিবে ? অর্থাৎ বস্তু-বিশেষের উপর পৃথক্ আসক্তি কি থাকিবে ? যেহেতু তখন সবই ভগবৎ-সম্বন্ধে প্রিয়) কঃ শোকঃ (শোকই বা কি থাকিবে ? শোকের কারণ—প্রিয় বস্তুর নাশ, তাহা যখন নাই, যেহেতু পরমাত্মা নিত্য এবং সেই পরমাত্মাই প্রিয় হইয়াছে, তখন শোকের সম্ভাবনা কোথায় ? এই অবস্থাই তো মুক্তি বলিয়া গণ্য) ॥৭॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত বেদার্কদীধিতিঃ—যস্মিন্ কালে সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মা এব অভূৎ বিজানতঃ একত্বম্ অনুপশ্যতঃ তস্য তস্মিন্ কালে কো মোহঃ কঃ শোকঃ সম্ভবতি ? ॥৭॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত অনুবাদ—যে সময়ে সর্ব্বভূতের সহিত আত্মার একত্ব দৃষ্ট হয়, তখন একত্ব-দর্শক পণ্ডিতের কি মোহ ও শোক হইতে পারে ? ॥৭॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত ভাবার্থ—মোহ ও শোক জ্ঞানের বিরুদ্ধ তত্ত্ব। তাহারা যে-হৃদয়ে স্থান লাভ করে, সে-হৃদয়ে জ্ঞান থাকিতে পারে না। সর্ব্বত্র পরমাত্ম-সম্বন্ধে যেরূপ ঘৃণা তিরোহিত হয়, তদ্রূপ শোক ও মোহও তিরোহিত হয়। অতএব পরমাত্ম-সম্বন্ধ স্থাপন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য ॥৭॥

শ্রীমদ্বলদেব-ভাষ্যম্—ইমমেবার্থং দ্বিতীয়ো মন্ত্রো বদতীত্যাহ—যস্মিন্নিতি অনুষ্টুপ্। যস্মিন্নবস্থাবিশেষে বিজানতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি

আত্মনি সন্তি আত্মা চ সর্ব্বভূতেষ্বস্তীতি বিশেষেণ জ্ঞানবতঃ পুরুষস্য 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ইত্যাদি বাক্যার্থবিচারেণ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবা-ভূত্তবন্তি। তত্রাবস্থাবিশেষ একত্বমাত্মৈকত্বমনুপশ্যতস্তস্য কো মোহঃ কঃ শোকশ্চ। শোকশ্চ মোহশ্চাজ্ঞানতো ভবতীতি ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—উক্ত অর্থই এই দ্বিতীয় মন্ত্র বিশদ করিতেছেন। 'যস্মিন্' ইত্যাদি মন্ত্রটি অনুষ্টুভ্ ছন্দে নিবদ্ধ। যস্মিন্—যে অবস্থা আসিলে, বিজানতঃ—ব্রহ্মবিদের অর্থাৎ প্রকৃত্যাদি স্থাবরান্ত সমস্ত পদার্থ সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মাতে অধিষ্ঠিত হইয়া আছে এবং সেই পরমাত্মা সকল বস্তুর মধ্যে অন্তর্য্যামিসূত্রে প্রবিষ্ট—এই বিশেষ প্রকারে জ্ঞানবান্ পুরুষের 'এই সমস্তই ব্রহ্ম' ইত্যাদি বাক্যার্থ-বিচারের ফলে সকল বস্তু ব্রহ্মাত্মক অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন প্রতীয়মান হয়। 'অভূৎ' এই পদটি অতীতকালীন লুঙের একবচনে আছে কিন্তু তাহা সঙ্গত হয় না, এজন্য বর্ত্তমানকালীন লটের প্রথম পুরুষের বহুবচনে 'ভবন্তি' পদ ভাষ্যে ধৃত হইল। তত্র—সেই অবস্থাবিশেষে ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মাশ্রিত-প্রপঞ্চের সহিত ব্রহ্মের অভেদ দর্শনে সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিতে থাকেন সুতরাং অজ্ঞানকার্য্য মোহ অর্থাৎ ভগবদিতর বস্তুবিশেষের উপর আসক্তি কি হইবে? এবং শোকও—প্রিয় বস্তুর নাশহেতু দুঃখই বা কি হইতে পারে? যেহেতু তাঁহার শুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানবশতঃ অজ্ঞান-জনিত শোক-মোহ থাকিতে পারে না ॥ ৭ ॥

শ্রীমাধ্বভাষ্যম্—যস্মিন্ পরমাত্মনি সর্ব্বভূতানি স পরমাত্মৈব তত্র সর্ব্বভূতেষ্বভূৎ। এবং সর্ব্বভূতেষেকত্বেন পরমাত্মানং বিজানতঃ কো মোহঃ। যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি স আত্মা সর্ব্বভূতাশ্রয়ঃ। এবং সর্ব্বত্র যো বিষ্ণুং পশ্যেত্তস্য বিজানতঃ। কো মোহঃ কোঽথবা শোকঃ

স বিষ্ণুং পর্য্যগাদ্‌যত ইতি পিপ্পলাদশাখায়াং পূর্ব্বোক্তানুবাদেন শোকমোহাভাবেহপি বিজানতশ্চাত্রোচ্যতে। অভ্যাসশ্চ সর্ব্বগতত্বস্য তাৎপর্য্য-দ্যোতনার্থঃ ॥ ৭ ॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বোক্ত বিষয়ই বর্ত্তমান মন্ত্রে বিশদভাবে বুঝাইতেছেন। সর্ব্ববস্তুতে ভগবৎ-সম্বন্ধ অনুভূত হইলে যেমন কাহারও প্রতি অবজ্ঞা বা ঘৃণা জন্মিতে পারে না; সেইরূপ শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ-বিচারে সর্ব্ব বস্তুই ব্রহ্মাশ্রিত-বিচারে ব্রহ্মাভিন্ন দৃষ্ট হইলে কুত্রাপি শোক-মোহও থাকিতে পারে না। শ্রীগীতাতেও পাওয়া যায়—'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।

সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥" (গীঃ ১৮।৫৪)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং
যাবন্ন তেহঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ ॥" (ভাঃ ৩।৯।৬)

আরও পাই,—

"তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্।
তাবন্মোহোহঙ্ঘ্রি-নিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ ॥"
(ভাঃ ১০।১৪।৩৬)

"যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপূরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোক-মোহ-ভয়াপহা"
(ভাঃ ১।৭।৭) ॥৭॥

**শ্রুতিঃ—স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ
শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥৮॥**

অন্বয়ানুবাদ—সঃ (সেই পরমাত্মা) পর্য্যগাৎ (সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বত্র এইরূপে অবস্থান করেন, যিনি পূর্ব্বোক্তপ্রকারে আত্ম-দর্শন করেন, তাঁহার এতাদৃশ পরমাত্মস্বরূপ লাভ হয়) কিরূপ পরমাত্মস্বরূপ ? শুক্রম্ (অবদাত, শোকরহিত) অকায়ম্ (কর্ম্মজনিত হেয় শরীররহিত অর্থাৎ প্রাকৃত স্থূল ও লিঙ্গ শরীর-রহিত), অব্রণম্ (অচ্ছিদ্র অর্থাৎ পূর্ণ, কর্ম্মজন্য শরীরের অভাববশতঃ অক্ষত), অস্নাবিরং চ (স্নাবা অর্থাৎ শিরা যাহাতে আছে তাহা স্নাবির, সেই প্রাকৃত স্নাবির নহে) শুদ্ধম্ (অজ্ঞানাদি দোষরহিত, উপাধিশূন্য, বিজ্ঞানানন্দময়), অপাপবিদ্ধম্ (মায়াতীত, ধর্ম্মাধর্ম্ম-সম্পর্কশূন্য, পাপশব্দ দ্বারা ছান্দোগ্যোপনিষদে পুণ্যকেও বলা আছে, যথা 'ন শোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতমিত্যারভ্য সর্ব্বে পাপ্মা-নোঽতো নিবর্ত্তন্তে' ইতি) এইরূপ পরমাত্মাকে তিনি প্রাপ্ত হন। সেই পরমাত্মা প্রাকৃত কায়প্রভৃতি রহিত হইয়াও অচিন্ত্যশক্তি-বলে জগৎ সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করিতেছেন—এই কথা 'কবিঃ' ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা বোধিত হইতেছে। ব্রহ্মবিদ্ যে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন, সেই পরমাত্মা কবিঃ (সর্ব্বজ্ঞ) মনীষী (জীবের মন প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা) শুধু তাহাই নহে, তিনি পরিভূঃ (সর্ব্বনিয়ন্তা), স্বয়ম্ভূঃ (স্বয়ংই প্রকাশশীল) স্বতন্ত্রঃ (জীবাদির মত কর্ম্মাধীন উৎপত্তিমান্ নহেন) তিনি শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ (অনাদি অনন্তকাল ধরিয়া অর্থাৎ নিত্যকাল) যাথাতথ্যতঃ (যথার্থস্বরূপে, সত্যস্বরূপে) অর্থান্ (কার্য্যপদার্থ প্রপঞ্চ) ব্যদধাৎ (সৃষ্টি করিতেছেন,

অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিকের মত কাল্পনিক পদার্থ-সৃষ্টিতে শক্তিপ্রকাশ করেন নাই) ॥৮॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত বেদার্কদীধিতিঃ—স পরমাত্মা পর্য্যগাৎ পরি সমন্তাৎ অগাৎ। শুক্রং শুদ্ধম্। অকায়ং স্থূললিঙ্গরূপজড়-দেহরহিতম্। অব্রণং অক্ষতম্। অস্নাবিরং স্নাবা শিরা তচ্ছূন্যম্। শুদ্ধম্ উপাধিশূন্যম্। অপাপবিদ্ধং মায়াতীতম্। কবিঃ ক্রান্তদর্শী। মনীষী সর্ব্বজ্ঞঃ। পরিভূঃ সর্ব্বোপরি ভবতি। স্বয়ম্ভূঃ স্বয়ং সিদ্ধঃ। যাথাতথ্যতঃ যথাতথা ভাবো যাথাতথ্যম্। সর্ব্বার্থান্ সর্ব্বপদার্থান্ তত্তৎবিশেষ-লক্ষণেন ব্যদধাৎ বিহিতবান্। শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ নিত্যাভ্যঃ বৎসরেভ্যঃ ॥৮॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত অনুবাদ—পরমাত্মা—সর্ব্বব্যাপী, শুদ্ধ, অকায়, অক্ষত, শিরারহিত, উপাধিশূন্য, মায়াতীত, কবি, সর্ব্বজ্ঞ, স্বয়ম্ভূ ও পরিভূ। তিনি স্বীয় অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা অন্য নিত্য পদার্থ-সকলকে তত্তদ্বিশেষ দ্বারা পৃথগ্ রূপে বিধান করিয়াছেন ॥৮॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত ভাবার্থ—"দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ। যদনুগ্রহতঃ সন্তি ন সন্তি যদুপেক্ষয়া।"—এই ভাগবতবচন দ্বারা পরমেশ্বরের অধীন পাঁচটি পদার্থ আমরা লক্ষ্য করিতেছি। এই পদার্থগুলি তত্তদ্বিশেষ-ধর্ম্ম দ্বারা পরস্পর পৃথক্কৃত হইয়াছে। "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং" এই শ্রুতি-বচনে আমরা বুঝিতেছি যে, ঐ পাঁচটি নিত্য পদার্থ। পরমাত্মা ঐ সকল নিত্য-পদার্থের আশ্রয়স্বরূপ পরম নিত্য। তাঁহার প্রাকৃত শরীর নাই। তাঁহার সিদ্ধ স্বরূপ সর্ব্বদা অপ্রাকৃত। তিনি স্বীয় চিচ্ছক্তি দ্বারা সকল কার্য্য সম্পাদন করেন ॥৮॥

শ্রীমদ্বলদেব-ভাষ্যম্—এবম্ভূতাত্মজ্ঞানিনঃ ফলমাহ,—স ইতি। জগতী। যোঽধিকারী পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণাত্মানং পশ্যতি স ঈদৃশমাত্মানং পর্য্যগাৎ পর্য্যগাপ্নোতি। কীদৃশম্? শুক্রং শুক্লং, শুদ্ধং বিজ্ঞানানন্দস্বভাবং, অকায়ং ন বিদ্যতে ভোগার্থং কায়ঃ শরীরং যস্য তং, অব্রণং অচ্ছিদ্রং পূর্ণং, অস্নাবিরং ন বিদ্যন্তে স্নাবাঃ শিরা যস্য সোঽস্নাবিরস্তম্। অত্রৈব হেতুগর্ত্ত-বিশেষণমাহ,—শুদ্ধমনুপহতম্। তদেব স্পষ্টয়তি—অপাপবিদ্ধং ধর্ম্মাধর্ম্ম-বর্জ্জিতম্। কায়াদিরহিতোঽপি পরমাত্মা জগৎসর্জ্জনাদি করোত্য-চিন্ত্যশক্তিত্বাদিত্যাহ,—কবিরিতি। জ্ঞানী যং পর্য্যেতি স আত্মা শাশ্ব-তীভ্যঃ সমাভ্যঃ শাশ্বতীষু সমাসু যাথাতথ্যতঃ যথার্থস্বরূপান্ অর্থান্ পদার্থান্ ব্যদধাৎ বিদধাতি। কীদৃশঃ সঃ? কবিঃ সর্ব্বজ্ঞঃ মনীষী মেধাবী পরিভূঃ সর্ব্বস্য বশী স্বয়ম্ভূঃ স্বতন্ত্রঃ ॥৮॥

ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর পূর্ব্বোক্তপ্রকার আত্মজ্ঞানীর আত্মদর্শনের ফল বলিতেছেন—'স' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা। এই মন্ত্রটি জগতীচ্ছন্দে নিবদ্ধ। ইহাতে প্রতিপাদে বারটি করিয়া অক্ষর থাকিবে, সমুদায়ে চারিপাদে আটচল্লিশটি অক্ষর থাকিবার নিয়ম, প্রকারভেদে ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যদ্ ও তদ্ শব্দের নিত্য সম্বন্ধ, এজন্য 'তদ্' শব্দ বলিলেই 'যদ্' শব্দ অপেক্ষিত হয়, সেজন্য 'সঃ' বলিতে যে অধিকারী (শমদমাদি-সম্পন্ন নিত্য নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠায়ী ঈশ্বর-সেবাপরায়ণ ব্যক্তি) পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যিনি আত্মদর্শন করেন, তিনি এইপ্রকার পরমাত্মাকে সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হন। কিরূপ পরমাত্মাকে? তাহাই বলিতেছেন—শুক্রম্ যিনি শুক্ল অর্থাৎ শুদ্ধ—মায়াতীত, বিজ্ঞানানন্দময়, অকায়ং—যাঁহার ভোগার্থ প্রাকৃত শরীর নাই অর্থাৎ যদিও তিনি স্বরূপতঃ সহস্রাক্ষ সহস্রশীর্ষা, সমস্ত বিশ্বই যদিও তাঁহার শরীর তাহা হইলেও কর্ম্ম-জনিত স্থূল ও লিঙ্গ-শরীররহিত এই অর্থ, অন্যথা 'আদিত্যবর্ণং-

তমসঃ পরস্তাদিত্যাদি শ্রুতির বিরোধ হইয়া পড়ে। এবং তিনি অব্রণং (অচ্ছিদ্র—প্রাকৃত শরীরের অভাবহেতু ক্ষতরহিত অর্থাৎ নির্দোষ, পরিণামহীন) এবং অস্নাবিরং—স্নাব-শব্দের অর্থ শিরা তাহা যাহার আছে, এই অর্থে ইর প্রত্যয়নিষ্পন্ন স্নাবির পদ তাহা যে নহে, অস্নাবির অর্থাৎ শিরাশূন্য স্থূলদেহরহিত, শিরাশূন্য কেন? তাহার হেতুবোধক বিশেষণ বলিতেছেন—শুদ্ধম্—অনুপহত অর্থাৎ অজ্ঞানাদি দোষসম্পর্ক-শূন্য, ইহাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—অপাপবিদ্ধম্—তিনি ধর্ম্মাধর্ম্ম-বর্জ্জিত, অজ্ঞানাদির কার্য্য ও কারণ হইতেছে পুণ্য ও পাপজনক কর্ম্ম, তাহার সহিত তিনি অসম্পৃক্ত। এইরূপ পরমাত্মাকে সেই আত্মদর্শী ব্যক্তি প্রাপ্ত হন। অতঃপর প্রতিপন্ন করিতেছেন—সেই পরমাত্মা শরীরাদি-হীন হইলেও অচিন্ত্যশক্তিবশতঃ (স্বাভাবিক জ্ঞান, বল ও ক্রিয়াশক্তিমত্তাহেতু) জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করিয়া থাকেন, এই কথা 'কবিঃ' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা। জ্ঞানী ব্যক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্ যাঁহাকে প্রাপ্ত হন, সেই আত্মা, শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ—চির-কাল, যাথাতথ্যতঃ যথাযথভাবে—যথার্থস্বরূপ অর্থাৎ মিথ্যা—কল্পিত নহে, সত্যস্বরূপ, অর্থান্—পদার্থসমূহ, ব্যদধাৎ—বিধান করিয়া থাকেন, সৃষ্টি করিতেছেন, তিনি কিরূপ? কবিঃ—সর্ব্বজ্ঞ, মনীষী—মেধাবী অর্থাৎ যাঁহার প্রজ্ঞা চির প্রতিষ্ঠিত, পরিভূঃ—সকলের বশীকারক, স্বয়ম্ভূঃ—স্বতন্ত্র অর্থাৎ যিনি নিজ চিচ্ছক্তিদ্বারা সকল কার্য্য সম্পাদন করেন ॥৮॥

শ্রীমাধ্বভাষ্যম্—"শুক্রং তচ্ছোকরাহিত্যাদব্রণং নিত্যপূর্ণতঃ। পাবনত্বাৎ সদা শুদ্ধমকায়ং লিঙ্গবর্জ্জনাৎ॥ স্থূল-দেহস্য রাহিত্যাদস্নাবির-মুদাহৃতম্। এবংভূতোঽপি সার্ব্বজ্ঞ্যাৎ কবিরিত্যেব শব্দ্যতে॥ ব্রহ্মাদি সর্ব্বমনসাং প্রকৃতের্মনসোঽপি চ। ঈশিতৃত্বান্মনীষী স পরিভূঃ সর্ব্বতো

বরঃ॥ সদাঽনন্যাশ্রয়ত্বাচ্চ স্বয়ম্ভূঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। স সত্যং জগদেতা-দৃঙ্ নিত্যমেব প্রবাহতঃ॥ অনাদ্যনন্তকালেষু প্রবাহৈক্যপ্রকারতঃ। নিয়মেনৈব সসৃজে ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ॥ সজ্ জ্ঞানানন্দশীর্ষোঽসৌ সজ্-জ্ঞানানন্দবাহুকঃ। সজ্ জ্ঞানানন্দ দেহশ্চ সজ্ জ্ঞানানন্দপাদবান্॥ এবং শ্রুতো মহাবিষ্ণুর্যথার্থং জগদীদৃশম্। অনাদ্যনন্তকালীনং সসর্জ্জাত্মেচ্ছয়া প্রভুঃ" ইতি বাক্যাহে॥৮॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বোক্ত পরমাত্মতত্ত্ব-জ্ঞানীর সেইজ্ঞান ফল বলিতেছেন। যিনি এই প্রকার অধিকারী অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তপ্রকারে সর্ব্বত্র যিনি আত্মানুভব করেন, তিনি সর্ব্বতোভাবে পরমাত্মাকেই প্রাপ্ত হন। সেই পরমাত্মার স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন।

পরমাত্মা শুদ্ধ অর্থাৎ বিজ্ঞানানন্দস্বভাব, অকায় অর্থাৎ প্রাকৃত শরীররহিত, কিন্তু অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দময় শরীর তাঁহার অবশ্যই আছে। তিনি শুদ্ধ—অনুপহত অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার দোষশূন্য। এইরূপ পরমাত্মা প্রাকৃত শরীরাদিহীন হইলেও অচিন্ত্যশক্তিক্রমে, শ্রুতি বলেন—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ" জগতের সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকেন। এই সকল কথা 'কবিঃ' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। জীব বা প্রকৃতি জগৎ-সৃষ্ট্যাদির কারণ হইতে পারে না। প্রথমতঃ প্রকৃতি জড়রূপা তাহার সৃষ্টিকার্য্যে স্বতঃকর্ত্তৃত্ব নাই।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"জগৎকারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা॥

কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ॥"
(চৈঃ চঃ আদি ৫।৫৯-৬০)

জীবকেও জগৎসৃষ্ট্যাদির কারণ বলা যায় না, জীব চেতন হইলেও অণু ও অল্পজ্ঞ, তাহার জগৎ-কর্ত্তৃত্ব সম্ভব নহে। জীবের মুক্তাবস্থায় সত্য-সঙ্কল্পত্বাদি গুণ ভগবৎ-কৃপায় প্রকাশ পাইলেও "জগদ্‌ব্যাপারবর্জ্জ্যম্"—(ব্রঃ সূঃ ৪।৪।১৭) এই ব্রহ্মসূত্রানুসারে জীবের পক্ষেও জগৎকর্ত্তৃত্ব সম্ভব নহে; অতএব পরমেশ্বরই একমাত্র জগৎকারণ। তিনিই সর্ব্বজ্ঞ, মনীষী, মেধাবী অর্থাৎ যাঁহার প্রজ্ঞা চির প্রতিষ্ঠিত, পরিভূঃ অর্থাৎ সকলের বশীকারক এবং তিনি স্বয়ম্ভূঃ অর্থাৎ স্বতন্ত্র। নিজ চিচ্ছক্তিবলেই তিনি সর্ব্বকার্য্য সম্পাদন করেন। তাঁহার সৃষ্ট জগৎ অনিত্য হইলেও মিথ্যা নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া॥" (ভাঃ ১।২।১২)

আরও পাই,—

"অস্রাক্ষীদ্ভগবান্ বিশ্বং গুণময্যাত্মমায়য়া।
তয়া সংস্থাপয়ত্যেতদ্ভূয়ঃ প্রত্যপিধাস্যতি॥"
(ভাঃ ৩।৭।৪)

শ্রীমদ্ভাগবতে ইহাও পাওয়া যায়,—

"তস্মাদ্ভবন্তমনবদ্যমনন্তপারং
সর্ব্বজ্ঞমীশ্বরমকুণ্ঠবিকুণ্ঠধিষ্ণ্যম্।

নির্ব্বিণ্ণধীরহমু হ বৃজিনাভিতপ্তো
নারায়ণং নরসখং শরণং প্রপদ্যে ॥" (ভাঃ ১১।৭।১৮) ॥৮॥

শ্রুতিঃ—অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥৯॥

অন্বয়ানুবাদ—শ্রুতি এইরূপে বিচিত্র শক্তিশালী পরমাত্মবিষয়ক বিদ্যা উপদেশ করিয়া সেই বিদ্যালাভের উপায়রূপে নিষ্কাম ভগবদর্পিত কর্ম্মযোগের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করতঃ শরণাগতিমূলা ভক্তিযোগ নির্দ্দেশ করিলেন, অতঃপরবর্ত্তী তিনটি মন্ত্রদ্বারা কেবল-কর্ম্মপথাবলম্বী ও কেবল-জ্ঞানপন্থীদের নিন্দাকরতঃ পূর্ব্বোক্ত অঙ্গ-সমন্বিত ব্রহ্মবিদ্যার প্রশংসা করিতেছেন—যে (যে সকল ব্যক্তি কর্ম্মকাণ্ডাশ্রয়ী হইয়া) অবিদ্যাম্ (বিদ্যার—ব্রহ্মজ্ঞানের বিরোধী স্বর্গাদিফলক কর্ম্ম—যাগযজ্ঞাদিই কেবল অর্থাৎ ভক্তিরহিত কর্ম্ম) উপাসতে (আচরণ করে, পরম পুরুষার্থবোধে অনুষ্ঠান করে) তে (তাহারা) অন্ধং (ব্রহ্ম-জ্ঞানহীন) তমঃ (অন্ধকারময় অজ্ঞান-মধ্যে) প্রবিশন্তি (প্রবেশ করে, ডুবিয়া থাকে, পর পর কেবল সংসার-যন্ত্রণা ভোগ করে), যে উ (আর যাহারা) বিদ্যায়াং (কেবল জ্ঞানে অর্থাৎ ভক্তিহীন জ্ঞানে অর্থাৎ নির্ভেদব্রহ্মানু-সন্ধানে রত থাকে) তে (তাহারা কিন্তু) ততঃ (সেই অজ্ঞানাত্মক তাহা হইতেও অর্থাৎ সংসার হইতেও) ভূয়ঃ ইব তমঃ (যেন অধিকতর তমের মধ্যে প্রবেশ করে অর্থাৎ আত্মবিনাশরূপ অধিকতর তমোমধ্যে প্রবিষ্ট হয়) ॥৯॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত বেদার্কদীধিতিঃ—যে অবিদ্যাং উপাসতে তে অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি। যে উ তু বিদ্যায়াং রতাঃ তে ততঃ তস্মাৎ অধিকতরং তমঃ প্রবিশন্তি ॥৯॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত অনুবাদ—যিনি অবিদ্যায় অবস্থিত, তিনি অন্ধকারময়-স্থানে প্রবেশ করেন। আর যিনি বিদ্যাতে রত হন, তিনি তাহা অপেক্ষা অধিক অন্ধকারময়-স্থানে প্রবেশ করেন ॥৯॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত ভাবার্থ—পরমাত্মা হরির একটি অচিন্ত্যস্বরূপশক্তি আছে। শ্বেতাশ্বতরে সেই শক্তিকে "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে * * জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বিচার করিয়াছেন। সেই অচিন্ত্যশক্তির একটি প্রভাবকে 'মায়া' বলা যায়। মায়া দ্বারা পরমাত্মা এই বিশ্ব সৃজন করেন। মায়ার দুইটি বৃত্তি,—বিদ্যা ও অবিদ্যা। বিদ্যাবৃত্তি জড়কে বিনাশ করে। অবিদ্যাবৃত্তি জড়কে প্রসব করে। জড়াভিভূত মানবগণ অবিদ্যাবৃত্তিতে অবস্থিত, অতএব জড়ের অন্ধকারে তাঁহাদের চিৎপ্রকৃতি আবৃত থাকে। জড় হইতে যাঁহারা বিরক্ত, তাঁহারা জড়-বিনাশে সমর্থ হইয়াও ভক্তি ব্যতীত সহজে স্বরূপশক্তির আশ্রয় পান না। অতএব আত্মবিনাশরূপ অধিকতর অন্ধকারে প্রবিষ্ট হন। মায়িক জগতে পরমাত্মার সম্বন্ধ সংস্থাপন না করিতে পারিলে, জীব কখন জড়মুক্ত হইয়া থাকিতে পারে না। জড়ে যে 'বিশেষ' নামক ধর্ম্ম আছে, তাহার উপাদেয়ত্ব পরিত্যাগ করিতে গেলে নির্ব্বিশেষরূপ অনর্থ আসিয়া চিত্তকে আক্রমণ করে ও জীবের বিশেষ দুর্গতি হয়। দেবগণ বলিয়াছেন,—যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃত যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥৯॥

শ্রীমদ্বলদেব-ভাষ্যম্—ইদানীং পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণানাত্মবিদঃ কর্ম্মনিষ্ঠাঃ সন্তঃ কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ত এব যে জিজীবিষন্তি তান্ প্রতি উচ্যতে,—অন্ধং তম ইতি। ষড়নুষ্টুভঃ। অত্র বিদ্যাবিদ্যয়োঃ সমুচ্চিচীষয়া

প্রত্যেকং নিন্দোচ্যতে। যে জনাঃ অবিদ্যাং বিদ্যায়া অন্যা অবিদ্যা কর্ম্ম তাং কেবলামুপাসতে কুর্ব্বন্তি স্বর্গার্থানি কর্ম্মাণি কেবলং তৎপরাঃ সন্তঃ অনুতিষ্ঠন্তি তে প্রাণিনঃ অন্ধমদর্শনাত্মকং তমঃ অজ্ঞানং প্রবিশন্তি সংসারপরম্পরামনুভবন্তীত্যর্থঃ। ততস্তস্মাদন্ধাত্মকাৎ তমসঃ সংসারাৎ ভূয় ইব বহুতরমেব তমস্তে প্রবিশন্তি যে উ যে পুনঃ বিদ্যায়াং কেবলাত্ম-জ্ঞানে এব রতাঃ ॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ—আত্মজ্ঞানীর ফল নিরূপণ করিয়া এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে আত্মজ্ঞান-হীন কর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া কেবল কর্ম্মকরতঃ যাহারা দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিতে চায়, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—'অন্ধং তম' ইতি—এই শ্রুতি। এই মন্ত্র হইতে উত্তরোত্তর ছয়টি মন্ত্র অনুষ্টুভ্ছন্দে নিবদ্ধ। এই মন্ত্রে ঋষি বিদ্যা ও অবিদ্যার সমুচ্চয় বলিবার অভিপ্রায়ে কেবল-কর্ম্ম ও কেবল-জ্ঞানের নিন্দা করিতেছেন। যে-সকল ব্যক্তি বিদ্যা-ভিন্ন অন্য—অবিদ্যা অর্থাৎ কর্ম্ম, তাহাই কেবল মাত্র অনুষ্ঠান করে, কর্ম্মের উপর বিশ্বাসান্ধ হইয়া স্বর্গফলক কর্ম্মইমাত্র অনুষ্ঠান করে, সেই সকল ব্যক্তি অন্ধ অর্থাৎ যাহা অন্ধ করিয়া থাকে, এইরূপ ব্রহ্মদর্শন-হীন অজ্ঞান-মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, ফলে পর পর কেবল জন্মমৃত্যু-প্রবাহ ভোগ করে—ইহাই তাৎপর্য্য; আবার সেই অন্ধতার সম্পাদক সংসাররূপ তমঃ হইতে অধিকতর তমোময় অবস্থায় তাহারা প্রবিষ্ট হয়, যাহারা কিন্তু ভক্তিহীন কেবল-আত্মজ্ঞানে অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ-চিন্তায় রত হয় ॥৯॥

তত্ত্বকণা—এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে বর্ণিত আত্মজ্ঞান-রহিত হইয়া যাহারা কর্ম্মে নিষ্ঠাবশতঃ কেবলমাত্র কর্ম্ম করিয়াই জীবিত থাকিতে চায়, তাহাদিগের প্রতি শ্রুতি বলিতেছেন—'অন্ধং তমঃ' ইতি মন্ত্রে।

জগতে সাধারণতঃ দুইটি পথের উপাসক দেখিতে পাওয়া যায়। একটি অবিদ্যার উপাসক, দ্বিতীয়টি বিদ্যার উপাসক। তন্মধ্যে অধিকাংশ লোকই অবিদ্যার উপাসক, তাহারা জড়ের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া বেদোক্ত স্বর্গফলজনক যজ্ঞাদি কর্ম্মকেই উপাস্যবোধে আশ্রয় করিয়া থাকে, জড়াতিরিক্ত চেতন বস্তুর সন্ধান তাহারা করে না; সুতরাং তাহাদের চিৎপ্রকৃতি জড়ের দ্বারা আবৃত। তাহারা নিরন্তর কর্ম্মালানে আবদ্ধ হইয়া সেই সঞ্চিত সংস্কারবশে পুনঃপুনঃ সংসারে জন্মগ্রহণ করে এবং সংসারদশা ভোগ করে। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক-সমূহ কর্ম্মের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার আশায় কেবল-বিদ্যার উপাসনায় রত হয় অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ-বিচারপরায়ণ; ইহাদের দুর্গতি ততোঽধিক; যেহেতু যে তমো-নিবৃত্তির জন্য বিদ্যার উপাসনা তাহারা করে, তদপেক্ষা অধিকতর তমোতে তাহারা প্রবিষ্ট হয়। কারণ ভক্তির অভাবে স্বরূপশক্তির আশ্রয় না পাইয়া আত্মবিনাশরূপ অধিকতর অনিষ্ট তাহাদের লাভ হয়। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান যে শুভ নহে, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে—"নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুত-ভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্" (১।৫।১২)। ঈশ-ভক্তিরহিত কেবল-জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার হয় না। ভাগবতীয় "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ···পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ" (১০।২।৩২) শ্লোকের মর্ম্মে জানা যায় যে, যাহারা তোমার শ্রীপাদপদ্মকে অনাদরবশতঃ ভক্তিহীন, তাহারা অধঃপতিত হয়। প্রথমতঃ, বিশেষ ধর্ম্মহীন ব্রহ্মের জীবাত্মৈক্যবাদ, ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব ও নিত্য জীবাত্মার লয়বাদ, সকলই শ্রুতিবিরুদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ, জড়ের বিশেষ-ধর্ম্ম বিনাশ করিতে গিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উপর জগতের অধ্যাসবাদ মানিতে গেলে জগৎকে মিথ্যা বলিতে হইবে, কিন্তু মিথ্যাভূত বস্তুর কখনও অধ্যাস হইতে পারে না। অতএব প্রপঞ্চের সত্তা মানিতেই হইবে।

জড়ের বিশেষ-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে গিয়া নির্ব্বিশেষরূপ একটি অনর্থজালে জড়িত হইয়া তাহাদের বিশেষ দুর্গতি লাভ করিতে হয়। কিন্তু শ্রুতিমাতার নির্দ্দেশ মান্য করিয়া সর্ব্বত্র পরমাত্মার সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিলে এবং ভক্তি-যাজনের ফলে শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির আশ্রয় পাইলে তাহাকে আত্মবিনাশরূপ অধিকতর অন্ধকারে প্রবিষ্ট হইতে হয় না।

অতএব অবিদ্যা ও অতিবিদ্যা উভয়ই পরিত্যাগপূর্ব্বক পরা বিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—

"কাকুতি করিয়া কৃষ্ণে যদি ডাকে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করেন পার॥
কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিৎশক্তির বল।
মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥"

কৃষ্ণার্পণ-ব্যতীত যাবতীয় কর্ম্মকাণ্ড সংসারজনক।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ॥
(ভাঃ ২।৪।১৭)

ভক্তিমার্গেই একমাত্র নিত্যকল্যাণ, তদ্ব্যতীত শুষ্কজ্ঞানে বৃথা পরিশ্রমই সার।

এ-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥" (ভাঃ ১০।১৪।৪)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"কেবল জ্ঞান 'মুক্তি' দিতে নারে ভক্তি বিনা।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় জ্ঞান বিনা ॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।২১)

ইহার অনুভাষ্যে শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—

"কেবল-জ্ঞান অর্থাৎ ভক্তি-রহিত সম্বিদ্ বৃত্তির অনুভব জীবকে জড়বন্ধ হইতে মোচন করিতে পারে না। যতই কেননা জীব অতন্নিরসন করুন, কৃষ্ণস্বরূপের অজ্ঞানতাক্রমে অহংগ্রহোপাসনা প্রবল হইয়া অধঃপতিত হন। জ্ঞানানুশীলন না করিয়াও জীব কৃষ্ণসেবায় তৎপর হইলে জ্ঞানফল জড়বন্ধ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কৃষ্ণ-স্বরূপানুভব প্রাপ্ত হন। "ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাদ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ। মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্ ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ" (কর্ণামৃত) ॥৯॥

**শ্রুতিঃ—অন্যদেবাহুর্ব্বিদ্যয়াঽন্যদাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥১০॥**

অন্বয়ানুবাদ—জ্ঞান ও কর্ম্মের পৃথক্ ফল বলিবার অভিপ্রায়ে এই মন্ত্র বলিতেছেন—অন্যদেবাহুরিতি (বিদ্বাংসঃ—পণ্ডিতগণ) বিদ্যয়া

(কেবল-জ্ঞানের দ্বারা) অন্যদেব (একপ্রকার ফল) আহুঃ (বলিয়া থাকেন), অবিদ্যয়া (কেবল-কর্ম্ম দ্বারা সাধ্যফল) অন্যদেব (বিভিন্ন-প্রকার হয় বলেন) ; যে ধীরাঃ (যে আচার্য্যগণ) নঃ (আমাদিগকে) তদ্ (সেই পরমাত্মতত্ত্ব) বিচচক্ষিরে (ব্যাখ্যা করিয়াছেন), তেষাং ধীরাণাং (সেই ধীমান্‌দিগের নিকট) ইতি (এই বিদ্যা ও অবিদ্যার স্বরূপ ও ফল পরমাত্মতত্ত্ব হইতে পৃথক্) শুশ্রুম (আমরা শুনিয়াছি) ॥১০॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত বেদার্কদীধিতিঃ—পরমাত্মতত্ত্বং বিদ্যয়া অন্যৎ পৃথক্ ইতি ধীরাঃ আহুঃ অবিদ্যয়া চ পৃথক্ আহুঃ। যে ধীরাঃ পণ্ডিতাঃ তৎ তত্ত্বং নঃ অস্মান্ বিচচক্ষিরে ব্যাখ্যাতবন্তঃ তেষাং ধীরাণাং এতদ্বচনং বয়ং শুশ্রুম ॥১০॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত অনুবাদ—পরমাত্মতত্ত্ব বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয় হইতে পৃথক্, পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন। যে পণ্ডিতগণ আমাদিগকে তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে ঐ কথাটি আমরা শুনিয়াছি ॥১০॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত ভাবার্থ—আত্মা—চিদ্বস্তু। বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই পৃথক্। পরমাত্মাকে মায়া কিছুমাত্র আবিষ্ট করিতে পারে না। মায়া যখন কার্য্য করে, তখন পরমাত্মার স্বরূপশক্তি তাহাতে সামর্থ্য অর্পণ করিয়া থাকে। অতএব পরমাত্মা—মায়ার নিয়ন্তা। জীবাত্মা চিদ্বস্তু বটে, কিন্তু "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্প্যতে।" এই শ্বেতাশ্বতর-বচন দ্বারা জীবকে অণুচৈতন্য বলিয়া জানা যায়। জীবের বিভুতা না থাকায় তাঁহার মায়া কর্ত্তৃক বশ্যতা স্বীয় গঠন-সিদ্ধ। জীব মায়ার বশীভূত হইয়া শোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি অবিদ্যাবশে

জড়ময় অন্ধকারে ক্লেশ পান। ঐ ক্লেশ মোচনের জন্য যখন বিদ্যাকে আশ্রয় করেন, তখন নির্ব্বিশেষ-চিন্তা হইতে তাঁহার অধিকতর ক্লেশ হইয়া পড়ে। অতএব বেদ বলিতেছেন,—"হে জীব, তুমি যে আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধান কর, তাহা বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে পৃথক্" ॥১০॥

শ্রীমদ্‌বলদেব-ভাষ্যম্—জ্ঞান-কর্ম্মণোঃ ফলভেদমাহ,—অন্যদেবেতি। বিদ্যয়া জ্ঞানেনান্যদেব ফলং আহুঃ। অবিদ্যয়া কর্ম্মণা সাধ্যমন্যদেব ফলমাহুঃ। যদ্বা, বিদ্যয়াত্মজ্ঞানেনান্যদেব ফলমমৃতরূপমাহুর্ব্রহ্মবাদিনঃ অবিদ্যয়া কর্ম্মণা বান্যদেব ফলং পিতৃলোকাদিরূপমাহুর্বিদ্বাংসঃ। "কর্ম্মণা পিতৃলোকো বিদ্যয়া দেবলোকো, দেবলোকো বৈ লোকানাং শ্রেষ্ঠস্তস্মাদ্বিদ্যাং প্রশংসন্তি" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। কথমেতদবগতমিত্যাহ,—ইতীতি। ইত্যেবং শুশ্রুম শ্রুতবন্তো বয়ং ধীরাণাং ধীমতাং বচনম্। যে আচার্য্যা নোঽস্মভ্যং তৎ কর্ম্ম চ জ্ঞানঞ্চ স্বরূপফলতো বিচচক্ষিরে ব্যাখ্যাতবন্তস্তেষাময়মাগমঃ পারম্পর্য্যাগত ইতি ভাবঃ ॥১০॥

ভাষ্যানুবাদ—এক্ষণে জ্ঞান ও কর্ম্মের পৃথক্ পৃথক্ ফল বলিতেছেন —'অন্যদেব' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। 'বিদ্যয়া' জ্ঞানহেতুক ফল একপ্রকার হয়—ইহা পণ্ডিতগণ বলিতেছেন আর 'অবিদ্যয়া' কর্ম্মসাধ্য-ফল অন্যপ্রকার বলিয়া থাকেন। অথবা অন্যরূপ অর্থ—বিদ্যয়া—আত্মজ্ঞানজন্য অমৃতত্ব—মুক্তিরূপ ফল একপ্রকার হয়, এই কথা ব্রহ্মবাদীরা বলেন, আর অবিদ্যয়া—কর্ম্মণা বা অবিদ্যা অর্থাৎ কর্ম্ম দ্বারা পিতৃলোকাদিরূপ অপর প্রকার ফল পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। যেহেতু শ্রুতি আছে—'কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ' ইত্যাদি কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পিতৃলোকপ্রাপ্তি হয়; জ্ঞান দ্বারা দেবলোক হয়, প্রসিদ্ধি আছে—দেবলোক সকল লোকের শ্রেষ্ঠ, এজন্য পণ্ডিতগণ বিদ্যার প্রশংসা করেন ইত্যাদি। কিরূপে ইহা জ্ঞাত হইলে? তাহা বলিতেছেন—ইতি শুশ্রুম ইত্যাদি

বাক্য দ্বারা। ইতি—এইরূপই আমরা ধীমান্‌দিগের বাক্য শুনিয়াছি। যে—যাঁহারা অর্থাৎ যে সকল আচার্য্য, নঃ—আমাদিগকে, তৎ—সেই কর্ম্ম ও জ্ঞানের স্বরূপ ও তাহাদের ফলের কথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের এই শাস্ত্রজ্ঞান পরম্পরায় আসিয়াছে—ইহাই অভিপ্রায় ॥১০॥

তত্ত্বকণা—বর্ত্তমানে জ্ঞান ও কর্ম্মের ফলভেদ বলিতেছেন। জ্ঞান অর্থাৎ বিদ্যা এবং কর্ম্ম অর্থাৎ অবিদ্যা স্বরূপতঃ ও ফলতঃ পৃথক্। উভয় পরস্পর বিপরীত। পরমাত্মতত্ত্ব বা পরমাত্মোপাসনা এতদুভয় হইতে আবার পৃথক্।

অবিদ্যার উপাসনার নাম কর্ম্মোপাসনা, ইহার দ্বারা পিতৃলোক লাভ হইয়া থাকে এবং তৎলোকগত সুখাদি ভোগ হয়, শাস্ত্রও বলিয়াছেন—“কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ” কিন্তু ইহা অনিত্য এবং নিরতিশয় আনন্দহীন। এইজন্য বিদ্যার উপাসকগণ ইহা আকাঙ্ক্ষা করেন না।

বিদ্যার উপাসকগণ বিদ্যার অর্থাৎ জ্ঞানের উপাসনা করেন, এই জন্য ইহাদের নাম জ্ঞানোপাসক। শ্রুতি বলেন—কর্ম্মের দ্বারা যেমন পিতৃলোক প্রাপ্তি হয়, সেইরূপ বিদ্যার দ্বারা দেবলোক প্রাপ্তি ঘটে, যদিও দেবলোক অন্যান্য লোক হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিদ্যার প্রশংসা আছে কিন্তু এই সকল দেবলোকও ক্ষয়িষ্ণু; যেমন শ্রীগীতায় পাই —“আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনঃ” (গীঃ ৮।১৬)।

অতএব এই উভয়গতি মুক্তির কারণ নহে। বিশেষতঃ পরমাত্মার উপাসনায় দ্বারা পরমাত্মার লোক লাভ হয়; উহা নিত্য, শাশ্বত ও পরমানন্দময়। যেখানে গেলে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না, যেমন

শ্রীগীতায় পাই—"যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম" (গীঃ ৮।২১) এবং "মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্" (গীঃ ৯।২৫) ইত্যাদি।

মায়া উত্তরণের নামই মুক্তি। তাহা ভগবৎ-শরণাগতি ব্যতীত কাহারও পক্ষে লাভ করা সম্ভব নহে। কারণ শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" (গীঃ ৭।১৪)।

তবে যে শ্রুতি বলিয়াছেন—"বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে" অর্থাৎ বিদ্যা দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয়। এস্থলে বিদ্যা-শব্দের তাৎপর্য্য ভগবদ্ভক্তি, কারণ শাস্ত্র বলেন—"কৃষ্ণে যন্মতির্যয়া সা বিদ্যা" অথবা "যয়া-অক্ষরমধি-গম্যতে সা পরা" অর্থাৎ বিদ্যা আবার দুই প্রকার—পরা ও অপরা। তন্মধ্যে পরা বিদ্যাই কৃষ্ণানুশীলন। উহা কাম্যকর্ম্মময়ী অবিদ্যা ও কেবলজ্ঞানময়ী অপরা বিদ্যা হইতে শ্রেষ্ঠ।

শ্রীরায় রামানন্দ শ্রীমহাপ্রভুকে বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণভক্তিবিনা বিদ্যা নাহি আর" (চৈঃ চঃ মধ্যলীলা)



যাহারা বিদ্যার নামে বেদাদি আলোচনা করিয়াও অব্যক্তাসক্তচিত্ত, তাহাদের অধিকতর ক্লেশই হইয়া থাকে। যেমন শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্" (গীঃ ১২।৫)

শ্রীভগবান্ গীতাতে এ-কথাও বলিয়াছেন,—

"অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ" (গীঃ ৭।২৪)

সুতরাং নির্ব্বিশেষ-চিন্তাপরায়ণ ব্যক্তিগণ জ্ঞানকাণ্ডী, তাহারা প্রকৃত ব্রহ্মতত্ত্ব জানেন না বলিয়া ব্রহ্মবিৎ নহেন—ইহাই তাৎপর্য্য।

এই জাতীয় বিদ্যাও অবিদ্যারই তুল্য। এই বিদ্যা দ্বারা কখনও মায়া অতিক্রম করা যায় না। অধিকন্তু মায়ার অতিশয় নিকৃষ্ট প্রদেশে অর্থাৎ অন্ধতম প্রদেশে গমন করিতে হয়, যাহার অপর নাম আত্মবিনাশরূপ অপচেষ্টা। যাহাদিগকে আত্মহা বলা হয়।

একমাত্র ভক্তির দ্বারাই যথার্থতঃ অবিদ্যার নিবৃত্তি হয় এবং ভগবত্তত্ত্বের প্রাপ্তি ঘটে, ইহা গুরুপরম্পরায় উপদিষ্ট। যাঁহারা শ্রীভগবান্ হইতে গুরুপরম্পরাক্রমে আগত এই বাস্তব সত্যের বাণী শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করেন, তাঁহারাই শ্রুতি-কথিত এই তত্ত্ব বা সত্য জানিতে পারেন।

শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্যলীলা)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্‌গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ ॥"

(ভাঃ ১০।৫১।৫৩)

কৃষ্ণভক্তিই যে বিদ্যা, সে-বিষয়ে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুভাষ্যে পাই,—

"বিদ্যার শ্রেষ্ঠতা-বিষয়ক প্রশ্নে রায়ের উত্তর এই যে, কৃষ্ণভক্তি-বিদ্যাই সর্ব্বোত্তমা। জড়ভোগ-জননী বিদ্যা ও জড়াতীত ব্রহ্মবিদ্যা অপেক্ষা বিষ্ণুভক্তি-বিদ্যার উন্নতস্তরে কৃষ্ণভক্তি-বিদ্যা। (ভাঃ ৪।২৯।৪৭)—

"তৎ কর্ম্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।"; (ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪) —"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥ ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা। ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥"; (ভাঃ ১১।১৯।৪০)— "বিদ্যাত্মনি ভিদাবাধঃ" ॥১০॥

শ্রুতিঃ—বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে ॥১১॥

অন্বয়ানুবাদ—অতঃপর জ্ঞান-কর্ম্মের সমুচ্চয় বলিতেছেন—যঃ (যিনি) বিদ্যাং চ (জ্ঞানও) অবিদ্যাং চ (এবং কর্ম্মও) তৎ উভয়ং (সেই উভয়কে) সহ (মিলিতভাবে এক পুরুষ দ্বারা ক্রমান্বয়ে অনুষ্ঠেয়, ইহা) বেদ (জানেন) সঃ (তিনি) অবিদ্যয়া (অবিদ্যার সহিত বুদ্ধিদ্বারা কৃত কর্ম্মের) মৃত্যুং (মৃত্যুজনক অন্তঃকরণের মলকে) তীর্ত্বা (উত্তীর্ণ হইয়া অর্থাৎ অন্তঃকরণ-মল বিনাশ করিয়া অন্তঃশুদ্ধি-বলে) বিদ্যয়া (আত্ম-জ্ঞান লাভ করিয়া অর্থাৎ ভগবৎ-সম্বন্ধ-জ্ঞানের দ্বারা) অমৃতম্ (মুক্তি) অশ্নুতে (প্রাপ্ত হন) ॥১১॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত বেদার্কদীধিতিঃ—যঃ আত্মতত্ত্বং বিদ্যাম্ অবিদ্যাম্ উভয়ং বেদ স অবিদ্যয়া সহ মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া সহ অমৃতম্ অশ্নুতে ॥১১॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত অনুবাদ—যিনি আত্মতত্ত্বকে বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয় স্বরূপে জানেন, তিনি অবিদ্যার সহিত মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যার সহিত অমৃত ভোগ করেন ॥১১॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত ভাবার্থ—বিদ্যা ও অবিদ্যার আশ্রয় যে মায়া, তাহা পরমাত্মার চিচ্ছক্তি হইতে পৃথক্ নয়, তাঁহার ছায়ারূপ বিকৃতি মাত্র। ছায়াতে যাহা যাহা থাকে, তাহা মূলতত্ত্বে সম্পূর্ণভাবে এবং নির্দ্দোষভাবে অবস্থিত। অতএব চিচ্ছক্তিতে যে বিদ্যা ও অবিদ্যার উপাদেয় আদর্শ আছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? জীব যদি সেই আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া মায়ান্তর্গত বিদ্যা ও অবিদ্যার বিকৃতি নাশে যত্ন পান, তবে তিনি চিচ্ছক্তিগত বিশেষ ধর্ম্মকে দেখিতে পারেন। সেই বিশেষ অবলম্বন করিলে আর নির্ব্বিশেষ লক্ষণ জড়বিদ্যার হস্তে বিনাশ ঘটে না। মায়াগত বিদ্যা জড় বিশেষ হইতে জীবকে অমৃতের প্রতি লইয়া যাইবে। মায়াগত অবিদ্যা স্বীয় উপাদেয় আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া নিজে আদর্শতত্ত্বে পরিণত হইবে। তাহা হইলে জীবের অপ্রাকৃত স্বরূপ, পরমেশ্বরের অপ্রাকৃত স্বরূপ, তদুভয়ের অপ্রাকৃত সম্বন্ধ দেদীপ্যমান হইয়া চিদ্গত পরমরসের উদ্ভাবন করিবে ॥১১॥

শ্রীমদ্বলদেব-ভাষ্যম্—সমুচ্চয়মাহ,—বিদ্যামিতি। বিদ্যাঞ্চ জ্ঞানঞ্চ অবিদ্যাঞ্চ কর্ম্ম চ যৎ তদেতদুভয়ং সহ একেন পুরুষেণানুষ্ঠেয়ং যো বেদ জানাতি। যদ্বা, বিদ্যা আত্মজ্ঞানং অবিদ্যা তৎসাধনভূতং কর্ম্ম চ দ্বয়ং পরস্পরসমুচ্চয়ার্থং তদুভয়ং সহ পুরুষার্থহেতুত্বেন সহ যো বেদ একেনৈব পুরুষেণানুষ্ঠেয়মিতি জানাতি সঃ অবিদ্যয়া ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যা কৃতানামগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মণাং মৃত্যুং মারকং অন্তঃকরণমলং তীর্ত্বা অন্তঃশুদ্ধ্যা কৃতকৃত্যো ভূত্বা বিদ্যয়াত্মজ্ঞানেনামৃতত্বং মোক্ষমশ্নুতে প্রাপ্নোতি ॥১১॥

ভাষ্যানুবাদ—জ্ঞান-কর্ম্মের সমুচ্চয় বলিতেছেন—বিদ্যাঞ্চ ইত্যাদি দ্বারা। বিদ্যাঞ্চ—জ্ঞানও, অবিদ্যাঞ্চ—কর্ম্মও, তদেতদুভয়ং—সেই এই দুইটিই, সহ অর্থাৎ এক পুরুষ দ্বারা অনুষ্ঠেয়, বিদ্যাও যেমন অনুষ্ঠেয়,

কর্ম্মও সেইপ্রকার আচরণীয়, ইহা যিনি জানেন। অথবা এইরূপ অর্থ—বিদ্যা—আত্মজ্ঞান, অবিদ্যা—সেই জ্ঞানের সাধনভূত কর্ম্ম, মন্ত্রোক্ত দুইটি 'চ কার' পরস্পর সাহিত্য-বোধনার্থ প্রযুক্ত, তদুভয়ং সেই বিদ্যা ও অবিদ্যা দুইটিই পুরুষার্থ অর্থাৎ মুক্তির হেতুরূপে যে ব্যক্তি সহ—একই পুরুষ দ্বারা অনুষ্ঠেয়, ইহা জানেন, তিনি অবিদ্যয়া—ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিদ্বারা অর্থাৎ তাঁহার প্রীত্যর্থে সমস্ত অগ্নিহোত্রাদি কৃত কর্ম্মের মারক অর্থাৎ মৃত্যু বা সংসারের কারণ অন্তঃকরণ-মলকে, তীর্ত্বা—বিনাশ করিয়া অর্থাৎ অন্তঃকরণ শুদ্ধির ফলে কৃতকৃতার্থ হইয়া বিদ্যয়া অর্থাৎ আত্মজ্ঞান দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করেন ॥১১॥

শ্রীমাধ্বভাষ্যম্—"অন্যথোপাসকা যে তু তমোঽন্ধং যান্ত্যসংশয়ম্। ততোঽধিকমিবাব্যক্তং যান্তি তেষামনিন্দকাঃ। তস্মাদ্ যথা স্বরূপং চ নারায়ণমনাময়ম্। অযথার্থস্য নিন্দাং চ যে বিদুঃ সহ সজ্জনাঃ॥ তে নিন্দয়া যথার্থস্য দুঃখাজ্ঞানাদিরূপিণঃ। দুঃখাজ্ঞানাদি সংতীর্ণাঃ সুখ-জ্ঞানাদিরূপিণঃ॥ যথার্থস্য পরিজ্ঞানাৎ সুখজ্ঞানাদিরূপতাম্। যান্তীতি শেষঃ। ৯—১১॥

তত্ত্বকণা—বিদ্যা ও অবিদ্যা দুইটিই মায়ার বৃত্তি। মায়া আবার পরমাত্মার চিচ্ছক্তির ছায়ারূপে পরিচিতা। মায়াবদ্ধ জীবগণ কেহ অবিদ্যার উপাসক হইয়া স্বর্গাদি-প্রাপক কর্ম্মানুষ্ঠান করেন আর কেহ কেহ বিদ্যার উপাসক হইয়া জড়-বিশেষ-রাহিত্যের জন্য যত্ন-বান্ হন। কিন্তু যিনি এই উভয় মার্গকেই মিলিতভাবে পরমাত্মার সেবানুকূল্যে অনুষ্ঠেয় বলিয়া জানিতে পারেন। তিনি কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিরূপা ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধি দ্বারা কৃত নিষ্কাম বৈদিক ও স্মার্ত্ত কর্ম্ম-সমূহের মৃত্যুজনক চিত্তের মালিন্য অতিক্রম পূর্ব্বক শুদ্ধান্তঃকরণে

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির সহায়তায় বিদ্যা দ্বারা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা মুক্তিলাভ করিতে পারেন।

অবশ্য শ্রীভগবানের চিচ্ছক্তিগত পরা বিদ্যার আশ্রয় লাভ করিতে পারিলে কিন্তু জীব নিজ অপ্রাকৃত স্বরূপ ও শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ ও লীলাময় স্বরূপের তত্ত্ব অবগত হইয়া উভয়ের নিত্য সম্বন্ধ লাভ করতঃ নিত্য চিন্ময় পরম রসের আস্বাদন করিতে সমর্থ হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতেও ব্রহ্মার বাক্যে পাই,—

"পুংসামতো বিবিধকর্ম্মভিরধ্বরাদ্যৈ-
র্দানেন চোগ্রতপসা পরিচর্য্যয়া চ।
আরাধনং ভগবতস্তব সৎক্রিয়ার্থো
ধর্ম্মোঽর্পিতঃ কর্হিচিন্ ম্রিয়তে ন যত্র॥"
"শশ্বৎ স্বরূপমহসৈব নিপীতভেদ-
মোহায় বোধধিষণায় নমঃ পরস্মৈ।
বিশ্বোদ্ভবস্থিতিলয়েষু নিমিত্তলীলা-
রাসায় তে নম ইদং চকমেশ্বরায়॥"

(ভাঃ ৩।৯।১৩-১৪) ॥১১॥

শ্রুতিঃ—অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে-তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ॥১২॥

অন্বয়ানুবাদ—যে (যে সকল ব্যক্তি) অসম্ভূতিম্ (সম্ভূতি—উৎপত্তি অথবা উৎপত্তিবিশিষ্টা যে নহে, সেই প্রকৃতিকে অর্থাৎ অবিদ্যা, কামনা ও কর্ম্মের নিদানস্বরূপ প্রকৃতিকে) উপাসতে

(আরাধনা করে, তাহারা) অন্ধং তমঃ (অজ্ঞান-অন্ধকার অর্থাৎ সংসার-রূপ জন্মমৃত্যু-ধারা প্রাপ্ত হয়) যে উ (কিন্তু যাহারা) সম্ভূত্যাং (কার্য্য-ব্রহ্ম—হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতিতে) রতাঃ (নিযুক্ত অর্থাৎ তাঁহাদের উপাসনায় নিযুক্ত) তে (তাহারা) ততঃ (তাহা হইতেও) ভূয়ঃ ইব (অধিকতরই) তমঃ (সংসারান্ধকারে প্রবেশ করে) ৷১২৷

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত বেদার্কদীধিতিঃ—যে অসম্ভূতিম্ উপাসতে তে অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি। যে সম্ভূত্যাং রতাঃ তে ততঃ তস্মাৎ ভূয়ঃ অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি ৷ ১২৷

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত অনুবাদ—যাঁহারা অসম্ভূতির উপাসনা করেন, তাঁহারা অন্ধতমে প্রবেশ করেন, আর যাঁহারা সম্ভূতিতে রত, তাঁহারা তাহা হইতে অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করেন ৷১২৷

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত ভাবার্থ—বস্তুর বিশেষ লোপ হইলে তাহার অসম্ভূতি হয়, এরূপ বলা যায়। লয় ও বিনাশ প্রভৃতি দ্বারা অসম্ভূতি হয়। যাঁহারা নির্ব্বিশেষ অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা অসম্ভূতির উপাসক; সুতরাং তাঁহারা অন্ধকারে প্রবেশ করেন। জীবাত্মার সত্তা লোপ হইলে যে কি হয়, তাহা কখনই বোধগম্য হয় না। অতএব তাহাতে আলোকমাত্র থাকে না। যাঁহারা সম্ভূতি অর্থাৎ জড়-সত্তায় রত, তাঁহারা আত্মতত্ত্ব হইতে অত্যন্ত দূরীভূত হইয়া ঘোর অন্ধকারে থাকেন ৷১২৷

শ্রীমদ্বলদেব-ভাষ্যম্—অধুনা ব্যাকৃতাব্যাকৃতোপাসনয়োঃ সমুচ্চি-চীষয়া প্রত্যেকং নিন্দোচ্যতে। যে অসম্ভূতিং সম্ভবনং সম্ভূতিঃ

কার্য্যস্যোৎপত্তিকৃৎপত্তিবিশিষ্টা বা তস্যা অন্যা অসম্ভূতিঃ প্রকৃতিঃ কারণং তাং অব্যাকৃতাখ্যাং অবিদ্যাকামকর্ম্মবীজভূতামদর্শনাত্মিকাং উপাসতে তে তদনুরূপমেবান্ধং তমঃ প্রবিশন্তি সংসারমেব প্রাপ্নুবন্তি। যে তু সম্ভূত্যাং কার্য্যব্রহ্মণি হিরণ্যগর্ভাদৌ উ এব রতাস্তে ততস্তস্মাদপি ভূয়ঃ বহুতরমিব এব তমঃ প্রবিশন্তি ॥১২॥

ভাষ্যানুবাদ—এক্ষণে ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতি ও কার্য্যব্রহ্ম—হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনার সমুচ্চয় দেখাইবার মানসে পৃথক্ পৃথক্ উপাসনার নিন্দা করিতেছেন—'অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি' ইত্যাদি শ্রুতি। যাহারা অসম্ভূতিং—কার্য্যের উৎপত্তিরূপ সম্ভবন অথবা যাহা উৎপত্তিবিশিষ্ট তাহা হইতে ভিন্ন অর্থাৎ কারণস্বরূপা অব্যাকৃত-নাম্নী প্রকৃতি, যাহা জীবের অবিদ্যা, কামনা ও কর্ম্মের নিদান, ব্রহ্ম-দর্শনের বিরোধী-তত্ত্ব তাহাকে উপাসনা করে অর্থাৎ প্রাকৃতিক বস্তুতে আসক্ত তাহারা তাহার অনুরূপ অবস্থা সংসাররূপ অন্ধকারই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যাহারা সম্ভূতি অর্থাৎ- কার্য্য-ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি দেবতার উপাসনায়ই রত, তাহারা ততোঽধিক ঘোরের মত প্রতীয়মান অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয় ॥১২॥

তত্ত্বকণা—এক্ষণে ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত উপাসনার সমুচ্চয়ের বৈশিষ্ট্য বর্ণনাভিপ্রায়ে পৃথক্ পৃথক্ উপাসনার নিন্দা করিতে গিয়া বলিতেছেন যে, কর্ম্ম ও জ্ঞান ক্রমান্বয়ে অনুষ্ঠেয় অবগত হইয়াও যাহারা কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক কেবল জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভের যত্ন করে, তাহারা চিত্তশুদ্ধির অভাবে গাঢ় তামস লোকে গমন করিয়া থাকে। আর যাহারা জ্ঞানের অনাদর পূর্ব্বক কেবল কর্ম্মদ্বারা ভোগসাধন-কর্ম্মে আসক্ত হইয়া বিষয় ভোগের নিমিত্ত যত্ন করে, তাহারা কিন্তু

তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে তদপেক্ষা আরও ঘোরতর তামসলোকে গমন করে।

যখন কোন পদার্থের অভিব্যক্তি হয় নাই, তাদৃশাবস্থাপন্নকেই পরিণত জগতের আদি কারণ প্রকৃতি বলা হয়, এই প্রকৃতিই জীবের অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্মের মূল এবং ব্রহ্মদর্শনেরও আবরণ-শক্তিরূপা, সেই প্রকৃতিকেই যাহারা ব্রহ্মবোধে উপাসনা করে অর্থাৎ প্রকৃতিই একমাত্র আদিতত্ত্ব, এইজ্ঞানে তন্নিষ্ঠ হইয়া থাকে, তাহারা সেই প্রকৃতির উপাসনার ফলে প্রকৃতির অন্ধকারময় তামস লোকে গমন করে, যেখানে ব্রহ্মজ্যোতির কোনও প্রকাশ নাই, যে স্থান কেবল জড়, অন্ধকারময়, সেখানে গেলে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা তো দূরের কথা, অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্মজনিত সংসারই পুনঃ পুনঃ লাভ হয়। যদিও তাহারা নির্ব্বিশেষগতি লাভের আশায়, লয় ও বিনাশ-সাধক অসম্ভূতি অর্থাৎ প্রকৃতির উপাসক।

এতদপেক্ষা অধিকতর অন্ধকারময় লোক তাহারা লাভ করে, যাহারা কিন্তু কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভাদিকে ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করিয়া থাকে। তাহারা হিরণ্যগর্ভ, রুদ্র, ইন্দ্র প্রভৃতিকে যাগযজ্ঞাদি দ্বারা তৃপ্ত করিবার যত্ন করে। কিন্তু ইহার ফলে তাহারা যে লোক লাভ করে, তাহা আরও ভীষণ, সেই সকল লোক ক্ষয়িষ্ণু, উহা অতিশয় ভোগসম্পন্ন হইলেও পুণ্যক্ষয়ে তল্লোকবাসিগণ মর্ত্ত্যে পুনরা-গমন পূর্ব্বক অপূর্ণকাম হইয়া পুনঃ পুনঃ কর্ম্মানুষ্ঠান-জনিত ক্লেশ ভোগ করিতে থাকে। তাহারা আত্মতত্ত্বজ্ঞান হইতে অত্যন্ত দূরীভূত হইয়া সম্ভূতির উপাসনার ফলস্বরূপে ঘোর অন্ধকারময় তামসলোকাদিতে গমনাগমন করিতে বাধ্য হয়।

কেবলকাম্যকর্ম্মীর গতি-সম্বন্ধে শ্রীভাগবতেও পাই,—

"অথ যো গৃহমেধীয়ান্ ধর্ম্মানেবাবসন্ গৃহে।
কামমর্থঞ্চ ধর্ম্মান্ স্বান্ দোগ্ধি ভূয়ঃ পিপর্ত্তি তান্॥
স চাপি ভগবদ্ধর্ম্মাৎ কামমূঢ়ঃ পরাঙ্মুখঃ।
যজতে ক্রতুভির্দেবান্ পিতৄংশ্চ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ॥
তৎশ্রদ্ধয়াক্রান্তমতিঃ পিতৃদেবব্রতঃ পুমান্।
গত্বা চান্দ্রমসং লোকং সোমপাঃ পুনরেষ্যতি॥"
(ভাঃ ৩।৩২।১-৩)

পুনরায় কেবল-জ্ঞানীর গতি সম্বন্ধেও পাই,—

"শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥" (ভাঃ ১০।১৪।৪)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীভাগবতের (২।১০।৩৩-৩৫) এবং শ্রীগীতার (১২।৫) আলোচ্য ॥১২॥

**শ্রুতিঃ—অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥১৩॥**

অন্বয়ানুবাদ—আত্মতত্ত্ব এই উভয় হইতে ভিন্ন, কারণ আত্ম-তত্ত্বের উপাসনার ফল একপ্রকার, যাহা সম্ভূতির ও অসম্ভূতির পৃথগ্‌ভাবে দুইয়ের উপাসনার ফল হইতে ভিন্ন, ইহাই বলিতেছেন—সম্ভবাৎ (কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনার ফল) অন্যদেব (স্বতন্ত্রই, যাহা অত্যধিক তমোমধ্যে প্রবেশস্বরূপ), আহুঃ (পণ্ডিতগণ

বলিয়া থাকেন) আবার অসম্ভবাৎ (প্রকৃতির অর্থাৎ অব্যাকৃতের উপাসনার ফল) অন্যদেব আহুঃ (অন্য প্রকারই হয়, অন্ধতমঃ-প্রাপ্তি যাহা পূর্ব্ব শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, ইহাও পণ্ডিতগণ বলেন); ইতি (এইপ্রকার বাক্য) ধীরাণাং (তত্ত্বজ্ঞানীদিগের নিকট হইতে) শুশ্রুম (আমরা শুনিয়াছি) (সকল পণ্ডিতদিগের নিকট তাহা জানি নাই কিন্তু তত্ত্ববিদ্গণের নিকট হইতেই—এই কথা বলিতেছেন)—যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে—যে (যাঁহারা) নঃ (আমাদিগকে) তৎ (সেই দুই উপাসনার পৃথক্ পৃথক্ ফল) বিচচক্ষিরে (ব্যাখ্যা করিয়াছেন) ॥১৩॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত বেদার্কদীধিতিঃ—আত্মতত্ত্বং সম্ভবাদন্যৎ এব আহুঃ। অসম্ভবাৎ অন্যৎ এব আহুঃ, যে ধীরা অস্মান্ তৎ ব্যাখ্যাতবন্তঃ তেষাং এতৎ বচনং বয়ং শুশ্রুম ॥১৩॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত অনুবাদ—আত্মতত্ত্ব সম্ভূতি ও অসম্ভূতি উভয় হইতে পৃথক্। তত্ত্বজ্ঞানীদিগের এই বচন আমরা শ্রবণ করিয়াছি ॥১৩॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত ভাবার্থ—জড়-জগতে জন্ম ও বিনাশ, উৎপত্তি ও লয়, সম্ভূতি ও অসম্ভূতি—এই দু'য়ের যে ভাব হৃদ্গম্য হয়, তাহা আত্মতত্ত্বকে স্পর্শ করে না। আত্মতত্ত্বে জন্ম, বিনাশ নাই, তাহা নিত্য। জীব নিত্য, তাহার উৎপত্তি ও লয় যাহারা মনে করে, তাহারা জীবতত্ত্বের কিছুই জানে না। জীবের জড়-সম্বন্ধ বিচ্ছেদের নাম মুক্তি ॥১৩॥

শ্রীমদ্বলদেব-ভাষ্যম্—অথোভয়োরুপাসনয়োঃ সমুচ্চয়কারণমবয়বতঃ ফলভেদমাহ,—অন্যদেবেতি। সম্ভবাৎ সম্ভূতেঃ কার্য্যব্রহ্মোপাসনাদন্য-

৬

দেব পৃথগেব অন্ধতরতমঃ প্রবেশলক্ষণং ফলমাহুঃ কথয়ন্তি ধীরাঃ। তথা অসম্ভবাদসম্ভূতেরব্যাকৃতোপাসনাদন্যদেব ফলমুক্তমন্ধং তমঃ প্রবিশন্তীত্যাহুঃ। ইত্যেবংবিধং ধীরাণাং ধীমতাং বচঃ শুশ্রুম বয়ং শ্রুতবন্তঃ। যে ধীরাঃ নোঽস্মাকং তৎ পূর্ব্বসম্ভূত্যসম্ভূত্যুপাসনফলং বিচচক্ষিরে ব্যাখ্যাতবন্তঃ ॥১৩॥

ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর শ্রুতি উভয় উপাসনার সমুচ্চয়কারণ এবং স্বরূপতঃ ফলভেদ বলিতেছেন—ইহা 'অন্যদেবাহুঃ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। সম্ভবাৎ—যাহা উৎপন্ন বা উৎপত্তিবিশিষ্ট কার্য্যব্রহ্ম—সেই হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতির উপাসনার ফল, অন্যদেব—পৃথকই, ইহা আত্মতত্ত্বজ্ঞানের ফল নহে, কারণ ইহাতে আত্মতত্ত্বজ্ঞানহীন অনিত্য, অতিশয়যুক্ত অধিক অন্ধকারময় লোকে প্রবেশ হয়, ইহা তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন; আবার অসম্ভব অর্থাৎ অব্যাকৃত-পদবাচ্য প্রকৃতির উপাসনার ফল প্রকৃতিস্বরূপ-প্রাপ্তি হইলেও উহা অবিদ্যা-কামকর্ম্মময় এবং লয়যুক্ত স্মৃতরাং তাহাও অন্যপ্রকার—অন্ধতমঃস্বরূপ, ইহাও ধীরগণ বলিতেছেন। ধীমান্ সেইসকল ব্যক্তিদিগের এইরূপ বাক্য আমরা শুনিয়াছি। তাঁহারা কে? যাঁহারা আমাদিগকে এককালে সম্ভূতি ও অসম্ভূতির উপাসনার ফল ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥১৩॥

শ্রীমাধ্বভাষ্যম্—এবং চ সৃষ্টিকর্তৃত্বং নাঙ্গীকুর্ব্বন্তি যে হরেঃ। তেঽপি যান্তি তমো ঘোরং তথা সংহারকর্ত্তৃতাম্। নাঙ্গীকুর্ব্বন্তি তেঽপ্যেবং তস্মাৎ সর্ব্বগুণাত্মকম্। সর্ব্বকর্ত্তারমীশেশং সর্ব্বসংহারকারণম্ ॥১২—১৩॥

তত্ত্বকণা—আত্মতত্ত্ব জড়ও নহে, উৎপত্তি-বিনাশবিশিষ্টও নহে

এবং পূর্ব্বোক্ত সম্ভূতি ও অসম্ভূতির অন্তর্গতও নহে। তাহা জ্যোতির্ম্ময়, শাশ্বত ও প্রপঞ্চাতীত। একনিষ্ঠভাবে যাঁহার উপাসনা করা হয়, তাঁহার সারূপ্য লাভ হয়, ইহাই শুনা যায়। অব্যাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতি মূলতঃ শক্তিবিচারে নিত্যা হইলেও উহা জড়, কার্য্য-কারণের অভেদ-সম্বন্ধ থাকায় অবিদ্যা, কাম, কর্ম্মের মূলীভূত সেই প্রকৃতি অবিদ্যাদিময়ী সুতরাং দুঃখস্বরূপা। তাহার লয়ও শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, অতএব অব্যাকৃতের উপাসনা জীবকে সংসারদুঃখ হইতে পরিত্রাণ করে না বা নিত্যসুখ দিতে পারে না।

জীব স্বরূপতঃ নিত্য ও চিদানন্দময় কিন্তু পরমাত্মসেবাবিমুখ হইয়া মায়াবদ্ধ হওয়ায় প্রাকৃত স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহাদির উপর আত্মাভিমানবশতঃই অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত থাকে ও সংসারে কর্ম্মভোগ করে। প্রকৃতি—আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা সুতরাং আবরণীশক্তিদ্বারা অণুচৈতন্য মায়াবদ্ধ জীবের স্বরূপকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে এবং বিক্ষেপশক্তি দ্বারা অতদ্বস্তুতে তত্ত্বজ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। শুদ্ধতত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত এই অবিদ্যার নিবৃত্তি হয় না। এজন্য প্রকৃতির উপাসনা অন্ধতমঃ প্রবেশের কারণ।

আবার যাঁহারা যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মকেই মুক্তির কারণ বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা ভ্রমে পতিত হন। কারণ উহাতে যেমন ক্লেশ সেরূপ অনিত্যতাও অত্যধিক। যাগযজ্ঞ—ঈশ্বরবোধে ইন্দ্র-ব্রহ্মাদির উপাসনাপদবাচ্য। ইহার ফলে বিভিন্ন লোকপ্রাপ্তি হইলেও তাহা প্রকৃতি-লয়াপেক্ষা অত্যধিক লয়বিশিষ্ট। শ্রীগীতা বলেন—"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।" (গীঃ ৮।১৬), আর ইহা ঈর্ষাদিযুক্তও, যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে পাই—"এবং লোকং পরং বিদ্যান্নশ্বরং কর্ম্মনির্ম্মিতম্। সতুল্যাতিশয়ধ্বংসং যথা মণ্ডলবর্ত্তিনাম্" (ভাঃ ১১।৩।২০)।

এ-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।৬।১৮-১৯ শ্লোকও আলোচ্য। এতদ্ব্যতীত যাগযজ্ঞাদিতে ক্লেশও প্রচুর এবং জন্ম-মৃত্যুও অনিবার্য্য। সুতরাং আত্মতত্ত্বের বিষয় জানিতে হইলে তত্ত্বজ্ঞপুরুষের নিকট শ্রবণ করিতে হয়। কেবল পণ্ডিত হইলেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। তত্ত্ববিৎ ব্যক্তিগণের নিকটই জানিতে পারা যায় যে, আত্মতত্ত্ব সম্ভূতি ও অসম্ভূতি হইতে পৃথক্ এবং উহাদের উপাসনার ফলও পৃথক্।

শ্রীভগবান্‌ও বলেন,—

"জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সার্থায় পুরুষস্যাত্মদর্শনম্।
যদাহুর্বর্ণয়ে তৎ তে হৃদয়গ্রন্থিভেদনম্॥
অনাদিরাত্মা পুরুষো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
প্রত্যগ্ধামা স্বয়ংজ্যোতির্বিশ্বং যেন সমন্বিতম্॥"
(ভাঃ ৩।২৬।২-৩)

আত্মতত্ত্ব আবার দ্বিবিধ। পরমাত্মা ও জীবাত্মা। পরমাত্মা বিভু, সচ্চিদানন্দময় মায়াধীশ, মায়া তাঁহার অধীনা। সুতরাং তিনি কখনও মায়াবশ হন না। আর জীবাত্মা সচ্চিদানন্দ হইলেও অণুচৈতন্য; সুতরাং মায়াবশযোগ্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে-জীবে ভেদ।"

আরও পাই,—

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন,—

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াঽতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥"
(ভাঃ ১১।২।৩৭)

শ্রীমহাপ্রভু বলেন,—

"তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০ পরিচ্ছেদ)

প্রকৃতি-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যৎ তৎ ত্রিগুণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্।
প্রধানং প্রকৃতিং প্রাহুরবিশেষং বিশেষবৎ॥"
(ভাঃ ৩।২৬।১০)॥১৩॥

শ্রুতিঃ—সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যাঽমৃতমশ্নুতে ॥১৪॥

অন্বয়ানুবাদ—যঃ (যে ব্যক্তি) সম্ভূতিম্ অর্থাৎ ছান্দস অকার প্রশ্লেষদ্বারা অসম্ভূতিম্ (উৎপত্তিহীন প্রকৃতিকে) এবং বিনাশং চ (বিনাশশীল হিরণ্যগর্ত্তকে) তদ্ উভয়ং (সেই দুইটি) সহ (উভয়াত্মকভাবে আত্মতত্ত্বকে) বেদ (জানে) (তাহার সেই উপাসনার ফলে) সঃ (সেই ব্যক্তি) বিনাশেন (বিনাশী হিরণ্যগর্ব্বের উপাসনা দ্বারা) মৃত্যুং (অনৈশ্বর্য্য প্রভৃতি) তীর্ত্বা (অতিক্রম করিয়া) অসম্ভূত্যা (অব্যাকৃত—প্রকৃতির উপাসনা দ্বারা) অমৃতং (প্রকৃতিলয়রূপ মুক্তি) অশ্নুতে (প্রাপ্ত হয়)॥১৪॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত বেদার্কদীধিতিঃ—যঃ ' আত্মতত্ত্বং সম্ভূতিং বিনাশঞ্চ উভয়াত্মকম্। ইতি বেদ স বিনাশেন মৃত্যুন্তীর্ত্বা সম্ভূত্যাম্ অমৃতম্ অশ্নুতে ॥১৪॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত অনুবাদ—যিনি সম্ভূতি ও বিনাশ এতদুভয়াত্মক বলিয়া আত্মতত্ত্বকে জানেন, তিনি বিনাশের দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া চিৎ সম্ভূতিতে অমৃত ভোগ করেন ॥১৪॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত ভাবার্থ—জড়-সঙ্গই জীবের বন্ধন ও মৃত্যু। অতএব যিনি জড়-বিচ্ছেদরূপ বিনাশকে লাভ করেন, তিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। তাহা হইলে চিৎ সম্ভূতি অর্থাৎ চিৎ সত্তায় চিন্ময় রসামৃত ভোগ করিয়া থাকেন। অতএব জড় হইতে অসম্ভূতি লাভ করতঃ চিত্তত্ত্বে সম্ভূতি লাভ না করিতে পারিলে সর্ব্বনাশ হয় ॥১৪॥

শ্রীমদ্বলদেব-ভাষ্যম্—যত এবমতঃ সমুচ্চয়ঃ সম্ভূত্যসম্ভূত্যুপাসনয়োর্যুক্ত একৈকপুরুষার্থত্বাচ্চেত্যাহ,—সম্ভূতিঞ্চেতি। সম্ভূতিং অসম্ভূতিং প্রকৃতিঞ্চ অকারলোপশ্ছান্দসঃ। বিনাশং বিনশ্বরং হিরণ্যগর্ত্তঞ্চ যঃ তৎ বেদ উভয়ং সহ বিনাশো ধর্ম্মো যস্য কার্য্যস্য তেন ধর্ম্মিণাভেদেনোচ্যতে বিনাশ ইতি। তেন বিনাশেন হিরণ্যগর্ত্তোপাসনেন মৃত্যুমনৈশ্বর্য্যাদি তীর্ত্বা অতীত্য অসম্ভূত্যা অব্যাকৃতোপাসনেনামৃতং আপেক্ষিকং প্রকৃতিলয়লক্ষণমশ্নুতে সমুচ্চয়োপাসনায়াস্তু অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যলক্ষণং শুভফলং ভাবীতি বোধ্যম্ ॥১৪॥

ভাষ্যানুবাদ—যেহেতু সম্ভূতি ও অসম্ভূতির উপাসনার ফল এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন, অতএব উহাদের সমুচ্চিতভাবে উপাসনা যুক্তিযুক্ত,

কারণ ইহারা এক এক প্রকার পুরুষার্থ দান করে—এই কথাই এই মন্ত্র বলিতেছেন—সম্ভূতিঞ্চ ইত্যাদি। সম্ভূতিং পদটির ছান্দস অকার লোপ হইয়াছে এজন্য অসম্ভূতিম্ তাহার অর্থ যাহার উৎপত্তি হয় না, সেই নিত্যা প্রকৃতিকে, ও 'বিনাশম্' অর্থাৎ বিনশ্বর (নাশশীল হিরণ্যগর্ব্ভকে), যে ব্যক্তি সেই দুইটি 'সহ' সহিতভাবে পৃথক্ পৃথক্ভাবে নহে, বেদ—জানে অর্থাৎ উপাসনা করে। আপত্তি এই—বিনাশ শব্দের অর্থ বিনাশী হইল কেন? বিনাশ ধর্ম্ম অর্থাৎ অবস্থা যাহার এই অর্থে কার্য্যকে বিনাশ বলা হইয়াছে, সেই কার্য্যের সহিত তদ্রূপ ধর্ম্মবান্‌কেও অভিন্নরূপে বলা হইল। সেই বিনাশ অর্থাৎ বিনাশ-বিশিষ্ট ব্রহ্মার উপাসনা দ্বারা অনীশ্বরত্বাদি মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ ঈশ্বরত্বাদি হিরণ্যগর্ভের ধর্ম্মপ্রাপ্ত হইয়া, অসম্ভূত্যা—উৎপত্তিহীন অব্যাকৃত প্রকৃতির উপাসনার ফলে আপেক্ষিক অমৃত—সম্পূর্ণ মুক্তি নহে কিন্তু জন্ম-গ্রহণাভাবাদিরূপ প্রকৃতি লয় প্রাপ্ত হয়। এই সমুচ্চয় উপাসনায় কিন্তু অণিমাদি ঐশ্বর্য্যরূপ শুভফল হয়, ইহা জানিবে ॥১৪॥

শ্রীমাধ্বভাষ্যম্—যো বেদ সংহৃতিজ্ঞানাদ্দেহবন্ধাদ্বিমুচ্যতে। সুখ-জ্ঞানাদিকর্ত্তৃত্বজ্ঞানাত্তদ্ব্যক্তি মা ব্রজেৎ ॥ সর্ব্বদোষ-বিনির্ম্মুক্তং গুণরূপং জনার্দ্দনম্। যানি যান্যগুণানাঞ্চ ভাগহানিং প্রকল্পয়েৎ ॥ ন মুক্তা-নামপি হরেঃ সাম্যং বিষ্ণোরভিন্নতাম্। নৈব প্রচিন্তয়েত্তস্মাৎ প্রহ্লাদৈঃ সাম্যমেব বা ॥ মানুষাদিবিরিঞ্চান্তং তারতম্যবিমুক্তিকম্। ততো বিষ্ণোঃ পরোৎকর্ষং সম্যগ্ জ্ঞাত্বা বিমুচ্যত ইতি কৌর্ম্মে ॥১৪॥

তত্ত্বকণা—উপাসনা দুই প্রকার। সম্ভূতির অর্থাৎ যাহাদের উৎপত্তি আছে, সেই হিরণ্যগর্ব্ভাদি দেবতার উপাসনারূপ কর্ম্মযজ্ঞ একপ্রকার এবং অন্যপ্রকার—অসম্ভূতি অর্থাৎ অব্যাকৃত—প্রকৃতির উপাসনা, যাহাকে জ্ঞানযজ্ঞ বলা হয়। এই দুইটি উপাসনার ফল

পৃথক্ পৃথক্। তন্মধ্যে সম্ভূতির উপাসনার ফলে সেই সেই দেবতার লোক লাভ কিন্তু সেই দেবতাদিগের অনিত্যতাহেতু উপাসকদিগেরও অনিত্যতা ঘটে। কিন্তু অসম্ভূতির অর্থাৎ অব্যাকৃত—প্রকৃতির উপাসনার ফলে আপেক্ষিক মুক্তি অর্থাৎ প্রকৃতিলয়রূপ মুক্তি প্রাপ্তি হয়। ইহাতে জীবের পূর্ণ মঙ্গল লাভ হয় না।

জীব যদি তত্ত্বজ্ঞগুরুর আশ্রয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভকরতঃ পরমাত্মানুশীলনে সমর্থ হয়, তবে তাহার জড় হইতে অসম্ভূতি লাভবশতঃ চিত্তত্ত্বে সম্ভূতি অর্থাৎ স্বীয় চিৎ সত্তায় অবস্থিত হইলে রসামৃত আস্বাদ হইয়া থাকে। ইহাই জীবের পক্ষে পরম মঙ্গল।

ক্রমিক পন্থা-বিচারে প্রথমে চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম-যজ্ঞ আশ্রয় করিলেও উহা নিষ্কামভাবে কৃত হইয়া শ্রীভগবানে সমর্পিত হইলে চিত্তশুদ্ধি লাভ ঘটে, তখন শুদ্ধান্তঃকরণে জ্ঞানযজ্ঞের উপাসনার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানী মৃত্যুরূপ অধর্ম্মকাদি লক্ষণ অনৈশ্বর্য্যাদি অতিক্রম পূর্ব্বক অমৃতত্ব অর্থাৎ ক্রমমোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। বিশেষ ভাগ্যবান্ কিন্তু শুদ্ধভক্তের কৃপায় প্রথম হইতে শুদ্ধা ভক্তি আশ্রয়পূর্ব্বক শ্রীহরিভজনমূলে পরম মঙ্গল লাভ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥
তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ॥"

(ভাঃ ১১।৩।২১-২২)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকপিলদেবও বলিয়াছেন,—

"অনিমিত্তনিমিত্তেন স্বধর্ম্মেণামলাত্মনা।
তীব্রয়া ময়ি ভক্ত্যা চ শ্রুতসংভৃতয়া চিরম্॥
জ্ঞানেন দৃষ্টতত্ত্বেন বৈরাগ্যেণ বলীয়সা।
তপোযুক্তেন যোগেন তীব্রেণাত্মসমাধিনা॥
প্রকৃতিঃ পুরুষস্যেহ দহ্যমানা ত্বহর্নিশম্।
তিরোভবিত্রী শনকৈরগ্নের্যোনিরিবারণিঃ॥"
(ভাঃ ৩।২৭।২১-২৩)॥১৪॥

শ্রুতিঃ—হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥১৫॥

অন্বয়ানুবাদ—এতাবৎ সন্দর্ভদ্বারা অধিকারী শিষ্যের জন্য পরমাত্ম-স্বরূপ নিরূপিত হইল এবং সেই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার মুক্তির কারণ একথাও বলা হইল, কিন্তু ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার তো কেবল শ্রবণাদি দ্বারা হয় না, এবং ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার হইলেই যে মুক্তি হয়, তাহাও নহে ; তবে উপায় কি ? তদুত্তরে ভগবদনুগ্রহকেই উপায় বলা হইয়াছে, সেই ভগবদনুগ্রহ লাভের জন্য এই প্রার্থনা। হে পূষন্! (ভক্তপরিপোষক পরমেশ্বর !), হিরণ্ময়েন পাত্রেণ (সুবর্ণময়ের মত জ্যোতির্ম্ময় পাত্র অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডল দ্বারা) সত্যস্য (আদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী শাশ্বত ভগবান্ পুরুষোত্তমের) মুখম্ (লীলাবিগ্রহস্বরূপ) অপিহিতং (আচ্ছাদিত হইয়া আছে) অতএব ত্বম্ (তুমি) সত্যধর্ম্মায় (সত্য-ধর্ম্মের সেবক অর্থাৎ মাদৃশ পরমেশ্বর-সেবকের) দৃষ্টয়ে (সাক্ষাৎকারের জন্য) তৎ অপাবৃণু (তোমার সেই আচ্ছাদিত স্বরূপ উদ্ঘাটিত কর

অর্থাৎ আবরণ মুক্ত কর) তোমার জ্যোতির অভ্যন্তরে যে শ্যামসুন্দর-রূপ আছে, তাহা আবরণমুক্ত করিয়া আমাকে দেখাও ॥১৫॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত বেদার্কদীধিতিঃ—হিরণ্ময়েন জ্যোতির্ম্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্য পরমতত্ত্বস্য মুখং অপিহিতং আচ্ছাদিতম্। সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে উপলব্ধয়ে। হে পূষন্, তৎ পিধানং ত্বম্ অপাবৃণু ॥১৫॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত অনুবাদ—সেই পরমাত্মার রূপ জ্যোতির্ম্ময়-পাত্রে আচ্ছাদিত আছে। হে সূর্য্য! সত্যধর্ম্ম প্রকাশ ও আত্মতত্ত্ব-দর্শনের জন্য সেই আচ্ছাদন দূর কর ॥১৫॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত ভাবার্থ—হে পরমেশ্বর, তুমি চিৎসূর্য্য। আমি তোমার কিরণ পরমাণু। অতি ক্ষুদ্র। আমি দ্রষ্টা হইলেও তোমার জ্যোতিঃ আমাকে তোমার নিত্যরূপ দর্শন করিতে দেয় না। এই জন্য আমি সত্যধর্ম্ম হইতে নিরস্ত হইয়া তোমার চিচ্ছক্তির ছায়ারূপা মায়া-শক্তিতে আচ্ছন্ন হইয়া আছি। তুমি কৃপা করিয়া তোমার জ্যোতির্ম্ময় আবরণকে দূর কর। তাহা হইলে অণুচৈতন্যরূপে সহজে তোমার স্বরূপ দর্শন করিতে সক্ষম হইব। মহাত্মা নারদ সেই রূপ দর্শন করিয়া বলিয়াছেন যে,—"জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপমতুলং শ্যামসুন্দরম্" ॥১৫॥

শ্রীমদ্বলদেব-ভাষ্যম্—এবং প্রাপ্তাধিকারশিষ্যং প্রতি পরমাত্ম-স্বরূপং নিরূপ্য তৎসাক্ষাৎকারো মোক্ষসাধনমিত্যতীতগ্রন্থেনোক্তম্। স চেশ্বরসাক্ষাৎকারো ন শ্রবণাদিমাত্রেণ ভবতি নাপি মোক্ষঃ সাক্ষাৎকার-মাত্রেণ, কিন্তু ভগবদনুগ্রহাদেব। অতোঽনুষ্ঠিতশ্রবণমননাদিকেনাপি সাক্ষাৎকারার্থং প্রাপ্তসাক্ষাৎকারেণাপি চ মোক্ষার্থং যথা ভগবৎপ্রার্থনং

কার্য্যং তৎপ্রকারপ্রদর্শনার্থা হিরণ্ময়েন পাত্রেণেত্যাদ্যুত্তরমন্ত্রাঃ। তত্রাদিত্যরূপোপাসনমাহ,—হিরণ্ময়েন, পাত্রেণেতি। অনুষ্টুপ্। হিরণ্ময়মিব হিরণ্ময়ং জ্যোতির্ম্ময়ং যৎ পাত্রং পিবন্তি যত্র স্থিতা রশ্ময়ো যত্র স্থিতানিতি বা পাত্রং সূর্য্যমণ্ডলং তেন তেজোময়েন মণ্ডলেন সত্যস্য আদিত্যমণ্ডলস্থস্য অবিনাশিনঃ পুরুষোত্তমস্য শ্রীভগবতঃ মুখং মুখমিতি সর্ব্ববিগ্রহোপলক্ষণং লীলাবিগ্রহস্বরূপং অপিহিতমাচ্ছাদিতং বর্ত্ততে যৎ তন্মুখং হে পূষন্, পুষ্ণাতীতি পূষা তৎ সম্বোধনং হে ভক্তপোষক, পরমাত্মন্, ত্বম্ অপাবৃণু অপাবৃতমনাচ্ছাদিতং কুরু। কিমর্থং সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে সত্যধর্ম্মস্য মদাদিভক্তজনস্য দর্শনায় সাক্ষাৎকারায়েতি ঋষিপ্রার্থনম্॥১৫॥

ভাষ্যানুবাদ—এইরূপে উক্ত প্রবন্ধে নিষ্কাম ভগবদুপাসনা দ্বারা প্রাপ্তাধিকার শিষ্যের প্রতি পরমাত্মস্বরূপ নিরূপণ করিয়া তাঁহার সাক্ষাৎকার হইলে জীবের মুক্তি হয়, একথা পূর্ব্বগ্রন্থে বলা হইয়াছে। কিন্তু সেই ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার কেবল শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের দ্বারা হয় না এবং কেবল ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার হইলেই যে মুক্তি হয়, তাহাও নহে; তবে কি? শ্রীভগবানের অনুগ্রহ লাভ হইলেই হয়। এইজন্য শ্রবণ-মননাদির অনুষ্ঠান করিলেও ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর্ত্তব্য, তারপর তাঁহার সাক্ষাৎকার পাইয়াও মুক্তিলাভের জন্য যেভাবে শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতে হয়, সেইপ্রকার দেখাইবার জন্য 'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ' ইত্যাদি পরবর্ত্তী মন্ত্রগুলি প্রযুক্ত হইতেছে। তন্মধ্যে যতগুলি উপাসনা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাদের মধ্যে আদিত্যরূপে উপাসনাই এই শ্রুতিতে বলিতেছেন—হিরণ্ময়েন পাত্রেণেত্যাদি ঋকটি অনুষ্টুভ্ ছন্দে নিবদ্ধ। হিরণ্ময়েন ইতি হিরণ্ময় শব্দটি লাক্ষণিক সদৃশার্থবোধক, যেমন স্বর্ণ-নির্ম্মিত

পাত্র স্বুবর্ণময়, সেইরূপ জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতিঃস্বরূপ যে পাত্র অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডল পাত্রশব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ, যাহাতে স্থিত রশ্মিগুলি পান করে অথবা যাহাতে (যে সৌরমণ্ডলে) স্থিত রশ্মিগুলিকে পান করে (সাদরে গ্রহণ করে) তাহার নাম পাত্র অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডল (সেই তেজোময় মণ্ডল দ্বারা) সত্যস্য (সৎস্বরূপ অর্থাৎ আদিত্যমণ্ডলস্থিত অবিনাশী পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের) মুখ (মুখ, কেবল মুখ নহে, সমস্ত শ্রীবিগ্রহ অর্থাৎ লীলাবিগ্রহের স্বরূপ) যে অপিহিতং (আচ্ছাদিত হইয়া আছে, সেই মুখকে, হে পূষন্—হে ভক্তানুগ্রহকারিন্! যিনি পোষণ করেন তিনিই পূষা তাহার সম্বোধনে তাঁহার সম্বোধনার্থক 'পূষন্' পদ অর্থাৎ হে ভক্তপোষক পরমাত্মন্! তৎ—সেই মুখ অর্থাৎ তোমার শ্রীবিগ্রহস্বরূপ, যাহা আচ্ছাদিত হইয়া আছে, ত্বম্—তুমি, অপাবৃণু—অনাচ্ছাদিত কর—উন্মুক্ত কর, কি জন্য ? সত্যধর্ম্মায় সত্যই যাহার ধর্ম্ম অর্থাৎ সত্যের উপাসনা হেতু ঐ ধর্ম্মও সত্যস্বরূপ, সেই সত্যধর্ম্মাবলম্বী মাদৃশ ভক্তজনের, দৃষ্টয়ে—দর্শনের জন্য সাক্ষাৎকার-লাভের জন্য—ইহাই ঋষির প্রার্থনা ॥১৫॥

শ্রীমাধ্বভাষ্যম্—পাত্রং হিরণ্ময়ং সূর্য্যমণ্ডলং সমুদাহৃতম্। বিষ্ণোঃ সত্যস্য তেনৈব সর্ব্বদাপিহিতং মুখম্॥ তত্রপূর্ণত্বতঃ পূষা বিষ্ণুর্দর্শয়তি স্বয়ম্। সত্যধর্ম্মায় ভক্তায় প্রধানজ্ঞানরূপতঃ॥ সত্যং ব্রহ্ম হৃদয়ে ধারয়তীতি সত্যধর্ম্মঃ ॥১৫॥

তত্ত্বকণা—শুদ্ধা ভক্তি-ভিন্ন শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার দুর্ল্লভ। শ্রীভগবানের কৃপা-ব্যতীত আবার শুদ্ধা ভক্তি লাভ অসম্ভব। সেই হেতু শ্রুতি এক্ষণে বলিতেছেন যে, শ্রীভগবানের শ্রীমুখ অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহ, হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত আছে। অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপ আচ্ছাদন দ্বারা শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তমের লীলাবিগ্রহ আচ্ছাদিত

থাকায় যতক্ষণ তিনি জীবের নিকট আপাতঃ প্রতীয়মান জ্যোতির্ম্ময় নির্ব্বিশেষভাবরূপ-আচ্ছাদন দূরীভূত না করেন, ততক্ষণ কেহ তাঁহার জ্যোতিরভ্যন্তরে বিরাজিত নিত্য লীলাময় শ্রীশ্যামসুন্দর-মূর্ত্তি দর্শন করিতে সক্ষম হয় না। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন যে, কেবল শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা ভগবদ্দর্শন পাওয়া যায় না। ভগবৎকৃপাই প্রধান সম্বল। যেমন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই—"কোটী জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন। তথাপি না পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।" আরও দেখা যায় যে, চর্ম্মচক্ষে ভগবদ্দর্শন করিলেও মুক্তি হয় না, কারণ ভক্তি-ব্যতীত বা কৃপা-ব্যতীত প্রকৃত মুক্তিও যে হয় না, তাহাও শ্রুতি এ-স্থলে বর্ণন করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও পাই,—

"ভক্তি না মানিলু মুক্তি এই ছার মুখে।
দেখিলেই ভক্তিশূন্য কি পাইব সুখে?
বিশ্বরূপ তোমার দেখিল দুর্য্যোধন।
যাহা দেখিবারে বেদে করে অন্বেষণ॥
দেখিয়াও সবংশে মরিল দুর্য্যোধন।
না পাইল সুখ, ভক্তি-শূন্যের কারণ॥"

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০।২১৫-২১৭)

শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

"ভক্তি-শূন্য জনে মুক্তি না করি প্রসাদ।
মোর দরশনসুখ তার হয় বাদ॥" (চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০।২৫৫)

অতএব শ্রীভগবানের কৃপালাভের জন্য কিরূপ কৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে, তাহাও শ্রুতি আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। শ্রীভগবানের

শ্রীনাম শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিকালে সর্ব্বদা এই প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য যে, হে ভক্তপালক ভগবন্! আপনার কৃপা ব্যতীত আমার কোন মঙ্গল নাই। আপনি চিৎসূর্য্যস্বরূপ, আর আমি কিরণকণমাত্র। আমি দ্রষ্টা হইয়া আপনাকে দর্শন করিতে গেলে আপনার দর্শন আমার পক্ষে দুর্ঘট। কারণ আপনি সর্ব্বদা আপনার তেজোমণ্ডলের মধ্যে বিরাজমান থাকেন। সুতরাং ঐ জ্যোতিঃমাত্র দর্শন করিয়াই, আপনাকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানে উপলব্ধি করিয়া থাকি। আপনার ঐ জ্যোতির আচ্ছাদন আমাকে আপনার লীলাবিগ্রহময় স্বরূপ দর্শনে বাঁধা দিয়া থাকে। সেইহেতু আপনার নিকট আমার কাতর প্রার্থনা যে, আমি আপনার সত্যস্বরূপের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আপনি আমার ন্যায় দাসের প্রতি কৃপাদৃষ্টি প্রকাশকরতঃ জ্যোতির্ম্ময় নির্ব্বিশেষভাবরূপ আবরণ দূরীভূত করিয়া আপনার স্ব-স্বরূপ দর্শনের এবং সেবা করিবার অধিকার প্রদান পূর্ব্বক কৃতকৃতার্থ করুন। আপনার অহৈতুকী করুণাই আমার একমাত্র কাম্য ও প্রার্থনীয়।

অনন্যা ভক্তিই শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়, তাহা সমস্ত শাস্ত্র তারস্বরে প্রকাশ করেন।

বেদান্তসূত্রে পাই—"অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্" (ব্রঃ সূঃ ৩।২।২৪); কৈবল্যোপনিষদে পাই—"শ্রদ্ধাভক্তি-ধ্যানযোগাদবৈতি"; "বিজ্ঞানঘনানন্দঘন সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি" (অথর্ব্ব-শিরসি এবং গোপালোত্তরতাপন্যাম্);

মাঠর শ্রুতিতেও পাই,—

"ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী";

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।

ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥" (ভাঃ ১১।১৪।২০)

শ্রীগীতাতেও পাই,—"পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।" (গীঃ ৮।২২); শ্রীগীতাতে আরও পাই,—"নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া। শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি যন্মম। ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যো অহং এবংবিধোঽর্জ্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ।" (গীঃ ১১।৫৩-৫৪); শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—"নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ। জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ।" (ভাঃ ১০।৯।২১); "ভক্তিস্থঃ পরমো বিষ্ণুস্তয়ৈবৈনাং বশে নয়েৎ। তয়ৈব দর্শনং যাতঃ প্রদদ্যান্মুক্তিমেতয়া। স্নেহানুবন্ধো যস্তস্মিন্ বহুমানপুরঃসরঃ। ভক্তিরিত্যুচ্যতে সৈব কারণং পরমীশিতুঃ।" (ব্রঃ সূঃ ৩।৩।৫৪ মাধ্বভাষ্যধৃত মায়াবৈভবে)।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয় ভক্ত্যে তাঁরে ভজি।"

"অতএব ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের উপায় ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২০ পঃ)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিবৃতিতে পাই,—"অভক্তজন আমাকে দর্শন করিতে না পারিয়া আমার সবিশেষ মূর্ত্তি দেখিতে পায় না, নির্ব্বিশেষ-বিচারপর হইয়া আমার দর্শনে চির বঞ্চিত হয়। তাহারা নির্ব্বুদ্ধিতা-ক্রমে প্রাপঞ্চিক বিচার অবলম্বন পূর্ব্বক দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-দর্শনের আবশ্যকতা বুঝিতে না পারিয়া নির্ভেদবাদকেই চরম লক্ষ্য মনে করে। সুতরাং সচ্চিদানন্দবিগ্রহের সেবা-সুখ হইতে চির বঞ্চিত হয় মাত্র।"

শ্রীল প্রভুপাদের বিবৃতিতে আরও পাই,—"ভগবদ্দর্শন অল্প-ভাগ্যের ফলে ঘটে না। রজকের কোটি কোটি জন্ম গিয়াছিল। ভগবদ্দর্শন

লাভ করিয়াও সেবোন্মুখ না হওয়ায় ভগবদনুগ্রহ লাভ করিতে পারে নাই। ভক্তিহীন মানবের প্রতি আমি কখনই প্রসন্ন হই না। কর্ম্মফলবাদী সহস্র সহস্র সৎকর্ম্ম-প্রভাবে আমার দর্শন লাভ করিলেও আমার অনুগ্রহ লাভ করে না। তজ্জন্য দর্শন লাভ করিলেও দর্শন-সুখ হইতে তাহারা বঞ্চিত হয়।

শ্রীভগবানের কৃপাতেই যে সকলপ্রকার মঙ্গললাভ হয়, ইহাও শ্রীভাগবতে পাই,—

"যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্। তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্ব-শৃগালভক্ষ্যে।" (ভাঃ ২।৭।৪২) অর্থাৎ শ্রীভগবান্ অনন্তদেব যাঁহাদের প্রতি কৃপা করেন, যদি তাঁহারা কপটতারহিত হইয়া কায়মনো-বাক্যে ভগবচ্চরণে শরণাপন্ন হন, তাহা হইলে সেই দুস্তরা অলৌকিকী মায়াসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারেন। এই সকল শরণাগত ভক্তের কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষ্য দেহে "আমি ও আমার" বলিয়া অভিমান থাকে না।

শ্রুতিতেও পাই,—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো। ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। /
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।"
(মুণ্ডক ৩।২।৩, কঠ ২।২৩) ॥১৫॥

শ্রুতিঃ—পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ।
তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি ॥১৬॥

অন্বয়ানুবাদ—পূর্ব্বোক্ত বিষয়ই বিশদ করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন —হে পূষন্! (হে ভক্তপোষক ভক্তবৎসল ভগবন্!) হে একর্ষে!

(হে অদ্বিতীয় মন্ত্রদ্রষ্টা অথবা মুখ্যজ্ঞানস্বরূপ !) হে যম ! (হে বিশ্বনিয়ন্তা !) হে সূর্য্য ! (হে সূরিগম্য, অথবা প্রাণ, রশ্মি ও রসের সংগ্রাহক) হে প্রাজাপত্য ! (হে প্রজাপতির প্রিয়পুত্র !) রশ্মীন্ (তোমার দৃষ্টি-বিষয়ে আমার চক্ষুর্বিঘাতক রশ্মিসমুদয়) ব্যূহ (অপসৃত কর), তেজঃ (তোমার জ্যোতিঃ) সমূহ (উপসংহার কর অর্থাৎ আমার দর্শনযোগ্য কর), এবং তে (তোমার) কল্যাণতমং (অতিশয় কল্যাণকারী বা অত্যন্ত শোভন পরম মঙ্গলময়) যৎ রূপং (যে রূপ আছে, তাহা) তৎ (সেই রূপ) তে—তব (তোমার অনুগ্রহে) পশ্যামি (আমি দর্শন করিব) যঃ অসৌ (ঐ যে) পুরুষঃ (সূর্য্যমণ্ডল মধ্যস্থ ব্যাহৃতিময়, সেই পুরুষ) অসৌ (তদ্ভিন্ন ঐ যে প্রতিমাস্থিত পুরুষ) সঃ অহম্ অস্মি (সেই তত্ত্বাভিন্ন আমি হইতেছি অর্থাৎ আমরা সকলে চিৎ-স্বরূপগত-বিচারে অভিন্ন) ॥১৬॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত বেদার্কদীধিতিঃ—হে পূষন্, হে একর্ষে, হে যম, হে সূর্য্য, হে প্রাজাপত্য, রশ্মীন্ ব্যূহ বিগময়। তেজঃ সমূহ উপসংহর। যৎ তে কল্যাণতমং রূপং তত্তে রূপং অহং পশ্যামি। যতঃ অহং তদধিকারী। য এব পূর্ণঃ পুরুষঃ স এব অসৌ পুরুষঃ। স এব অহং অস্মি ॥১৬॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত অনুবাদ—হে পূষন্! হে একর্ষে! হে সূর্য্য! হে প্রাজাপত্য! তোমার রশ্মিসকল দূর কর, তোমার তেজ নিবৃত্তি কর। তাহা হইলে তোমার কল্যাণতম রূপ আমি দেখিতে পাই। আমি সেই রূপ দেখিবার অধিকারী। যেহেতু তুমি পূর্ণ পুরুষ এবং জগৎ-প্রবিষ্ট তোমার অংশস্বরূপ পরমাত্মা এবং আমরা সকলেই চিৎস্বরূপ। তোমার কৃপা হইলেই তোমাকে দেখিতে পাই ॥১৬॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত ভাবার্থ—তুমি পূর্ণ পুরুষ হইয়াও মায়ার অধীশ্বররূপে পুরুষাবতার হইয়াছ। মায়া-নিয়মন-কার্য্যে যে-সকল পৃথক্ শক্তি ব্যবহার কর, সেই সকল পৃথক্ শক্তিতে অধিষ্ঠানকরতঃ তুমি পূষা, এক ঋষি, যম, সূর্য্য ও প্রজাপতির অপত্য বামন ইত্যাদি নাম ধারণ করিয়াছ। আমি জড়-মধ্যে আবদ্ধ হইয়া তোমার সেই সমস্ত অবতারস্বরূপ চিন্তা করি এবং তোমার নিত্যরূপ দর্শনের লালসা করি। তুমি কৃপা করিয়া অণুচৈতন্যের দর্শনযোগ্য হইলে আমি তোমার নিত্যরূপ দেখিতে পাই। সমস্ত কল্যাণগুণ তোমার নিত্যরূপকে আশ্রয় করিয়া আছে। তুমি আমাকে চিন্ময়-স্বরূপে ব্যবস্থিত করিয়াছ; অতএব তোমার কৃপা হইলেই আমি তোমার নিত্যরূপ দর্শন করিতে পারি ॥১৬॥

শ্রীমদ্বলদেব-ভাষ্যম্—তদেব স্পষ্টীকৃত্য ঋষির্যাচতে—পূষন্নিতি। উষ্ণিক্। হে পূষন্, হে একর্ষে, হে যম, হে সূর্য্য, হে প্রাজাপত্য, রশ্মীন্ প্রকাশয়ন্ ব্যূহ ত্বদীয়ং তেজঃ সমূহ চ স্বরূপং সঙ্কোচয়ন্ মদীয়ং জ্ঞানং বিস্তারয়েত্যর্থঃ। যদ্বা, হে পূষন্, একর্ষে, যম, সূর্য্য, প্রাজাপত্য, রশ্মীন্ মচ্চক্ষুষ উপঘাতকান্ স্বান্ রশ্মীন্ ব্যূহ বিগময় তেজ আত্মীয়ং জ্যোতিঃ-সমূহ উপসংহর মদ্দর্শনযোগ্যং কুরু। তথা যৎ তে তব রূপং কল্যাণতমং অত্যন্তশোভনং পরমমঙ্গলং বা তৎ তে তব প্রসাদাদহং পশ্যামি। কেন প্রকারেণ পশ্যসীত্যত আহ—য ইতি যোঽসৌ পুরুষঃ মণ্ডলান্তরস্থঃ অসৌ তদিতরঃ প্রতীকস্থিতশ্চ সোঽহমস্মি ভবামি ॥১৬॥

ভাষ্যানুবাদ—উক্ত তত্ত্বই সুস্পষ্ট করিয়া ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন—পূষন্নিত্যাদি মন্ত্রদ্বারা। এই মন্ত্রটী অষ্টাবিংশতি অক্ষরাত্মক, উষ্ণিক্-ছন্দে নিবদ্ধ, হে পূষন্! হে ভক্তপুষ্টি-বিধায়ক, হে একর্ষে! হে

অদ্বিতীয় মন্ত্রদ্রষ্টা, হে যম ! হে বিশ্বনিয়ন্তা, হে সূর্য্য ! হে সুরিগম্য, রশ্মি, রস ও প্রাণ-সমুদয়ের অধিকারিন্! হে প্রাজাপত্য ! প্রজাপতির অপত্য বামনাদি-রূপিন্! রশ্মীন্ আমার দৃষ্টি-প্রতিঘাতক তোমার স্বকীয় রশ্মিগুলিকে, ব্যূহ—অপসারিত কর। অথবা রশ্মিগুলি প্রকাশিত করিয়া ব্যূহ সঙ্কুচিত কর এবং ত্বদীয় 'তেজঃসমূহকে একত্র সম্মিলিত কর, অর্থাৎ তোমার স্বরূপ সঙ্কুচিত করিয়া আমার জ্ঞান বিস্তার কর—ইহাই অর্থ। কিংবা হে পূষাদেবতা ! হে পরমর্ষি ! হে যম ! হে সূর্য্য ! হে প্রাজাপত্য ! আমার দৃষ্টির উপঘাতক তোমার স্বীয় রশ্মিগুলিকে সরাইয়া লহ, তোমার নিজস্ব জ্যোতিঃকে উপসংহার কর অর্থাৎ তোমার স্বরূপকে আমার দর্শনযোগ্য কর। তাহা হইলে তোমার যে অত্যন্ত সুন্দর বা পরম মঙ্গলরূপ আছে, তাহা আমি তোমার অনুগ্রহে দেখিতে পাই। কি প্রকারে দেখিতে পাও ? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী ঐ যে পুরুষ, আর ঐ যে সূর্য্যমণ্ডলপুরুষ-ভিন্ন প্রতীকস্থিত পুরুষ তাহাও আমি হইতেছি অর্থাৎ এইরূপ চিৎস্বরূপগত অভিন্নবোধ আমার হইতেছে ॥১৬॥

শ্রীমাধ্বভাষ্যম্—বিষ্ণুরেকঋষির্জ্ঞেয়ো যমো নিয়মনাদ্ধরিঃ।
সূর্য্যঃ স সূরিগম্যত্বাৎ প্রাজাপত্যঃ প্রজাপতেঃ ॥
বিশেষেনৈব গম্যত্বাদহং চাসাবহেয়তঃ।
অস্মি নিত্যাস্তিতামানাৎ সর্ব্বজীবেষু সংস্থিতঃ।
স্বয়ং তু সর্ব্বজীবেভ্যো ব্যতিরিক্তঃ পরো হরিঃ ॥
স ক্রতুর্জ্ঞানরূপত্বাদগ্নিরঙ্গ প্রণেতৃতঃ ॥ ইতি ব্রহ্মাণ্ডে।
একোহসৌ শব্দঃ প্রাণে স্থিত ইতি ॥১৬॥

তত্ত্বকণা—শ্রীভগবান্ জীবকে তপশ্চরণ-শিক্ষা প্রদানার্থ নর-

নারায়ণমূর্ত্তিতে স্বয়ং তপস্যা আচরণ করিতেছেন, এজন্য তিনি এক ঋষি। তিনি তাঁহার একান্ত-আশ্রিত ভক্তগণকে পালন করেন বলিয়া তাঁহার নাম পূষা। বিশ্বনিয়ন্তা বলিয়া তিনি যম। সূরিগণের ধ্যেয়ত্ব-নিবন্ধন তাঁহার নাম সূর্য্য। প্রজাপতি কশ্যপের পুত্ররূপে বামনাবতারে তিনি দৈত্যগণকে দমন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার এক নাম প্রাজাপত্য।

শ্রীভগবানের এই সকল বিশেষ গুণ ও কৃপার কথা যখন ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশ পাইতে থাকে, তখনই ভক্তগণ ভাবান্বিত হইয়া ভক্তিভরে ব্যাকুল হৃদয়ে কাতর-ক্রন্দনে প্রার্থনা করিতে থাকেন যে, হে ভক্তপালক ভগবন্! তুমি পূর্ণ পুরুষ হইয়াও অংশ-কলারূপে কত না অবতার গ্রহণ পূর্ব্বক জীবগণকে কৃপা করিয়াছ। আমি জড়-মধ্যে আবদ্ধ হইয়াও বর্ত্তমানে তোমার কৃপায় তোমার সেই সকল অবতার-স্বরূপকে চিন্তা করিতেছি এবং স্বকীয় নিত্য রূপের দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করিতেছি। কিন্তু তুমি কৃপাপূর্ব্বক মাদৃশ জনের দৃষ্টির উপঘাতক স্বীয় রশ্মিসমূহ বা তেজসমূহ যদি উপসংহার কর, তাহা-হইলে আমি তোমার অণুচৈতন্য দাস হইয়াও তোমার কৃপায় তোমার মধুর রূপ দর্শনের যোগ্য হইতে পারি। সমস্ত কল্যাণ-গুণ তোমার নিত্য স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। তুমিই আমাকে স্বরূপতঃ চিন্ময়-স্বরূপে ব্যবস্থিত করিয়াছ। জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের সাক্ষীস্বরূপ জীবাত্মা অস্মৎ-শব্দবাচ্য আমি হইতেছি তোমার নিত্যদাস, তুমি আমার নিত্যপ্রভু। চিৎস্বরূপে তোমার সহিত আমার অভিন্নতা থাকিলেও তোমার প্রতি বহির্ম্মুখতাবশতঃ মায়াবদ্ধ হইয়া এতাবৎ-কাল তোমার স্বরূপ দর্শনে বঞ্চিত হইয়া আছি, এক্ষণে তোমার অনুগ্রহে উহা অনুভব হওয়ায় তোমার মধুর রূপ দর্শনের লালসা

জাগ্রত হইয়াছে। অতএব মাদৃশ দাসের প্রতি কৃপা করিয়া জ্যোতিরভ্যন্তরে তোমার সেই অতুলনীয় শ্রীশ্যামসুন্দর মূর্ত্তিকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য প্রদানে কৃতকৃতার্থ কর।

এস্থলে 'সোঽহমস্মি' কথাটি পাঠ করিয়া অনেকে হয়তো মনে করিতে পারেন যে, জীব ভগবানই অর্থাৎ শ্রীভগবানের সহিত কেবলাভেদ। কিন্তু এস্থলে প্রধান লক্ষণীয় বিষয় হইতেছে যে, শ্রুতিমন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, আমি তোমার কল্যাণতম রূপ দর্শন করিতেছি এবং তোমার প্রসাদেই আমার সে-দর্শন-সৌভাগ্য ঘটিয়াছে। যদি জীব শ্রীভগবানের সহিত কেবলাভেদ হইবে, তাহা হইলে এই ভেদ-সূচক বাক্যের সঙ্গতি কোথায়? সেইজন্য শ্রীমহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত এই যে, জীবের সহিত শ্রীভগবানের অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধ। অর্থাৎ চিত্তত্ত্বে জীব শ্রীভগবানের অভিন্ন হইলেও, শ্রীভগবান্ বিভুচিৎ, জীব অণুচিৎ—তাঁহার বিভিন্নাংশ। শ্রীভগবান্ মায়াধীশ, জীব মায়াবশ-যোগ্য; কিন্তু জীব শ্রীভগবানের নিত্যদাস, আর শ্রীভগবান্ জীবের নিত্যপ্রভু। অতএব ভেদ ও অভেদ যুগপৎ সিদ্ধ এবং ইহা শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তি-বলে সম্ভব। যাহা মানব চিন্তার অতীত। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্ গীতা, ভাগবত, সমস্ত শাস্ত্রের ইহাই সিদ্ধান্ত এবং ইহা বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত। শ্রীভগবানের কৃপা হইলে এ-সকল তত্ত্ব জানিতে পারা যায়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাঁহারে।
সেই ত' ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ষষ্ঠ পঃ)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥"
(ভাঃ ১০।১৪।২৯)

দেবাদি-সকলের প্রাণস্বরূপ পরমপদ শ্রীবিষ্ণুই। শ্রীবিষ্ণুমায়ায় বিমোহিত জীবসকল নিজ স্বরূপ ও ভগবৎস্বরূপ দর্শন করিতে পারে না। একমাত্র শ্রীভগবানের কৃপায়ই সেই দর্শন-সামর্থ্য লাভ ঘটে। তাই, গৌড়ীয় ভক্তগণের প্রার্থনা এই যে, হে ভক্তবাঞ্ছা-পূর্ণকারী ভগবন্! তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে তোমার কল্যাণময় শ্রীগৌররূপ ও শ্রীশ্যামরূপের আশ্রয় প্রদান করো এবং নিত্য সেবায় নিযুক্ত কর।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার বাক্যেও পাই,—

"তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায়
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাম্।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং
যোঽনাদৃতো নরকভাগ্ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ ॥"
(ভাঃ ৩।৯।৪)

আরও পাই,—

"ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো নন্ত নাথ পুংসাম্।
যদ্ যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥" (ভাঃ ৩।৯।১১)

শ্রীব্রহ্মসংহিতায় পাই,—

"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি" ॥১৬॥

শ্রুতিঃ—বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ॥১৭॥

অন্বয়ানুবাদ—আসন্ন মৃত্যুকালে সদ্‌গতি লাভের জন্য সাধক প্রার্থনা করিতেছেন—হে পরমাত্মন্! মরিষ্যতো মম (যখন আমি মরিব তখন আমার) বায়ুঃ (শরীরাস্তর্ব্বর্ত্তী—অধ্যাত্ম বায়ু অর্থাৎ সপ্তদশাত্মক লিঙ্গশরীররূপ প্রাণবায়ু) অমৃতং (অবিনশ্বর সূত্রাত্মা অধিদৈবত) অনিলং (বায়ুকে—মুখ্যপ্রাণকে প্রাপ্ত হউক অর্থাৎ দেবযানে আমার লিঙ্গশরীর গতিলাভ করুক) অথ (অতঃপর লিঙ্গ-শরীরাবচ্ছিন্ন প্রাণবায়ু নির্গমনের পর) ইদং শরীরং (এই স্থূলপাঞ্চভৌতিক শরীর) ভস্মান্তং (ভস্মে পরিণত হউক, শ্মশানাগ্নিতে আহুত হইয়া ভস্মাবশেষ হউক।) ওঁ (প্রণব-প্রতীক সত্যস্বরূপ অগ্নাখ্য ব্রহ্মকে অভিন্নরূপে বলা হইতেছে) হে ক্রতো! (হে সঙ্কল্পাত্মক মন!) স্মর (স্মরণ কর, ইহা সেই স্মরণের সময় উপস্থিত, অতএব এখন সেই প্রণবস্বরূপ ব্রহ্মকে স্মরণ কর, বাল্যে ব্রহ্মচর্য্য লইয়া ও গার্হস্থ্যে আমি যাঁহাকে ধ্যান করিয়াছি, সেই প্রণব-ব্রহ্মকে স্মরণ কর) কৃতং স্মর (কৃতকার্য্য অর্থাৎ আমি বাল্যকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত যে যে কর্ম্ম করিয়াছি, তাহাও স্মরণ কর) হে ক্রতো! স্মর (যাহা স্মরণীয় তাহা স্মরণ কর) কৃতং (তোমার কৃত-বিষয়) স্মর (মনে কর) আদরে দ্বিরুক্তি ॥১৭॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত বেদার্কদীধিতিঃ—মদ্দেহস্থ বায়ুঃ তব পরম-ব্যোমান্তর্গতং অনিলং অমৃতং প্রতিপদ্যতাং ইদং জড়শরীরং লিঙ্গ-শরীরঞ্চ জ্ঞানাগ্নিনা ভস্মীভূতং ভবতু ইতি যাচে। হে ক্রতো, মনঃ কর্ত্তব্যং স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ইতি পুনর্ব্বচনং আদরার্থম্ ॥১৭॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত অনুবাদ—আমার শরীরস্থ জড়বায়ু তোমার পরব্যোমস্থ চিদ্বায়ুরূপ অমৃতত্ব লাভ করুক। আমার লিঙ্গ-শরীর গমনের পর স্থূল শরীর ভস্মীভূত হউক। হে মন, তোমার কর্ত্তব্য স্মরণ কর। তোমার কৃত বিষয় স্মরণ কর ॥১৭॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত ভাবার্থ—জড়মুক্তি প্রার্থনা যদিও ভক্তির পক্ষে প্রশস্ত নয়, সেবাদ্বাররূপ জ্ঞানমিশ্রভক্তি প্রার্থনা করিয়া থাকেন। এই মন্ত্রে জড়মুক্তি সহকারে ভক্তির স্মৃতি বিধান করিয়াছেন ॥১৭॥

শ্রীমদ্বলদেব-ভাষ্যম্—ইদানীং মরিষ্যতো মম বায়ুরধ্যাত্মপরিচ্ছেদং হিত্বাধিদৈবতাত্মানমনিলং প্রবিশত্বিতি প্রার্থয়তে বায়ুরনিলমিতি। গায়ত্রী। হে পরমাত্মন্, মরিষ্যতো মম বায়ুঃ সপ্তদশাত্মকলিঙ্গশরীররূপঃ প্রাণঃ অধ্যাত্মপরিচ্ছেদং হিত্বাধিদৈবরূপং সর্ব্বাত্মমমৃতং সূত্রাত্মানমনিলং মুখ্যপ্রাণং প্রতিপদ্যতামিতি বাক্যশেষঃ। জ্ঞানকর্ম্মসংস্কৃতং লিঙ্গমুৎক্রময়-ত্বিত্যর্থঃ। অথানন্তরমিদং স্থূলশরীরমগ্নৌ হুতং সৎ ভস্মান্তং ভস্মাবসানং ভূয়াৎ। ওমিতি যথোপাসনমোম্প্রতীকাত্মকত্বাৎ সত্যাত্মকমগ্ন্যাখ্যং ব্রহ্মা-ভেদেনোচ্যতে। ওঁ হে ক্রতো, হে সঙ্কল্পাত্মক মনঃ স্মর যন্মম স্মর্ত্তব্যং তস্যায়ং কালঃ সমুপস্থিতোঽতঃ স্মর ত্বং ব্রহ্মচর্য্যে গার্হস্থ্যে চ ময়া পরিচরিতঃ তৎ স্মর। তথা কৃতং যন্ময়া বাল্য প্রভৃতি অদ্যযাবদনুষ্ঠিতং কর্ম্ম তচ্চ স্মর। ক্রতো স্মর কৃতং স্মরেতি পুনর্বচনমাদরার্থম্ ॥১৭॥

ভাষ্যানুবাদ—জ্ঞানমিশ্র ভক্ত এক্ষণে প্রার্থনা করিতেছেন—মুমূর্ষু আমার প্রাণবায়ু শরীরাবচ্ছেদ ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ যে মহাবায়ু প্রাণরূপে ক্ষুদ্রশরীর-মধ্যে নিহিত ছিল, সেই সসীম স্থান ত্যাগ করিয়া অধিদৈবতস্বরূপ বায়ুতে প্রবেশ করুক, ইহা প্রার্থনা করিতেছেন—বায়ুরনিলমিত্যাদি মন্ত্রে। এই মন্ত্রটির গায়ত্রীছন্দঃ। হে পরমেশ্বর! আমি মরিব এক্ষণে আমার বায়ু অর্থাৎ দশ ইন্দ্রিয়, মন, পঞ্চতন্মাত্রা (সূক্ষ্ম ভূতাংশ) ও অহঙ্কার এই সপ্তদশাত্মক লিঙ্গশরীররূপী প্রাণ-বায়ু, অধ্যাত্মপরিচ্ছেদং—পাঞ্চভৌতিক শরীরারচ্ছেদরূপ সীমা ত্যাগ করিয়া অধিদৈবতবায়ুকে অর্থাৎ সর্ব্বময় অবিনশ্বর সূত্রাত্মা মুখ্যবায়ুকে প্রাপ্ত হউক, এবাক্যে কোন ক্রিয়া নাই, এজন্য অর্থসঙ্গতি-নিমিত্ত 'প্রতিপদ্যতাম্' এই ক্রিয়া পদটি অধ্যাহার করিয়া বাক্য সমাপ্তি হইল। এই বাক্যটির অর্থ—জ্ঞান ও কর্ম্ম দ্বারা সংস্কৃত লিঙ্গশরীরকে ভগবান্ স্থূলশরীর হইতে উৎক্রান্ত করুন। অতঃপর এই স্থূল-শরীর অগ্নিতে আহুত হইয়া ভস্মসাৎ হউক। উপাসনানুসারে 'ওম্' প্রতীকস্বরূপ, সত্যাত্মক সেই অগ্নি-আখ্যাযুক্ত ব্রহ্মকে অভেদরূপে বলা হইতেছে। হে ক্রতু! হে সঙ্কল্পাত্মক মন! সেই ওম্ ব্রহ্মকে স্মরণ কর, যাহা আমার স্মরণীয়, তাহারই এই কাল উপস্থিত হইয়াছে—অতএব তাঁহাকে স্মরণ কর। কি ভাবে স্মরণ করিবে, তাহা বলিতেছি—হে প্রণবপ্রতীক অগ্ন্যাখ্য ব্রহ্ম! তোমাকে আমি ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্যাশ্রমে পরিচর্য্যা করিয়াছি, তাহাই স্মরণ কর। আর ইহাও স্মরণ কর যে, বাল্য প্রভৃতি আজ পর্য্যন্ত যত কাজ করিয়াছি, তৎসমুদয় স্মরণ কর। ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ইহা দুইবার উক্তিতে ইহাতে আগ্রহাতিশয় দেখান হইল ॥১৭॥

শ্রীমাধ্বভাষ্যম্—যস্মিন্ অয়ং স্থিতঃ সোঽপ্যমৃতঃ কিমু পরঃ। যঃ

ব্রহ্মৈব নিলয়নং যস্ত বায়োঃ সোঽনিলম্। অতিরোহিতবিজ্ঞানাদ্বায়ুর্বপ্যমৃতঃ স্মৃতঃ। মুখ্যামৃতঃ স্বয়ং রামঃ পরমাত্মা সনাতনঃ। ইতি রামসংহিতায়াম্। ভক্তানাং স্মরণং বিষ্ণোর্নিত্যজ্ঞপ্তিস্বরূপতঃ। অনুগ্রহোন্মুখত্বস্তু নৈবান্যৎ ক্বচিদিষ্যতে। ইতি ব্রহ্মতর্কে ॥১৭॥

তত্ত্বকণা—সাধক এক্ষণে মুমূর্ষু অবস্থায় প্রার্থনা করিতেছেন যে,—হে ভগবন্! আমার স্থূল দেহ হইতে সপ্তদশতত্ত্বাত্মক লিঙ্গ-শরীরাভিমানী প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া মুখ্যপ্রাণে সঙ্গত হউক। আমার জ্ঞান-কর্ম্ম-সংস্কৃত লিঙ্গশরীর উৎক্রান্ত-দশা লাভ করুক। তাহার পর আমার স্থূলদেহ ভস্মসাৎ হইয়া যাউক। হে মন, এইবার আমার উপযুক্ত কাল উপস্থিত, তুমি আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম স্মরণ কর। হে মন, তুমি প্রণবস্বরূপ ব্রহ্মকে স্মরণ কর। আর বাল্যকাল হইতে এ-যাবৎ ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্য-আশ্রমে যে সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছি, তাহাও স্মরণ কর, যাহাতে পুনরায় সেই স্বানুষ্ঠিত সাধনার স্মরণ-প্রভাবে তাহার অভ্যাস লাভ করিতে পারিবে। কারণ শাস্ত্র বলেন,—"মরণে যা মতিঃ সা গতিঃ।"

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয়! সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥" (গীঃ ৮।৬)

এস্থলে যে জড়মুক্তির প্রার্থনা করা হইতেছে, উহা শুদ্ধ ভক্তের পক্ষে প্রয়োজনীয় না হইলেও সেবাদ্বাররূপ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিপরায়ণের প্রার্থনীয়। শুদ্ধভক্তের ভজনের ফলে স্থূলশরীর ও সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ-শরীর ভঙ্গের পর বস্তুসিদ্ধিতে নিত্যধামে নিত্যসেবা লাভ হইয়া থাকে। তাঁহাদের পক্ষে স্বতন্ত্র মুক্তিকামনার অবসর নাই। ভক্তি-কামনামূলেই তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ ভগবৎস্মরণ করিয়া থাকেন।

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর মনঃশিক্ষায় পাই,—

"গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভূসুরগণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজনবযুবদ্বন্দ্ব-শরণে।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরাং
অয়ে স্বান্ত ভ্রাতশ্চটুটিরভিযাচে ধৃতপদঃ॥"

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥" (গীঃ ৮।১০)

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥
(গীঃ ৮।১২-১৩)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"অন্তকালে তু পুরুষ আগতে গতসাধ্বসঃ।
ছিন্দ্যাদসঙ্গশস্ত্রেণ স্পৃহাং দেহেঽনু যে চ তম্॥
গৃহাৎ প্রব্রজিতো ধীরঃ পুণ্যতীর্থজলাপ্লুতঃ।
শুচৌ বিবিক্ত আসীনো বিধিবৎ কল্পিতাসনে॥
অভ্যসেন্মনসা শুদ্ধং ত্রিবৃদ্ ব্রহ্মাক্ষরং পরম্।
মনো যচ্ছেজ্জিতশ্বাসো ব্রহ্মবীজমবিস্মরন্॥"
(ভাঃ ২।১।১৫-১৭) ॥১৭॥

শ্রুতিঃ—অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম ॥১৮॥

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরিঃ ওঁ ॥

ঈশোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

অন্বয়ানুবাদ—দেব (হে লীলাময়) অগ্নে (অগ্নিদেব—অগ্নিরূপী ভগবন্) (ত্বং—তুমি) বিশ্বানি (সমস্ত) বয়ুনানি (কর্ম্ম) বিদ্বান্ (জ্ঞান) অতএব অস্মান্ (আমাদিগকে) সুপথা (সৎপথে—মঙ্গলময় পথে) রায়ে (পরমার্থ-ধনের জন্য) নয় (লইয়া যাও) কিঞ্চ (আর) জুহুরাণং (কুটিল) এনঃ (পাপকে) অস্মৎ (আমাদিগ-হইতে) যুযোধি (বিযুক্ত কর, নাশ কর) তে (তোমাকে) ভূয়িষ্ঠাং (প্রচুরতর) নম-উক্তিং (নমস্কার বাক্য) বিধেম (বলিতেছি, ভূয়ো ভূয়ো নমস্কার করিতেছি) ॥১৮॥

ইতি—শ্রীল-ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামি-প্রভুপাদ-কৃতোঽন্বয়ানুগত্যেন অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত বেদার্কদীধিতিঃ—হে অগ্নে, সুপথা শোভনেন মার্গেণ রায়ে পরমার্থায় মাং নয়। হে দেব, বয়ুনানি প্রজ্ঞানানি বিশ্বানি সর্ব্বাণি বিদ্বান্ জানন্ নয়। কিঞ্চ, অস্মৎ জুহুরাণং অবিদ্যা কৌটিল্যং এনঃ পাপং যুযোধি বিনাশয় বয়ং ভূয়িষ্ঠাং বহুতরাং নম-উক্তিং বিধেম।১৮।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত অনুবাদ—হে অগ্নি, সুপথ দিয়া আমাদিগকে পরমার্থ-ধনে লইয়া যাও। হে দেব, সমস্ত বিশ্বগতি ও প্রযুক্ত প্রজ্ঞান সহিত আমাদিগকে লইয়া যাও। আমাদের যে অবিদ্যা কৌটিল্যরূপ পাপ আছে, তাহা বিনাশ কর। আমরা তোমাকে বার বার প্রণাম করি ॥১৮॥

শ্রীল-ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত ঈশোপনিষদের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত ভাবার্থ—জীব স্বীয় পাপ স্মরণ করিলে তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য ব্যাকুল হয়। তখন পবিত্র পরমেশ্বরকে অগ্নি বলিয়া সম্বোধন করে। অগ্নির পাবকতা-শক্তি পরমেশ্বর হইতেই সিদ্ধ। জীব তখন দেখে যে, জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত আর কিছু উপায় নাই। তখন তাহাই প্রার্থনা করে। ঈশ্বরজ্ঞানই জ্ঞান। বিশ্ব-জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বর-জ্ঞান বিজ্ঞান হয়, বিজ্ঞানযুক্ত প্রজ্ঞানই ভক্তি। 'এতদ্বিজ্ঞায় প্রজ্ঞানং কুর্ব্বীত' এই বেদবাক্য এস্থলে স্মরণীয়। "তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া। পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুত-গৃহীতয়া।" এই ভাগবতের বচনটিও এস্থলে বিবেচনীয় ॥১৮॥

শ্রীল-ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত ঈশোপনিষদের ভাবার্থ সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত বেদার্কদীধিতিঃ—বেদার্কদীধিতি-রয়ং ভজন-প্রদীপঃ গৌরাঙ্গভক্তপদভক্তবিনোদকেন। শ্রীগোদ্রুমে দ্বিজপতেশ্চরণপ্রসাদাৎ প্রজ্বালিতঃ সুরভিকুঞ্জবনান্তরালে॥

ইতি—বাজসনেয়সংহিতোপনিষদি শ্রীল-ভক্তিবিনোদঠক্কুর-কৃত-বেদার্কদীধিতিঃ সমাপ্তা।

শ্রীমদ্বলদেব-কৃত ভাষ্যম্—সাক্ষাৎকারপ্রার্থনানন্তরমগ্নিপ্রতীকং ভগবন্তং মোক্ষং প্রার্থয়তে—অগ্নে নয়েতি। আগ্নেয়ী ত্রিষ্টুপ্। হে দেব, ক্রীড়াদিগুণবিশিষ্ট, হে অগ্নে, অগ্নিপ্রতীক ভগবন্, অস্মান্ সুপথা শোভনেন মার্গেণ দেবযানলক্ষণেন নয় গময়। কিমর্থম্—রায়ে ধনায় মুক্তিলক্ষণায়। কীদৃশস্ত্বম্—বিশ্বানি সর্ব্বাণি বয়ুনানি কর্ম্মাণি প্রজ্ঞানানি বা বিদ্বান্ জানন্। কিঞ্চ, জুহুরাণং কুটিলং প্রতিবন্ধকং বঞ্চনাত্মকম্ এনঃ পাপম্ অস্মৎ অস্মত্তঃ সকাশাৎ যুযোধি পৃথক্ কুরু বিযোজয় নাশয়েত্যর্থঃ। ততো বিশুদ্ধায় তে তুভ্যং ভূয়িষ্ঠাং বহুতরাং নম-উক্তিং নমস্কারবচনং বিধেম কুর্য্যাম্ ঈদৃশাভীষ্টসাধকস্য তব প্রতিকরণং নমস্কারপরম্পরৈব ন ত্বন্যৎ প্রত্যুপকরণমস্তীতিভাবঃ ॥১৮॥

ইতি—শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণবিরচিতং বাজসনেয়-সংহিতোপনিষদ্ভাষ্যম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ—ঋষি পূষাদি দেবতার সাক্ষাৎকার প্রার্থনার পর অগ্নিপ্রতীক ভগবানের নিকট মুক্তি প্রার্থনা করিতেছেন—'অগ্নে নয়' ইত্যাদি মন্ত্রে। ইহার ছন্দঃ ত্রিষ্টুভ্, অগ্নিদেবতা। হে দেব! দ্যোতনশীল! ক্রীড়াদি গুণবিশিষ্ট! অগ্নে! অগ্নিপ্রতীক্ ভগবন্! অস্মান্ আমাদিগকে, সুপথা সুন্দর পথ দিয়া অর্থাৎ দেবযান দিয়া, নয়—গমন করাও—লইয়া চল। কি উদ্দেশ্যে? রায়ে—ধনের জন্য—মুক্তিরূপ ধন-প্রাপ্তির জন্য, তুমি কিপ্রকার? বিশ্বানি—সমুদয়, বয়ুনানি—কর্ম্ম অথবা প্রজ্ঞাননিচয়, বিদ্বান্—জ্ঞাত আছ। আর জুহুরাণং—কুটিল, মুক্তির প্রতিবন্ধক, অর্থাৎ যাহা বঞ্চনারূপী সেই, এনঃ—পাপকে, অস্মৎ—আমাদিগের নিকট হইতে, যুযোধি—পৃথক্ কর, বিযুক্ত কর অর্থাৎ নাশ কর, সেইজন্য বিশুদ্ধ, পবিত্র, পাপনাশক তোমাকে, ভূয়িষ্ঠাং—প্রচুরতর—বহুবার, নম-উক্তিং—নমস্ শব্দের উচ্চারণ—নমস্কার, বিধেম—করি, যেহেতু ঈদৃশ অভীষ্টসাধক তোমার প্রতিদান

একমাত্র পরপর নমস্কারই, অন্য কিছু নাই, আমি অতি দীন, তুমি মহান্, তোমাকে ভূয়ো ভূয়ঃ প্রণাম করি ॥১৮॥

শ্রীমাধ্বভাষ্যম্—বয়ুনং জ্ঞানম্। "তদ্দত্তয়া বয়ুনয়েঽহমচষ্ট বিশ্বম্" ইতি বচনাৎ। জুহুরাণমস্মানল্পীকুর্ব্বৎ। যুযোধি বিযোজয়। যদস্মান্ কুরুতে স্বল্পাং তদেনোঽস্মাদ্বিযোজয়। নয়নো মোক্ষবিত্তায়েত্যস্তোদ্ যজ্ঞং মনুঃ স্বরাট্ ॥ ইতি স্কান্দে। 'যুযুবিয়োগ' ইতি ধাতুঃ। ভক্তি-জ্ঞানাভ্যাং ভূয়িষ্ঠাং নম-উক্তিং বিধেম ॥১৮॥

পূর্ণশক্তিশ্চিদানন্দশ্রীতেজঃ স্পষ্টমূর্ত্তয়ে।
মমাভ্যধিকমিত্রায় নমো নারায়ণায় তে ॥

ইতি—শ্রীমদানন্দতীর্থ-ভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতমীশাবাস্যোপ-
নিষদ্ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

তত্ত্বকণা—শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার প্রার্থনার পর অগ্নিরূপী শ্রীভগবানের নিকট পরমার্থের প্রার্থনা করিতেছেন। বৃহদারণ্যকে বর্ণিত আছে যে, যখন পুরুষ এই লোক হইতে পরলোকে গমন করে, তখন সে বায়ুকে আশ্রয় করে, "যথা যদা বৈ পুরুষোঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স বায়ুমাগচ্ছতি।" ইত্যাদি বলিয়া যথাক্রমে অর্চ্চিঃ প্রভৃতি পথ নির্দ্দেশপূর্ব্বক অধ্যায়াবসানে এই চারিটি মন্ত্রের উল্লেখ করিলেন। হে অগ্নি, অগ্রনয়নাদি গুণযুক্ত তুমি আমাকে সুন্দর পথে অর্থাৎ অর্চ্চিঃ প্রভৃতি দেবযান দিয়া লইয়া যাও, তাহার ফলে আমি সুস্থির অনন্ত ধন পাইব। হে দেব, তুমি সমস্ত কর্ম্ম ও প্রজ্ঞানাদি জ্ঞাত আছ। তুমি আমার সদ্বুদ্ধিকে প্রকাশ কর। শ্রীগীতায় পাই,—"দদামি বুদ্ধি-যোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।" (গীঃ ১০।১০) সুতরাং তোমার প্রদত্ত বুদ্ধিযোগ লাভ করিতে পারিলে আমি তোমার শ্রীচরণে আশ্রয়

পাইব। হে দেব, তুমি আমাকে প্রকৃত কল্যাণের পথে পরিচালিত কর। যে-পথে তোমার প্রেমরূপ ধন পাওয়া যায়, সেই পথে লইয়া চল। হে ভগবন্ তুমি অগ্নিস্বরূপ, তোমার সেই পাবকতা-শক্তি দ্বারা আমার পাপকে দগ্ধ কর। অকৃত্য-করণ ও কর্ত্তব্যের অননুষ্ঠানকে সাধারণতঃ পাপ বলা হয়, যাহা তোমার ভজনের প্রতিবন্ধক। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পাপ হইতেছে হৃদয়ের কুটিলতা। সেই কুটিলতারূপ পাপকে আমাদিগের নিকট হইতে বিযুক্ত কর অর্থাৎ বিনাশ করিয়া দাও। তুমি পরম বিশুদ্ধস্বরূপ, তুমি-ভিন্ন আমাদের আর অন্য গতি নাই, সেইজন্য তোমাকে বারবার প্রণাম করিতেছি।

জুহুরাণম্ পদটি কৌটিল্য অর্থে হুচ্ছ্´ ধাতুর উত্তর যঙ্ লুক্ করিয়া শানচ্ দ্বারা নিষ্পন্ন। পাপের স্বভাবই হইতেছে লোককে কুপথে লইয়া যাওয়া, তাই বঞ্চনাত্মক তাহাকে কুটিল বলা হইল। জীব যখন নিজ পাপ স্মরণ করে, তখন সে মুক্তির জন্য ব্যাকুল হয়। তখনই পবিত্রকারক শ্রীভগবান্‌কে অগ্নি বলিয়া আহ্বান করে।

জীব যখন বুঝিতে পারে জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তি ব্যতীত পরমার্থ লাভের অন্য উপায় নাই, যেমন শ্রীভাগবতে পাই,—"তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া। পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুত-গৃহীতয়া॥" (ভাঃ ১।২।১২); তখনই সেইরূপ প্রার্থনা তাহার মধ্যে উদিত হয়। শ্রীভগবৎকৃপাই সেই প্রার্থনার পরিপূরক। কিন্তু ঈদৃশ অভীষ্ট-সাধক শ্রীভগবানের কৃপার প্রতিদান দিবার সামর্থ্য জীবের নাই, সুতরাং পুনঃপুনঃ নমস্কার-বিধানই একমাত্র প্রতিকার।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"নতাঃ স্ম তে নাথ সদাঙ্ঘ্রিপঙ্কজং
বিরিঞ্চি-বৈরিঞ্চ্যসুরেন্দ্রবন্দিতম্।

পরায়ণং ক্ষেমমিহেচ্ছতাং পরং
ন যত্র কালঃ প্রভবেৎ পরপ্রভুঃ ॥" (ভাঃ ১।১১।৬)

ব্রহ্মার বাক্যে আরও পাই,—

"নতোঽস্ম্যহং তচ্চরণং সমীয়ুষাং
ভবচ্ছিদং স্বস্ত্যয়নং সুমঙ্গলম্ ॥" (ভাঃ ২।৬।৩৬)

শ্রীদেবগণও বলিয়াছেন—

"নমাম তে দেব পদারবিন্দং
প্রপন্নতাপোপশমাতপত্রম্ ।
যন্মূলকেতা যতয়োঽঞ্জসোরু-
সংসারদুঃখং বহিরুৎক্ষিপন্তি ॥" (ভাঃ ৩।৫।৩৯)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব ।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥"
(গীঃ ১১।৩৯-৪০)

কপটতারহিত ব্যক্তিরই মঙ্গল হয় অর্থাৎ ভগবৎ-কৃপা লাভ হয়, ইহা শ্রীভাগবতেও পাই,—

"যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্ ॥" (ভাঃ ২।৭।৪২)

এই ঈশোপনিষদের প্রথমাবধি আটটি মন্ত্রে পরমেশ্বর-তত্ত্ব, তৎপরে আটটি মন্ত্রে ভগবদ্-বিষয়ক ভক্তিতত্ত্ব, যাহা সাক্ষাৎ মুক্তির কারণ, তাহা কথিত হইয়াছে, অবশেষে দুইটি মন্ত্রের দ্বারা ভক্তের প্রধান কাম্য ভগবৎ-প্রেমরূপ ধনের বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে। **ইহাতে সম্বন্ধতত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণ, অভিধেয় তত্ত্ব—কৃষ্ণভক্তি এবং প্রয়োজনতত্ত্ব—কৃষ্ণপ্রেম নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহাই এই গ্রন্থের রহস্য ॥১৮॥**

ইতি—শ্রীঈশোপনিষদ্ গ্রন্থের তত্ত্বকণা-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা।

গ্রন্থঃ সমাপ্তঃ।

"নিখিল-শ্রুতিমৌলি-রত্নমালা-
দ্যুতিনীরাজিত-পাদ-পঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥"

(শ্রীল রূপগোস্বামি-কৃত শ্রীকৃষ্ণ-নামাষ্টক)

অর্থাৎ নিখিলবেদের সারভাগ উপনিষদ্-রত্নমালার প্রভানিকর দ্বারা তোমার পাদপদ্ম-নখের শেষ-সীমা নীরাজিত হইতেছে এবং নিবৃত্ততৃষ্ণ মুক্তকুল নিরন্তর তোমার উপাসনা করিতেছেন, অতএব হে হরিনাম! আমি তোমাকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিতেছি।